বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	শীর্ষক	পৃষ্ঠা সংখ্যা

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

বিনম্র নিবেদন

সদ্‌গৃহস্থ পরম বৈষ্ণব সন্ত শ্রীল অনিরুদ্ধ প্রভুজীর সঙ্গে গত কিছু বৎসরের পরিচয়ে তার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, বিলক্ষণ নাম নিষ্ঠতা এবং সমর্থ সিদ্ধ বাণী অনুভব করি। তাঁর করুণা- পূর্ণ দৈন্য, সহজ-সরল স্বভাব তো হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীরে স্পর্শ করে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন দেওয়া ও তাঁর অন্য ভক্তদের দর্শন করানো, শ্রীহনুমানজী তাঁকে দর্শন দিয়ে তাঁর দুই হাতের তালুতে ভগবদ্ আধ্যাত্মিক অনেক চিহ্ন দেখানো, ওনার ভগবানের নিজের জন হওয়ার এবং হরিনাম প্রচারের কারণে গোলকধাম হতে পাঠানো ইত্যাদি সকল কথায় সহজেই বিশ্বাস হয় যখন ওনার সানিধ্যে আসা মাত্র ভক্তের হরিনাম অনেক গুন বেড়ে যায়। তাঁর গ্রন্থসমূহের সানিধ্যে এসে স্বয়ং নিজে, পরিবারের সদস্য ও অনেক পরিচিত ভক্তের হরিনাম সংখ্যার অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত আছেই। প্রভুজীর সঙ্গ অথবা তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রভাবের কথা তো বলাই বাহুল্য, মাত্র ফোনে প্রভুজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ হরিনাম অথবা নাম মহিমা শুনেই ভক্তের জপ সংখ্যা চমৎকার ভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে।

যদ্যপি আজ দেশ বিদেশের অনেক ভক্ত প্রভুজীর মার্গ দর্শনে এক থেকে তিন লাখ হরিনাম প্রতিদিন জপ করছে তথা তাঁর গ্রন্থ 'ইসী জন্ম মে ভগবদ্ প্রাপ্তি' এর হিন্দী ভাষায় ৮ ও ইংরেজী ভাষায় ২ ভাগ প্রকাশিত হয়েছে, তবুও কিছু সময় ধরে এক বিচার মনকে বার বার ব্যাকুল করে তুলছে যে প্রভুজীর শরীর এখন ৯০ বর্ষ থেকে বেশী হয়েছে আর তিনি প্রচারেও বেশি যেতে পারেন না তাহলে কি ভগবান এতটুকুই প্রচার করার জন্য নিজের জনকে গোলকধাম থেকে পাঠিয়েছেন। তবে কি সর্ব শক্তিমান, অহেতুক করুণালয়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিজের জনকে কলিযুগ নিবারণের একমাত্র ঔষধ যুগধর্ম হরিনামের প্রচার করতে পাঠান, তো নিজের করুণার আঁচল এতটুকুই কি বিস্তার করবে? একেই তো বৈষ্ণবের কৃপা কোন কালেই বাধা পায়না তবুও এই ভাব স্পন্দিত করেছিল কি যদি প্রভুজী থাকতে থাকতেই অধিক থেকে অধিক ভক্ত তাঁর আর্শীবাদের কৃপায় নিজের হরিনাম বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব মনে এই প্রেরণা সর্বদা হতে থাকে যেন স্বল্প সময়ে যেভাবেই হোক তাঁর গ্রন্থের কিছু প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ হয় যাতে ঐসব ভাষার লোকেদের কল্যাণ হতে পারে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বিদেশী ভাষা তো থাক প্রমুখ ভারতীয় ভাষায় এই গ্রন্থে লুকানো অমুল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিল। সাথে সমস্যা এই ছিল যে সব খন্ডের প্রমুখ ভাষায় অনুবাদ এবং বিতরণ করার জন্য এক ব্যাপক বৃহদ্ যোজনা, পর্যাপ্ত সময় এবং

অর্থের আবশ্যকতা ছিল। তাই এই বিচার আসত যে কত ভালো হত যদি হিন্দী ভাষায় উপলব্ধ "ইসী জন্ম মে ভগবদ্ প্রাপ্তি" এর অষ্টম খন্ড থেকে কিছু লেখ্য খুঁজে একটি ছোট সরল পুস্তকের রূপে সংকলন হয় ও সেই পুস্তককে নির্ভর করে অন্য ভাষায় জলদি অনুবাদ হয়। কিছু প্রিয় স্বজনের সঙ্গে যখন এর উপর চর্চা করা হল তখন তারা শীঘ্রই এই বিচারের অনুমোদন করলেন।

অক্টোবর ২০১৯-এ প্রভুজীর আবির্ভাব দিবস শারদ পূর্ণিমাতে ওনার নিবাস স্থানে যখন এই প্রস্তাব তাঁর সমক্ষে রাখা হল তখন তিনি সহর্ষে অনুমতি দিল তাই নয় বরং এই বলে আর্শীবাদ দিলেন যে - "আপনাদের এই প্রেরণা আমার ঠাকুরই দিয়েছেন।" সঙ্গে সঙ্গে প্রভুজী অষ্টম খন্ড থেকে চয়ন সম্বন্ধী কিছু সংকেত ও পরামর্শ দিলেন। পরিণাম স্বরূপ এই সংকলন নভেম্বর ২০১৯ এ হিন্দী ভাষায় "অতি শীঘ্র ভগবদ্ প্রাপ্তি" শীর্ষক প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর কিছু অন্যভাষাতেও এই পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এখন এই পুস্তক বাংলা ভাষাতে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করা হল।

শ্রীল অনিরুদ্ধ প্রভুজী প্রায়ই বলতেন যে "অতি শীঘ্র ভগবদ প্রাপ্তি"বাংলা ভাষাতে অনুবাদ হওয়া উচিত। যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাষা বাংলা তে এই পুস্তক অনুবাদ হয় তাহলে মহাপ্রভু প্রসন্ন হবেন । যত শীঘ্র সম্ভব ত্রই পুস্তক বাংলা ভাষাতে অনুবাদ হওয়া উচিত।

কয়েক বৎসর সারা রাত বিরহ পূর্ণ হরিনাম করতে করতে প্রভুজী যে প্রেরণা পেতেন তা আংশিক রূপে পত্রের মাধ্যমে তাঁর মিত্র পরম পুজনীয় শ্রী নিষ্কিঞ্চন মহারাজ কে লিখতেন। "ইসী জন্ম মে ভগবদ প্রাপ্তি" ওই সব পত্র এবং প্রভুজীর কিছু প্রবচন সম্পর্কিত গ্রন্থ, যাকে তাঁর কৃপা পাত্র সেবান্মুখী স্বজনের নিষ্ঠা পূর্ণ প্রয়াস দ্বারা প্রকাশিত করা হয়েছে।

শাস্ত্রতে বার বার এই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে কলিযুগে এই ভব-সাগর হতে পার হওয়ার একমাত্র উপায় শ্রী হরিনামের আশ্রয়। শাস্ত্র এই অচ্যুত সিদ্ধান্তের পুষ্টি করেছে -

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্তৈব্য নাস্তৈব্য নাস্তৈব্য গতিরন্যথা।

শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রানাধার গ্রন্থ্ "শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত" তো বার বার করে সাধকের ধ্যান এই একমাত্র আশ্রয়ের প্রতি আকর্ষিত করেছে। যথা-

নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম।।

শাস্ত্রের এই মর্ম জানো, ভগবদ্ চরণারবৃন্দকে লক্ষ্য করে কেন কোনও প্রবুদ্ধ, লোলুপ বৈষ্ণব সে যে কোন সংস্থা অথবা সমাজ সম্বন্ধিত হোক না কেন যুগধর্ম হরিনামের মহত্ব এর পূর্ণরূপে সমর্পিত এই সংকলন এর পঠন তথা মননের অপরিহার্য তা কেন মানবে না?

জনমানসের আত্মন্তিক কল্যাণকে লক্ষ্য রেখে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী অনিরুদ্ধ প্রভুজীর বিনীত আগ্রহ কী এই পুস্তক "অতি শীঘ্র ভগবদ প্রাপ্তি" ঘরে ঘরে পৌঁছায়। অতএব এই আশায় এই পুস্তক অনেক ভাষায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সকল সম্ভব ভাষায় এই পুস্তক যথা শীঘ্র অনুবাদ, প্রকাশন এবং বিতরণ হতে পারে ইহাই ভগবানের চরণে কাতর প্রার্থনা। এই সংস্করণে যা কিছু ভুল ত্রুটি আছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সহিত এই নিবেদন যে, পরবর্তী কালে আরও নিখুঁত করে বের করার প্রয়াস করব।

শ্রীল অনিরুদ্ধ প্রভুজীর সেবায় প্রকাশন সমূহের তুচ্ছ দাস

শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাস অধিকারী জীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়

শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাস অধিকারী প্রভুজী আজ ৯০ বৎসরের থেকে অধিক বয়সেও প্রতিদিন ৩ থেকে ৫ লাখ হরিনাম অর্ধরাত্রি ১২-১টাতে জেগে, একই জায়গাতে বসে করেন এবং প্রতিদিন কেবল ৩-৪ ঘন্টা বিশ্রাম করেন। আজ পর্যন্ত ঠাকুরজী আপনাকে কেবল একই বিষয় হরিনামের উপর 'ইসী জন্ম মে ভগবদ্ প্রাপ্তি' নামক ৮ গ্রন্থ লিখিয়েছেন যাতে ১ থেকে ৭ ভাগ ঠাকুরজী আপনাকে পত্রের রূপে রাত্রিতে লিখিয়েছেন তথা ভাগ ৮ প্রবচন এর রূপে আপনার মুখে বলিয়েছেন।

আপনার জন্ম শারদপূর্ণিমা (রাসপূর্ণিমা) ২৩ অক্টোবর সন ১৯২৮ ছীড় কী ঢাণী, তহসীল কোটপুতলী, জেলা জয়পুর (রাজস্থান) এ হয়েছে। আপনি পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন তথা এই পদে বীকানের এ কাজ করার সময় আপনাকে হনুমানজীর ছদ্মরূপ দর্শন হয় যে আপনাকে বলেছে যে আপনি একজন সাধারণ মনুষ্য নন, গোলক এর বাসিন্দা এবং আপনাকে হরিনাম প্রচারের জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে। এর প্রমাণ হেতু হনুমানজী আপনার হাতে অঙ্কিত ভগবদ দিব্য আধ্যাত্মিক চিহ্ন দেখিয়েছেন ও এই কথা ৭৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত গোপনীয় রাখতে বলেছেন। আর বলেছেন ৭৪ বৎসর পর এই রহস্য সকলকে বলবে, না হলে তোমার প্রচার হবে না। আপনি কেবল শিক্ষা গুরু রূপে সকল সাধককে হরিনাম করার শিক্ষা দেন।

আপনার ৭০০ কোটির থেকেও অধিক হরিনাম হয়ে গেছে যার প্রভাব আপনাকে আজ ৯০ বৎসরের থেকে অধীক বয়সেও নিরোগ রেখেছে। আপনি নম্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমুর্তি এবং নিজের শিক্ষা শিষ্যদেরও অতি স্নেহ ও ভালবাসা দান করেন ও সকলকেই পুজনীয় ভাবেন কারণ আপনি জানেন যে আমার প্রিয় ভগবান সকলের হৃদয়ে বসে আছেন। তাই কাউকে পা ছুঁতে, মালা পরাতে, দক্ষিণা ইত্যাদি দেওয়ার আদেশ দেন না। আপনার ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ দেড় বছরের শিশুর মত এবং আপনি ভালবেসে ভগবানকে 'বাবা' বলে ডাকেন।

আপনার, চন্দ্র সরোবরে, সুরদাস জী এর কুটীরে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন হয়েছে। কিন্তু আপনার সাথে থাকা ১০-১১ ভক্তের কিছু নজরে পড়েনি, তখন ঐ সময় আপনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন "বাবা! আপনি এদেরও দর্শন দেন না হলে এরা আমাকে মিথ্যা বুঝবে।" আপনার এই প্রার্থনা শুনে ঠাকুরজী ওদের দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে ছায়ারূপে দর্শন দিয়েছেন, কারণ ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শনের তেজ প্রকাশ সহ্য করার যোগ্যতা ওদের নেই। এই সকল ভক্তের নাম "ইসী জন্ম মে ভগবদ্প্রাপ্তি" (ভাগ-১) এ অঙ্কিত আছে। ভগবানের দর্শন তো অনের ভক্তের হয়েছে কিন্তু অন্যকে

ভগবানের দর্শন করানো আপনার ভজন বল তথা ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত প্রিয় সম্বন্ধ এর প্রমাণ। দ্বিতীয় বার ঠাকুর জী এক ছোট বালকের রূপে (ছদ্মরূপ) এসে আপনাকে ভ্রমিত করে ক্ষীর খাইয়েছে।

সব ধরতী কাগদ করু, লেখনী সব বনরায়।
সাত সমুদ্র কী সমি করু গুরুগুন লিখা ন যায়। (সন্ত কবীরের দোহা)

উত্তম বৈষ্ণব তথা গুরুদেবের মহিমার গান, সাত সমুদ্র এর জল কালি বানালে, বনের সব বৃক্ষকে কলম বানালে তথা সমস্ত পৃথিবীকে কাগজ বানালেও করা যাবে না। এইজন্য আমরা মাত্র কিছু শব্দের মাধ্যমে সূর্যকে দীপক দেখানোর প্রয়াস করেছি।

শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের অনুগত এবং শ্রী গৌড়ীয় মঠ সমুহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'প্রভুপাদ'জীর প্রিয়তম শিষ্য এবং অখিল ভারতীয় শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, অস্মদীয় গুরু পাদপদ্ম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রী মদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আর্বিভাব সন ১৯০৪ এর এক পরম পাবন তিথি উত্থান একাদশীর দিনে পুর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার কাঞ্চনপাড়া নামক গ্রামে হয়।

আমার গুরুজী আমাকে হরিনাম ও দীক্ষা একই দিনে সন ১৯৫২ তে দিয়েছেন। ইহা ঐ সময়ের কথা যখন একটাও মঠ ছিল না। গুরুজী রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ নিতে স্বয়ং তিনবার জয়পুরে এসেছিলেন। তিনি আমার পরিবার ছাড়া রাজস্থানে আর কাউকে শিষ্য বানায় নি। এইজন্য আমার সম্পর্ক ওনার সাথে অধিক ছিল, তাই আমি তার কাছে ভালোভাবে ঠাকুরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম আর এই কথা বলতাম, "গুরুজী আমার কিছু চাই না ভগবানের দর্শন আমার কবে হবে।" তিনি বলতেন "হরিনাম দ্বারা হবে ব্যস"। ওনার কারণে আমার হরিনামের উপর পুর্ণ নিষ্ঠা হয়ে যায় এবং আমি আজীবন নিরন্তর হরিনাম ছাড়া কিছু করিনি।

সর্বপ্রথম যখন আমি কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করি তখন কৃষ্ণমন্ত্র করার ফলে বিরহ খুব হতো এবং আমার বাকসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যায়। আমি যা কিছু বলতাম তাইই সত্য হত। আমি যাকে যে কাজ যে তারিখ বলতাম ঐ তারিখেই হয়ে যেত। একবার গুরুজী জয়পুরে বিগ্রহ দেখতে এসেছিলেন ও একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার গুরুজীর সামনে এসব কিছু বলে দিল তখন গুরুজী আমাকে বলল "এখন থেকে তুমি এই বাকসিদ্ধির প্রয়োগ কখনো করবে না।"

গুরুদেব জয়পুরে যখনই আসতেন তিনি স্নেহপূর্ণ ভাবে বলতেন যে এই জায়গায় যেখানেই আমি থাকব তুমি আমার কাছে আসবে ও প্রসাদও সেখানেই পাবে। জয়পুরে আমি যেখানে থাকি সেখানেও গুরুজী আসতেন। আমার ধর্মপত্নী গুরুজীকে গরম গরম ফুলকো লুচি খাওয়াতেন।

একবার জানতে পারলাম যে আমার শালীর উপর প্রেত ভর করে আর আমার জ্যাঠামশাই পয়সাওয়ালা হওয়াতে অনেক বড় বড় মৌলবী ও পন্ডিত কে দেখিয়েছে কিন্তু প্রেত যায় নি অবশেষে তিনি আমাকে বললেন- "তোমার গুরুজী কি এই প্রেত কে তাড়াতে পারবেন, তো আমি বললাম হাঁ।" এবং আমি গুরুজীকে স্মরণ করতে

করতে হরিনাম করে ওর গলায় সাত গাঠ ওয়ালা সুতো বেধে দিলাম তখন প্রেত চলে গেল। তারপর থেকে আমার গুরুজীর কৃপায় আর কখনও আসেনি।

একবার আমার গুরুজী একই সময়ে দুই জায়গায় প্রকট হয়েছেন। যখন তিনি অসমে ছিলেন ঠিক তখনই তিনি আমার জ্যাঠামশাইকে তার গ্রামে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়েছেন।

একবার গুরুজী জয়পুরে শ্রী শ্রী রাধা গোপীনাথজীর মন্দিরে বসেছিলেন আর আমিও সেখানে ছিলাম। মন্দিরের গোস্বামীজী হঠাৎ ওনার চরণের তলভাগে দেখলেন যে তাতে ভগবদ্ চিহ্ন রয়েছে তখন তিনি ফুল এনে ওনার চরণে দিলেন ও দন্ডবত প্রণাম করলেন।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে মহাসংকীর্তনের মধ্যে আমার গুরুদেব নিত্যলীলায় প্রবিষ্ঠ হলেন। ওনার অহেতুকী কৃপা বর্ষণ এবং প্রেরণার ফলস্বরূপ আমি "ইসী জন্ম মে ভগবদ্প্রাপ্তি" গ্রন্থ্ কেবল একই বিষয় হরিনামের উপর লিখতে পেরেছি। এই গ্রন্থে আমার গুরুদেবের দিব্যবাণীর অমৃত ভরা আছে। আমার যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে ওনার অসীম অনুকম্পা দ্বারা হয়েছে। আজও আমি আমার গুরুদেবকে নিজের কাছেই পাই সবসময়।

অনিরুদ্ধ দাস অধিকারী

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

বৈষ্ণব প্রার্থনা

প্রত্যক্ষ প্রার্থনা কারীর অনুভব অনুসার

অনন্ত কোটি বৈষ্ণবজন!
অনন্ত কোটি ভক্তজন!
অনন্ত কোটি রসিকজন তথা
অনন্ত কোটি আমার গুরুজন!
আমি জন্মে জন্মে আপনাদের চরণের ধুলিকণা।

আমাকে আপনাদের শরণ নিয়ে নাও, আমার মনের চঞ্চলতা দুর করে দাও,
আমাকে কৃষ্ণচরণে লাগিয়ে দাও, আমাকে গৌরচরণে লাগিয়ে দাও।
যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে আপনাদের চরণারবৃন্দে,
জানাতে অথবা অজানাতে, যে কোনও জনমে অথবা এই জনমে -
ক্ষমা কর আমার গুরুজন!
আমি আপনাদের চরণে - শরণাগত।
পাপী হই, অপরাধী হই, খাঁটি হই অথবা কপটি হই,
ভালো হই অথবা মন্দ হই, সে যেমনই হই, আমি তো আপনাদেরই।
আমার দিকে তাকাও।
আর কৃপাদৃষ্টি দাও।
হে মোর প্রাণধন।
এবার আমাকে আপনাদের নিজের করে নাও !
আমি আপনাদের চরণে শরণাগত !
হে মোর জন্ম জন্মান্তরের গুরুজন!

- প্রতিদিন শ্রী হরিনাম - হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার আগে এই প্রার্থনা করলে শ্রী হরিনামে নিশ্চিত রূপে রুচি হবে এবং অনন্ত কোটি বৈষ্ণবজনের কৃপা ও মিলবে।
- প্রতিদিন স্নান, তিলক ইত্যাদি করার পরে এই প্রার্থনা একবার অবশ্যই করা উচিৎ।
- রোজ কমপক্ষে **১১** বার এই প্রার্থনা করলে পরে সকল প্রকার বাধা থেকে এবং জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্তি মিলবে তথা ভক্তিতে শীঘ্রই উন্নতি হবে।

- অনিরুদ্ধ দাস

1

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত ঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ৫/১০/২০০৮

পরমারাধ্যতম, প্রেমাস্পদ, ভক্তগণ তথা শিক্ষা গুরুদেব ভক্তি সর্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের চরণযুগলে আমি নরাধম, অধমাধম, দাসানুদাস, অনিরুদ্ধ দাসের সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত প্রণাম তথা ভজন স্তর বৃদ্ধি পেয়ে বৈরাগ্য তৈরী হওয়ার বারবার করবদ্ধ প্রার্থনা।

শুদ্ধভাবে একশ শতাংশ রসযুক্ত পরমানন্দে ভজন কি করে হবে?

এই মানব-জন্ম সুকৃতি আর ভগবদ্ কৃপার কারণে উপলব্ধ হয়। একে ব্যর্থ নষ্ট করা সব থেকে বড় শোচনীয় ক্ষতি। এর মুখ্য কারণ মন। শ্রী গুরুদেব বার বার সাধককে চেতনা দিচ্ছেন, সচেতন করছেন যে, এখনও এক্ষেত্রে গভীর ভাবে বিচার দ্বারা নিজের মনকে ব্যর্থ কাজে না লাগিয়ে পরমার্থ কর্মে নিয়োজিত করো। এই মানব জীবন যা ভগবদ্ কৃপাবশ বড় মুস্কিলে উপলব্ধ হয়েছে, তা কেবল ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্যই। হরিনাম স্মরণরূপী সৎসঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দুর্লভ জীবন স্বার্থক কর না হলে এ শুভ অবসর আর আসবে না। ২৮ প্রকার নরক ভোগের পরে ৮৪ লাখ যোনী, যা কিনা দুঃখের সাগর, এতে যেতেই হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। নিজের কর্মের ফল নিজেকেই ভুগতে হবে।

আমি পথ বলছি। এই পথে গিয়ে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবান তোমাকে আপন করবেন। তোমার সমস্ত দ্বায়িত্ব ভগবান স্বয়ং নেবেন। তোমার সারা জীবন সুখময় হবে, ভগবান তোমাকে দর্শন করতে স্বয়ং আসবেন এবং তোমার দর্শন লাভ নিশ্চয়ই হবে যেমন মীরা, নরসী ভক্ত, রূপ, সনাতন, মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এনাদের হয়েছিল। তোমারও অবশ্যই হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

নিম্ন প্রকারে নিজের জীবন যাপন করতে হবেঃ-

১. এক লাখ হরিনাম কানে স্বয়ং শুনে ও গুরু ভগবান এবং সন্ত যেমন হরিদাস, মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, রূপ, সনাতন, গৌর, নিতাই, প্রহ্লাদ ধ্রুব, নৃসিংহদেব, বজরঙ্গ নারদজী ইত্যাদি কত সন্ত ভগবদ্ অবতার, এদের চরণে বসে এনাদের হরিনাম শোনাও আপনার মন একটুও এদিক ওদিক চঞ্চল হবে না। প্রত্যক্ষতে প্রমাণ চাই না যে কোন সাধক পরীক্ষণ করে দেখতে পারেন। অনুভব সবসময়ই সকলের জন্য একশ শতাংশ সত্যি হয়।

বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার একমাত্র উপায় হল নিজের অন্তকরণ থেকে চিৎকার করে বলো - "হা নিতাই! হা নিমাই! কৃপা করো! এই অপরাধী কে কৃপা করো।" এটাই হলো বিদীর্ণ হৃদয়ের আর্তনাদ! এটাই ইঞ্জেকশন! এতেই রোগ দুর হবে! পরীক্ষা করে দেখো। এক লাখ হরিনাম জপলে কিছু তো শুদ্ধনাম অবশ্য আবির্ভূত হবে। ওই শুদ্ধনাম, নামাভাস নাম কে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে তাকে শুদ্ধনামে নিয়োজিত করবে কারণ শুদ্ধনামে এক অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে এবং নামাভাস এর থেকে দুর্বল হয় অতএব শক্তিশালী দুর্বলকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে। এটাই ধ্রুব সত্য সিদ্ধান্ত। এই প্রকার শ্রী গৌরহরি নিজের সকলকে আদেশ দিয়েছেন যে কেউ যদি এক লাখ হরিনাম রোজ করে তার ঘরে আমি প্রসাদ পাব অর্থাৎ ঐ ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কি সরল সুগম উপায় এই কলিযুগে। ঘরে বসেই ভগবান মিলে যাবে। জঙ্গলে গিয়ে কষ্ট সহ্য করতে হবে না, যেখানে ঠান্ডা-গরম, বৃষ্টি, খাদ্য-পাণীয়ের অভাব এবং আরও কত কত অসুবিধা এসে হাজির হয়। তাই এই সুন্দর সময় নষ্ট করা কতই অজ্ঞানতার পরিচয়।

২. অন্ততপক্ষে রাত্রি ৩ টের সময় ব্রহ্ম মুর্হুতে উঠে হরিনাম করতে হবে যেমন অতীতে গুরুবর্গরা ২-৩ টের সময় উঠে হরিনাম করত। তাড়াতাড়ি ওঠা তখনই সম্ভব যদি রাতে অতিস্বল্প খাবার অথবা দুধ খেয়ে থাকা যায় তা নাহলে আলস্য শত্রু ভজনে বাধা হবে। শুরুর দিকে তাড়াতাড়ি উঠলে আলস্য আসবে কিন্তু একমাস পরে আলস্য চলে যাবে।

৩. শোবার সময় ২ মালা হরিনাম কানে শুনে করতে হবে তাহলে সারা রাত শয়ন অবস্থায় নাম সারা শরীরে সঞ্চারিত (circulate) হবে। একদিনেই এরকম হবে না, কিছু দিন পর থেকেই এই সঞ্চারন প্রভাবিত হয়ে ভগবদ্-সম্বন্ধী স্বপ্নে পরিবর্তিত হবে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বার বার বলেছেন "অভ্যাসে সব হয়।" প্রত্যক্ষ দেখা গিয়েছে যে টাইপিস্ট (typist) কথাও বলেও টাইপ করে। গাড়ি চালক কথা বলতে বলতে গাড়ী চালায় আবার দুর্ঘটনা থেকেও বাঁচায়। অভ্যাসের দ্বারা কি না হয়?

৪. রোজই সময় পেলে শ্রীমদ-ভাগবত মহাপুরান, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, তথা অন্য হরিনাম সম্বন্ধী পুস্তকের সঙ্গে সৎসঙ্গ করতে হবে যাতে হরিনামে পুষ্ট হতে থাকবে। যদি শুদ্ধ সাধুর সমাগম হয় তাহলে তাঁর সঙ্গে ভগবদ্ চর্চা করলে হরিনামে রুচি অবশ্যই হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. ব্রক্ষ্মচর্য পালন পরম আবশ্যক। ব্রক্ষ্মচর্যের মুখ্যউদ্দেশ্য হল সব ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে নিয়োজিত রাখা। সংসারের বিষয়ের প্রতি যেতে না দেওয়া। সকল **১১** ইন্দ্রিয় (এগারো) কে আধ্যাত্মিক বিষয়ে লাগিয়ে রেখো যেন এর উপর সংসারের বিষয়ের আবরণ না পড়ে, কারণ মনই সব ইন্দ্রিয়ের রাজা। মনই সব ইন্দ্রিয়কে

আদেশ দিয়ে সংসার বিষয়ে নিয়োজিত করে। টি.ভি., রেডিও, খবরের কাগজ, মোবাইল, বাইরের পরিবেশ, অশ্লীল চিত্র, পশুপক্ষী রমন, অসহ্য বেশ ভুশা ইত্যাদির আকর্ষণ ও প্রভাব সব থেকে অধিক মনের উপর পড়ে। এর থেকে বাঁচার উপায়ও শ্রী গুরুদেব বলেছেন। টি.ভি., রেডিও, খবরের কাগজ, মোবাইল থেকে দুরে থাকতে কোন আপত্তি নেই। উপরোক্ত অন্য আকর্ষণের থেকে বাঁচার জন্য চোখের নিয়ন্ত্রণ পরমাবশ্যক। চোখ তো স্বাভাবিক চলেই যায় কিন্তু প্রথমবার চলে গেলেও দ্বিতীয় বার তাকাবে না। দ্বিতীয় বার তাকালে পরে পাজী মন ওকে ধরে নেয়। তখন সমস্যা সীমার বাইরে চলে যায়। তখন শান্তিতে ভজন কি করে হবে? এটাকেই সাধকের দুর্বলতা বলব। একবারের স্ত্রীসঙ্গে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব সমুলে বিনাশ হয়। হাজার বৎসরের তপস্যা এক ক্ষণে সমাপ্ত হয়ে যায়। এ কেবল গুরুদেবের কথা নয় শাস্ত্রের-ও বাণী।

৬. গ্রাম্য চর্চা তথা ফালতু কথা শুনবে না। যখন মালা জপ না করতে পারবে তখন সর্বদা শ্রী হরিনাম স্মরণ করতে হবে। এর ফলে অন্য কোন দ্বিতীয় সংকল্প বিকল্প মনে আসবেই না। এক্ষেত্রে অভ্যাসের খুব দরকার। ঘরের প্রতি আসক্তি এতে কম হতে থাকবে এবং ভগবদ্ আসক্তি বাড়তে থাকবে। আসক্তিই তো প্রধান শত্রু। একে সমুলে বিনাশ করতে হবে। কিন্তু এসব হরিনামেই সম্ভব। চারাগাছ কে এক স্থান থেকে তুলে অনত্র রোপন করতে হবে। এতে অসুবিধা কোথায়? এ কেবল মনের দুর্বলতা।

৭. অহিংসাবৃত্তি পালন পরম আবশ্যক। কোনও প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া উচিৎ নয়। সকলেই ভগবানের সন্তান। সন্তানকে দুঃখ দিলে কি পিতা (ভগবান) খুশী হবেন? কখন-ও নয়। সবাইকে দয়া করবে, সম্ভব হয়তো দেহ মন ও বাক্য দ্বারা সেবা করবে, কষ্ট তো কখনই দেবে না। সৎপথের উপদেশ দিয়ে তার জীবনকে ভালো দিকে চালনা করবে।

৮. শুদ্ধ উপার্জনের প্রসাদই ভক্তিকে বাড়ায়। অশুদ্ধ উর্পাজনে ভক্তি নষ্ট হতে থাকে, যেমন আজকাল দেখা যাচ্ছে। যতটা মিলবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। হায় হায় করবে না। অধিক বস্তু সঞ্চয় করবে না। সবই পরে বিপদে ফেলে। প্রয়োজন টুকুই ঘরে রাখবে যেটুকুতে জীবন নির্বাহ হয়। উপরে দিকে দেখবে না, নীচের দিকে দেখলে পরে সর্বদা সুখে থাকতে পারবে, না হলে মনে শান্তি পাবে না। ওর গাড়ী আছে, বাংলো আছে আমারও চাই, আর যদি না মেলে তো বেচারা দুঃখী হয়ে যায় নয়তো অসৎপথ বেছে নেয়।

৯. প্রসাদ পাওয়ার সময় নাম-স্মরণ করলে সারাদিন অষ্টসাত্ত্বিক ধারা চলতে থাকবে। "যেমন অন্ন, তেমন মন।" জল পান করার সময় হরিনাম স্মরণ করলে সেই জল ভগবানের চরণামৃত হয়ে পেটে যাবে তাহলে বচন, বাণী সত্য বেরোবে। মিথ্যা আসবেই না। "যেমন পানি তেমন বাণী।"

১০. মান সম্মানের আশা করবে না। যদি মান সম্মান আসছে তাহলে ভগবদ্ কৃপা জানবে তাতে অহংকার হবে না। নিজের অহংকার বুদ্ধিকে ভগবদ্চরণে সমর্পিত কর। অন্তকরণে গভীর বিচার কর যে তুমি কিসের যোগ্য? তোমার থেকে ভালো তো পশু পক্ষী যারা মর্যাদা লঙ্ঘন করে না, খাদ্য অখাদ্য এর জ্ঞান রাখে, প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে। মালিক কে চিনে ভালোবাসে। তোমার মধ্যে তো ভালোবাসার লেশ মাত্র নেই। তুই নিজের মা বাবারই হতে পারলি না অন্যের তো হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই রকম বিচার দ্বারা অহংকার সমুলে বিনাশ হয়। অহংকার আর মাথা তুলতেই সাহস করবে না।

১১. ভগবদ্- উৎসবে ও ভক্ত জনের আবির্ভাব তিরোভাব দিবসে তাঁদের অধিক স্মরণ করে তাদের জীবন চরিত্র শুনবে তথা শোনাবে ও হরির্কীতন তথা ভক্তের রচিত গীত দ্বারা সারা দিন সৎসঙ্গ করবে তাহলে সংসারী চর্চাতে সময় কোথায় পাবে? সাধক দিন রাত ভগবদ্ চরণেই নিজের সাধনাতে লেগে থাকে। মৃত্যুর পরেও ওনার গতি প্রশংসনীয় হবে। নাম নিষ্ঠ সাধককে ভগবান নিজের পার্ষদকে না পাঠিয়ে স্বয়ং নিতে আসেন কারণ সাধক দিন রাত নিজের জীবন হরিনামেই ব্যতিত করেন। হরিনাম তথা ভগবান একই। কলিযুগে ভগবানই নামরূপে অবতারিত হয়েছেন। ভগবানই সেই নামনিষ্ঠ সাধকের জিহ্বার উপর দিনরাত নৃত্য করেন। ভগবান তার থেকে কখন আলাদা হয়েছেন? নিরন্তর তার সঙ্গেই থাকেন। ঠিক মৃত্যুর সময়তেও কোথাও যান না, বরং নিয়ে যাওয়ার জন্য একদম তার সাথেই লেগে থাকে। নিজেই স্বয়ং বিমান নিয়ে আসে এবং নামনিষ্ঠ ভক্তকে বসিয়ে গোলক ধামে নিয়ে যায়। সেখানে তার সুস্বাগত হয়। মনোরম স্থান তার উপলব্ধ হয়। মন, বাঞ্ছা কল্পতরু তথা চারু চিন্তামণি দিয়ে বিভূষিত হয় কারণ মনই তো তাকে গোলক ধামে পাঠিয়েছে। তার মনের সব ইচ্ছা সেখানে উপলব্ধ হয়ে যায় তাই তো বলা হয়েছে "মনই জীবের মিত্র, মনই জীবের শত্রু।" যদি ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ করায় তো মিত্র, আর মায়াতে ফাঁসায় তো শত্রু। অনন্ত জন্ম থেকে অনন্ত যুগ তথা আদি জন্ম থেকে এই মন জীবকে মায়ায় বদ্ধ করে রেখেছে।

যখন এর সাধু সঙ্গের কৃপা হয় তখন সে মায়ার খপ্পর থেকে বেরাতে পারে। সাধু কৃপা বিনা মায়া থেকে বেরোনোর কোন অন্য উপায় নেই। অতএব বলা হয়েছে - **"মনের কথায় চলবে না, যদি নিজের কল্যাণ চাও।"** যদি মনের কথায় চলো তো তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। মন তো ভূত, যদি কাজে না লাগাও তো তোমাকেই মেরে ফেলবে। একটা ঘটনাতে বলা আছে যে কোন একজন ভূত পালন করত। তাকে কোন এক কাজ বললে পরে খুব শীঘ্রই করে এসে বলল এবার আমি কি করব? ঐ ব্যক্তি বলল এখনতো কিছু কাজ নেই পরে বলব। ভূত বলল - " আমি খালি থাকতে পারি না যদি কাজ না দাও তো আমি তোমাকে মেরে দেব।" এখন তো

ভূতের মালিকেরই বিপদ! এর হাত থেকে কি করে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে? আমি ভূত পুষে নিজের সর্বনাশ করলাম। যাকে দেখে তাকেই বলে আমি কি করে বাঁচবো? কোন জ্ঞানী পুরুষ বলল- "অন্য কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।" কিন্তু সন্ত মহাত্মাদের কাছে অনেক উপায় আছে। ওরাই তোমাকে বাঁচার উপায় বলতে পারে। তুমি অমুক সাধুর কাছে যাও, যিনি সিদ্ধ মহাত্মা। ভূতের মালিক ঐ সিদ্ধ মহাত্মাকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাসা করল, মহাত্মা বললেন- "ও তো তোমাকে খেয়ে ফেলবে, এর কোন উপায় নেই।" "সবাই আপনাকে সিদ্ধ মহাত্মা বলে আপনি ভগবানের কাছে জিজ্ঞাসা করে বলতে পারেন?" ঐ মহাত্মার তখন দয়া হল সে বললেন- "আমি জিজ্ঞাসা করে রাখবো তুমি কাল অভিজিৎ মুহূর্তে এসে শুনে যাবে।" ঐ ব্যক্তি বলল অভিজিৎ মুহূর্ত কখন হয়? মহাত্মা বললেন "পৌনে বারোটা থেকে সওয়া বারোটার মধ্যে আসবে।" ও বলল "ততক্ষন পর্যন্ত তো এ ভূত আমাকে মেরেই ফেলবে।" সিদ্ধ পুরুষ বললেন- "কিছুক্ষণ দেরী কর আমি ভগবানের কাছে ধ্যান করে জিজ্ঞাসা করি দেখি কি উপায় বলেন।" তিনি এই বলে ভিতরে গেলেন ও ভিতরে গিয়ে কি করলেন, জানা যায়নি। তিনি বাইরে এসে বললেন- "তুমি বারান্দায় একটা ১০ ফুটের বাঁশ পুতে ভূতকে বলো যে যতক্ষণ কাজ না থাকে এই বাঁশের উপর ওঠো আর নামো। তাহলে কাজ শেষ হবে না। সে বলল খুব ভালো উপায়। এখন তো আমিই ওকে হয়রান করব।" এমনই হচ্ছে মনের ভূত! একে খালি রেখো না তাহলে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। উক্ত নিয়ম পালন করলে অথার্ৎ যথা সম্ভব মনকে হরিনামে লাগিয়ে রাখলে ভগবদ শরণাগতি হয়ে ভগবদ দর্শন হয়। ভগবানকে স্বয়ং ভক্তের দর্শনের জন্য বাধ্য হতে হয়।

বিশেষ - * যে ব্যক্তি জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ করেছে তার সব ইন্দ্রিয় বশ হয়ে গেছে। জিহ্বা তথা উপস্থ্ ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে "রুখা সুখা খাও, ভগবদ প্রেম পাও।"

ভগবানের প্রিয় যে সাধুজন ভুলক্রমেও তার নিন্দা করবে না, তাকে কষ্ট দেবে না তা নাহলে ভগবান এই রকম পাপীকে ঘোর দন্ড দেবেন। পাপী যতই পাপ করুক তার উপর ভগবান এত রুষ্ট হন না যতনা ভক্তকে দুঃখ দেওয়াতে হয়। পাপী তো নিজের পাপের ফল ভোগ করে তাতে ভগবানের কি আসে যায় কিন্তু ভক্তকে যে কষ্ট দেয় সে ভগবানেরও ঘোর শত্রু হয়। ভগবান তাকে রৌরব নরকে অথবা মারণ (chronic) রোগ দিয়ে ঘোর দন্ড দেয়। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ- গোপাল চাপাল বিপ্র, যার অপরাধ শ্রী নিবাস এর প্রতি হয়েছিল। তাই তাকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা দন্ড দিয়েছিল। অম্বরীশ কে হয়রান করাতে শিবের অংশে উৎপন্ন অত্রি-অনুসুয়া পুত্র দুর্বাসাকে সুদর্শন চক্রের দ্বারা দুঃখ ভুগতে হয়েছিল।

2

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
একাদশী
তারিখ ১/৫/২০০৮

পরমারাধ্যদেব, ভক্তপ্রবর তথা শিক্ষা গুরুদেব ভক্তি সর্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের চরণ যুগলে এই নরাধম, দাসানুদাস, অধমাধম অনিরুদ্ধ দাসের সাষ্টাংগ দন্ডবত প্রণাম তথা প্রেমের সহিত ভজন রূপী হরিনামে রুচি হোক এই প্রার্থনা।

নিজেই নিজের ভজন স্তর বিচারের পরীক্ষার আয়না

(ভগবদ্-প্রেরিত দর্পন- দৃষ্টিগোচর আখ্যান)

১. ভগবদ্ ভজনে মন স্বাভাবিক রমন করে কি না?
২. কোলাহলে মনের স্থিরতা থাকে কি না?
৩. মান প্রতিষ্ঠায় মন দুঃখী হয় কি না?
৪. সংকটে মন স্থির থাকে কি না?
৫. ভজনে উৎসাহ হয় কি না?
৬. ইন্দ্রিয়তে সংযম আছে কি না?
৭. দুঃখের সময় ভগবান স্মরণ হয় কি না?
৮. যে কোন প্রাণীর দুঃখ দেখে নিজের দুঃখ হয় কিনা?
৯. কারো নিন্দা ও নিজের স্তুতি শুনে মনে ঘৃণা হয় কি না?
১০. ভগবদ্ চর্চা শুনলে আরও অধিক শোনবার ইচ্ছা হয় কি না?
১১. প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করার ইচ্ছা হয় কি না?
১২. সাধু সন্ত-এর সঙ্গেঁমিলিত হলে পরমানন্দের অনুভূতি হয় কি না?
১৩. সাধু সন্তের বিয়োগে অপার দুঃখের অনুভব হয় কি না?
১৪. সাধুর চরণে বসলে পরে আরও অধিক সময় বসার মন করে কি না?
১৫. ভজনানন্দের ক্ষুধা আগের থেকে অধিক হচ্ছে কি না?
১৬. ভজন হ্রাস হওয়াতে অন্তঃকরণ দুঃখী হয় কি না?
১৭. কখনো ভগবান, সাধু, মন্দির, তীর্থের স্বপ্ন আসে কি না?
১৮. স্বপ্নে অষ্টবিকার কখনো আসে কি না?
১৯. রাতে ২-৩ টের সময় ভজনের জন্য ওঠার মন করে কি না?
২০. ভজনের ফলে মনে আনন্দের ঢেউ ওঠে কি না?

২১. গ্রাম্য চর্চায় ঘৃণা হয় কি না?
২২. ইন্দ্রিয় দের বেগ আগের থেকে কম হচ্ছে কি না?
২৩. সকল কর্ম ভগবানের উপর সঁপেছ কি না?
২৪. সংসারকে দুঃখের সাগর বুঝতে পেরেছ কি না?
২৫. মৃত্যু শীঘ্রই আসছে বুঝতে পেরেছ কি না?
২৬. নিজের থেকে নিচের স্তরের ভক্তকেও ঝুকে সম্মান দাও কি না?
২৭. শ্রী গুরুদেব ভগবান এর প্রিয়জন অনুভব করে সেবাতে লীন থাক কি না?
২৮. শত্রুরও উপকার করার ভাব আছে কি না- "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাব এসেছে কিনা?
২৯. অন্যের অধিকার না ছিনে নিজে সৎভাবে রোজগার করছ কিনা?
৩০. সীমিত আবশ্যকতার ভাব মনে হয় কি না?
৩১. যতটা পাচ্ছ তার উপর সন্তুষ্ট আছ কি না?
৩২. মন্দিরের ঠাকুর ভাবের দ্বারা দর্শন হয় কি না?
৩৩. স্মরণ কীর্তনে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার উদয় হয় কি না?

উক্ত অবস্থা উদয় হলে নিজের ভজন স্তর দর্পনের মতো স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এটাই হল ভগবদ্ শরণাগতির আসল রূপ।

খন্ড খন্ড হইয়া দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবুও আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।

"যদি আমার শরীরকে টুকরো টুকরো করে কেটেও দেয় তথা নিজের প্রাণও চলে যায় তবুও আমি হরিনাম করা ছাড়বো না"

(নামাচার্য শ্রীল শ্রী হরিদাস ঠাকুর- শ্রী চৈতন্য ভাগবদ্ আদি।) ১১.৯১

নিরন্তর যা'র মুখে শুনি কৃষ্ণনাম
সেই সে বৈষ্ণবতর সর্বগুণধাম।

শ্রী হরিনাম চিন্তামণি

যাহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শোনা যায় অথার্ৎ যে নিরন্তর কৃষ্ণনাম করতে থাকে সেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। এই রকম বৈষ্ণব সর্বগুনের খনি।

3

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ২৯/১১/২০১০

পরের জন্ম মানব জন্ম পাব এর কোন নিশ্চয়তা নেই

প্রেমাস্পদ ভক্তগণ,

নরাধম, অধমাধম, দাসানুদাস অনিরুদ্ধ দাসের সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত প্রণাম তথা ভজন স্তর অগ্রগতির বারংবার প্রার্থনা।

সবসময় বৈষ্ণব অপরাধ হতে থাকলে হরিনামে স্বপ্নেও মন লাগতে পারে না। এই অপরাধের কারণে চুরাশি লাখ যোনি ভুগতেই হবে। একবার নয়, না জানি কত বার চুরাশি লাখ যোনিতে যেতে হয় কারণ মনুষ্য নিজের জীবনে না জেনে কত জীবের সংহার করে। যে সব জীবকে সে মেরে ফেলে, ওরা সকলেই তাকে মেরে প্রতিশোধ নেবে। জীবদের আয়ু ওভিন্ন ভিন্ন হয়। একদিন থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার, দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত হয়। এই সব জীবের মধ্যে মানুষও জন্ম নেয় যে কিনা অন্য জীবকে মারে । তখন সে কখনো চিন্তা করে না কি তাকেও এই সব হত্যার ফল ভুগতে হবে।

আমার শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সমস্ত সাধকের চক্ষু খুলে দিয়েছেন আর বলছেন এবার তো বুঝতে শেখো। শ্রী হরিনামের শরণে চলে এসো। নিত্য প্রতি এক লাখ হরিনাম করা পরমাবশ্যক সেও আবার মুখে উচ্চারণ করে এবং কান দিয়ে শুনে করতে হবে। বিনা শ্রবণে নামের প্রভাব হবে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন -

All benefits accure to one who chants the Holy name but there is one thing we must bear in mind, if you are going to chant, you must first listen. Through the worship of Holy name, the soul can attain all perfection Srila Prabhupada.

যখন এই ভৌতিক জগতের যে কোন কাজ না শুনে করলে পরে খারাপ হয়ে যায় তেমনিই ভগবানের নাম না কানে শুনলে কি করে প্রভাব পড়বে?

রাম নামের ঔষধ, যে শ্রদ্ধার সহিত খায়।
কোন ও রোগ আসবে না, মহারোগ মিটে যায়।।

কলিযুগে কেবল হরিনামেই বৈকুন্ঠ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় কোন সাধনা করার দরকার নেই। ভগবানকে প্রাপ্ত করার কত সরল ও সহজ মার্গ কিন্তু অভাগা মানব তবুও হরিনাম করে না। তারা শুয়ে থাকে এবং যখন মৃত্যু আসে তখন পস্তায়। ভগবান প্রত্যেক জীবের মধ্যে বিরাজমান এই তত্ত্বজ্ঞান কোন শুদ্ধ সাধুই দিতে পারেন। তিনিই সঠিক রাস্তা বলতে পারেন। এই জন্যই তো শাস্ত্র বলে যে একক্ষণের সাধুসঙ্গ মানবের জীবন বদলে দেয়, কিন্তু কেবলমাত্র কোন সৌভাগ্যশালী মানবেরই এই সঙ্গ উপলব্ধ হয় যিনি জেনে বা না জেনে কখনও কোন সাধুর সেবা করেছেন। **সাধু সেবার অভাবে সত্যিকার সৎসঙ্গ প্রাপ্ত অসম্ভব।**

কখনো কখনো মনুষ্য সাধুর প্রতি দ্বেষ করে, তাঁর দোষ দেখে এবং তাঁর প্রতি অপরাধ করে বসে। ফলস্বরূপ উহার পতন হতে থাকে ও আরও নীচে নামতে থাকে। এই রকম মনুষ্যদের কতবার চুরাশি লাখ যোনি ভুগতে হয় তার কোন সীমা নেই। এই সব দুঃখ কষ্টের থেকে রেহাই এর যদি কোন উপায় থাকে তো সেটা হল শ্রী হরিনাম! শ্রী হরিনাম কর! শ্রী হরিনাম কর! শ্রী হরিনাম কর ও কান দ্বারা শুনতে থাক! এটা কেবল কলিযুগেই হতে পারে। যখন আমরা প্রতিদিন ১ লাখ হরিনাম করবঃ-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

মুখে উচ্চারণ করবেন এবং কান দ্বারা শুনবেন, তাহলে যা কিছু আমাদের পাপ হয়েছে এবং হচ্ছে এ সকলই জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। হরিনাম রূপী প্রচন্ড অগ্নি ঐসব পাপ জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। যখন আমাদের পাপকর্ম সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের মন ধীরে ধীরে সংসার থেকে ছেড়ে যেতে থাকবে ও অনন্য ভগবানের চরণ কমলে লেগে যাবে। যখন আমাদের মন হরিনামে দৃঢ়ভাবে লেগে যাবে তখন অষ্ট বিকার উদয় হতে থাকবে ও এক আনন্দের নেশা অন্তঃকরণে প্রকট হতে থাকবে, মন স্থির হয়ে যাবে। হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ উঠবে।

কিন্তু যদি কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়ে যায় বা কোন শুদ্ধসাধুর প্রতি দোষদৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে যত যা কিছু করা হয়েছে তা মাটি হয়ে যায়। এই জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এই অপরাধের থেকে বাঁচার উপায় এটাই যে কারো দোষগুণ দেখবেও না, শুনবেও না, সর্বদা আনন্দে হরিনাম করতে হবে, তখনই মানব জীবন সফল যাবে। এই ভাবে বারবার আসা যাওয়ার থেকে বিরত হয়ে ভগবদ্‌চরণ প্রাপ্তি হবে। প্রভু প্রেমের পথ তলোয়ারের মত ধার। এই পথে বুঝে বুঝে পা ফেলতে হয়। অল্প অসাবধানতা পা কে রক্তাক্ত করতে পারে। এই পথে একটু অসাবধান হলে পায়ে কাঁটা লাগতে পারে।

একটু বিচার করে দেখো কি আমাদের পরের জন্ম ভারতবর্ষে হবে কি না? ফের এই রকম কলিযুগ যাতে কেবল হরিনামেই ভগবদ্ প্রাপ্তি হতে পারে, পাব কি না? ফের এই রকম সৎসঙ্গ এই সু-অবসর প্রাপ্ত হবে কিনা? এখন শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে, হরিনাম করা যেতে পারে, পরে এই শরীরের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কি না? এই রকম অনেক কিছু বিচার করতে হয়। এখন যেএই সংযোগ মিলেছে তা বড় পুণ্যফলে পাওয়া গেছে। কোটি জন্মের পুণ্যের ফলে এই মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়েছে, যা কেবল দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। অনেক কষ্টে প্রাপ্ত হয়েছে, এ মানব জন্ম! এই জন্য একে হেলায় নষ্ট করবে না। যতদিন জীবন আছে, হরিনাম কর! হরিনাম কর! হরিনাম কর! যে সময় বাকি আছে, তাকে হরিনামে নিয়োজিত করাই শুভ। আমার শ্রীল গুরুদেব বারবার এই কথা বোঝাতেন। এখনও বোঝাচ্ছেন! এই কথা বুঝে যাওয়াই শ্রেয়স্কর। এখন শরীর সুস্থ আছে, পরে কোন রোগ হতে পারে। তখন হরিনাম হবে কিনা হবে কে জানে? এইজন্য এখন থেকেই হরিনাম করা খুবই দরকার। হরিনামে সকল প্রকার বিপদ, সকল কষ্ট দুরে চলে যাবে। বৈষ্ণব অপরাধের থেকে সাবধান হয়ে হরিনাম কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এটা কলি মহারাজের যুগ। এই যুগে সব কাজ মেশিন দ্বারা চলে। বর্তমান সময় লক্ষ্মী দেবীর। সকলেই পয়সার জন্য পাগল। পয়সার জন্য সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু মনে রেখো, যেখানে লক্ষ্মী একাই আসেন, সেখানে শ্রী বিষ্ণু আসেন না, কিন্তু যেখানে বিষ্ণুর পুজা হয়, সেখানে লক্ষ্মী স্বয়ং চলে আসেন। কিন্তু যেখানে লক্ষ্মী একা আসেন সেখানে অনাচার হয়। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেঁচার স্বভাব দুঃখদায়িনী হয়। লক্ষ্মী, লক্ষ্মীবাণকে পেঁচা করে রাখে। এদিকে শ্রী বিষ্ণুর বাহন গরুড় জী যে শুভমতি দেয়। টাকার জন্য পাগল মনুষ্য সবসময়ই বেশী টাকা জোগাড় করতে থাকে। সে খাবার জিনিসে ভেজাল দেয়। ঐসব খাবার খেয়ে কেউ বাঁচবে কি মরবে তাতে তার কিছু আসে যায় না। ওর কাজ তো খালি পয়সা উপার্জন করা। সে ভুলে যায় যে, যে বিষ অন্যকে খাওয়াচ্ছে, ঐ বিষ একদিন তারও সর্বনাশ করবে। কিন্তু চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ হওয়ার ভান করে থাকে, আর অল্প কিছু মিথ্যা আনন্দের জন্য, দুনিয়াকে দেখানোর জন্য, মিথ্যা খুশির জন্য তাকে অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। ঐ সময় মাথা কুটলেও কেউ তাকে বাঁচাতে আসে না। ওর যে দুর্দশা হবে সে তো পরেই সে জানতে পারবে। এইজন্য আমার গুরুদেব বার বার আমাদের চেতনা করাচ্ছেন, জাগাচ্ছেন ও বোঝাচ্ছেন। এখনই সচেতন হয়ে যাও। আজ থেকে নয়, এখনই হরিনাম শুরু করে দাও। এখনই ভগবানের শরণে এসে যাও। এ দয়ালু প্রভু তোমাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তা না হলে যে দুঃখ, যে কষ্ট তোমাকে ভুগতে হবে, তা তুমি সহ্য করতে পারবে না।

শ্রীল গুরুদেব ঘোষণা করছেন যে, সাধকগণ নিজের হৃদয়ের গভীরভাবে বিচার করুক কি যে এই জন্মেই ভগবদ্ প্রাপ্তি করতে চায় নাকি চুরাশি লাখ যোনিতে গিয়ে

বার বার দুঃখ পেতে চায়। প্রতিটি যোনিতে জন্ম নেওয়া ও মরা অনেক দুঃখদায়ক। প্রত্যেক যোনিতে আয়ু ও আলাদা আলাদা হয়। কোনও যোনিতে একদিন আবার কোন যোনিতে হাজার বৎসরও হয়। যদি এক বৎসর করে প্রত্যেক যোনিতে অতিবাহিত করতে হয় তাহলে বুঝে নাও চুরাশি লাখ বর্ষ পর্যন্ত দুঃখ সহ্য করতে হবে। এ-তো হল শুদ্ধি করণের (purification) কথা। এছাড়া যাহারা জীব হত্যা করে, অন্যকে কষ্ট দেয়, তার প্রতিশোধ মেটাবার জন্য ও শরীর ধারণ করতে হয়। ওই যোনিতে যেতে হবে ও ভোগ ভুগতে হবে। এবার বিচার করে দেখ যে মনুষ্যের দুঃখের কোন অন্ত নেই। উহার কষ্টের কোন সীমা নেই। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ গীতায় এই সংসারকে দুঃখের ঘর (দুঃখালয়) বলেছেন।

এ নশ্বর জগৎ জন্ম, বৃদ্ধাবস্থা তথা মৃত্যুর ক্লেশে পরিপূর্ণ। এই জগতের সমস্ত লোক অথার্ৎ সবার উপর তলার লোক থেকে সবার নীচের তলার লোক পর্যন্ত দুঃখের ঘর, যেখানে জন্ম মৃত্যুর চক্র লেগেই থাকে। কিন্তু হে কুন্তীপুত্র, যে আমার ধাম প্রাপ্ত করে, সে আর জন্ম নেয় না।

আব্রক্ষ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। (গীতা ৮.১৬)

এই দুঃখ ভরা জগত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল যদি মানুষ হরিনামের শরণে এসে যায়। কেবল হরিনামই তাকে পরম আনন্দ প্রদান করতে পারে। এই কলিযুগে এছাড়া অন্য কোনও রাস্তাই নেই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্তেব্য নাস্তেব্য নাস্তেব্য গতিরন্যথা।।

এই কলিযুগে কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম ও কেবল হরিনামেই ভগবদ্ প্রাপ্তি হতে পারে। এছাড়া অন্য কোন গতি নেই, গতি নেই, গতি নেই। এই জন্য বার বার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, যা এই কলিযুগের মহামন্ত্র, এর জপ ও কীর্তন করার উপদেশ করা হয়। এই মহামন্ত্র জপের কোনই নিয়ম নেই। উঠতে-বসতে চলতে ফিরতে যখনই ইচ্ছা যে অবস্থাতেই থাক সর্বদা জপ করো। এই প্রকার অভ্যাস করতে করতে মৃত্যুর সময় ঐ নামই জিহ্বাতে আসবে। শেষ সময়ে ভগবানের নাম মুখে থেকে বেরোলে পরে সকল দুঃখের সর্বকালের জন্য অবসান হয়ে যাবে এবং মনুষ্য এমনই সুখ সাগরেরআনন্দে ভাসতে থাকবে যেখানে দুঃখের ছায়া মাত্র নেই। যদি মৃত্যুর সময় সংসারের কথা মনে হয় তাহলে সংসারে বার বার আসতে হবে। যদি অন্ত সময়ে ভগবানের নাম স্মরণ থাকে তাহলে ভগবদ্ প্রাপ্তি হবে। এটা সুনিশ্চিত। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন-

যং যং বাপি স্মরন্তাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদভাবভাবিতঃ ।। (গীতা ৮.৬)

হে কুন্তীপুত্র! শরীর ত্যাগ করার সময় মনুষ্য যেই যেই ভাবের স্মরণ করে, সে সেই ভাবকেই নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত হয়। আমাদের জীবনের অন্তে আমাদের মুখ থেকে ভগবানের নাম বেরোবে এই জন্যে-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই মহামন্ত্র জপ করা সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান সকল প্রকার প্রাণীকে শরীর রূপী ধর্মশালা তৈরী করে দিয়েছেন। সকল জীবাত্মাই ভগবানের সন্তান। প্রত্যেক জীবের শরীরের আকারও বিভিন্ন। কেহ লম্বা কেহ চওড়া, কেহ গোল, কেহ ছোট, কেহ বড় ইত্যাদি ইত্যাদি। সাপের শরীর লম্বা, কচ্ছপ গোল, হাতি মোটা-বড়, লম্বা চওড়া। কিন্তু এ ভৌতিক শরীর নশ্বর। মনুষ্য শরীরের রচনা ভগবানের মতই কিন্তু এ পাঁচ তত্ত্ব দ্বারা তৈরী। যার মধ্যে জীব ও আত্মা দু'জনে একসাথে থাকে। জীব অজ্ঞান প্রধান ও আত্মা জ্ঞান প্রধান। জীব মায়াতে লিপ্ত থাকে এই জন্য বদ্ধ থাকে। আত্মা চিন্ময়, ওতে দিব্যশক্তি থাকে। আত্মা নির্লিপ্ত ও নিত্য মুক্ত।

ভগবান বলেছেন "হে মানব! আমি তোমাকে বুদ্ধি প্রদান করেছি এই জন্য চুরাশি লাখ যোনির জীব, যারা আমারই সন্তান, তাদের সবার ভরন-পোষণ করো! তাদের রক্ষা করো! ঐ সব জীবের মধ্যে আমাকে দেখো! যদি তুমি এসব না করে ওদের কষ্ট দাও, তাহলে তোমার কখনো শান্তি মিলবে না। প্রত্যেক জীবের এক নির্দিষ্ট বয়স নিধার্রিত থাকে, যদি সে পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়ার পর শরীর অন্ত হয় তাহলে কারো কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি মনুষ্য এই শরীরের আয়ু পুর্ণ হওয়ার আগেই তাকে নষ্ট করে দেয় (আত্মহত্যা) তাহলে সে পাপের ভাগী হয়ে যায়। আর এরকম অসংখ্য পাপ মানুষ নিজের জীবনে করে থাকে। তাই উহার দুঃখের শেষ হয় না।

এ মানব যেদিন থেকে ভগবানের কোল ছেড়ে এসেছে, অনন্ত কোটি কাল অতিবাহিত করার পরও পুনরায় ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে নি। ভগবানের কাছে যাওয়ার রাস্তা কেউ তাকে বলেইনি। ভগবানের কাছে যাওয়ার সঠিক রাস্তা কোন সৎগুরু, কোন ভগবানের প্রেমী সাধুই বলতে পারে। আমার গুরুদেব এই কথার একশ শতাংশ (১০০%) নিশ্চয়তা দেনযে সাধক হরিনামের চৌষট্টি মালা (এক লাখ হরিনাম) প্রতিদিন উচ্চারণ পুর্বক করবেও কান দ্বারা শুনবে তো মৃত্যুর সময় তাকে নিতে স্বয়ং ভগবান আসেন। মালা দ্বারা সংখ্যা নাম সম্পূর্ণ করবে ও চলতে-ফিরতে, খেতে-খেতে, শুতে-জাগতে মালা ছাড়াই হরিনাম করতে থাকবে। এরকম পরম ভক্তের ভগবানের ধামে সুস্বাগত হয় ও ভগবান তার রুচি অনুসারে তাকে নিজের সেবা প্রদান করেন যেখানে সে সর্বদা পরমানন্দে ডুবে থাকে।

4

॥ শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তেঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ২৮/১২/২০০৬

শ্রী গুরুদেবের বলা হরিনাম জপের সাধন

একবার আমি শ্রী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম হরিনাম কি করে জপ করতে হয়? উত্তর মিলল যেই রকম তুমি সৎসঙ্গ বা কোন চর্চা শোন, সেই রকম হরিনামও শোন। যেকোন কথা শুনলে পরেই হৃদয়গম্য হয় ও হৃদয়ে দাগ কাটে। তখন ওই কথা হৃদয় থেকে বুদ্ধিতে চলে আসে। বুদ্ধি এর নির্ণয় করে। নির্ণয় হওয়ার পর স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয়ের উপর আসে। তখন ইন্দ্রিয় একে করতে আরম্ভ করে দেয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা করাতে এ কার্য সফল হয়। এখন হরিনামের উপর এই প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখো।

শ্রী গুরুদেবের থেকে হরিনাম কানে শুনে, তখন হৃদয়ে বসে। হৃদয় থেকে বুদ্ধিতে আসে। বুদ্ধি নির্ণয় করে যে হরিনাম করাতে দুঃখ নিবৃতি ও সুখের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন জপকারী মালাকে হাতে (ইন্দ্রিয়) নেবে। জিহ্বা একে জপতে শুরু করবে। মন একে ধরবে। কান একে শুনতে চেষ্টা করবে। কিন্তু মন ফাঁকি খুজবে, শুনতে চাইবে না কারণ এখনই এতে আনন্দ আসবে না। ধীরে ধীরে কিছু দিনের মধ্যে যখন আনন্দ হতে লাগবে, তখন মন কোথাও যাবে না, নামে রুচি আসবে। ধীরে ধীরে অভ্যাস বাড়াবে। অর্জুনকে ভগবান অভ্যাসের জন্য বলেছিলেন। মন না লাগার ফলে সুকৃতি হবে, প্রেম আসবে না। সুকৃতি পরের জন্মে সদ্গুরু প্রাপ্তি করিয়ে দেবে।

শ্রীজী এর চিঠি এসেছিল। উহাতে একটি পদ্য রচনা ছিল। উহাতে শ্রী কৃষ্ণের শিশুকালের সমস্ত লীলা বর্ণিত ছিল। ভক্তবর লিখেছিল যে যদি অনধিকার চেষ্টা করা হয়েছে তাহলে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিও। আপনি ওনাকে বলে দেবেন যে ভগবান সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়, তাহাই ভগবানের প্রিয়। যদি কেউ উহাকে অনধিকার চেষ্টা মনে করে তাহলে সে ঘোর অপরাধী। ইহা যে লিখেছেন সে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। উহা ছিড়ে ফেললে তো আমি মায়িক হয়ে যাব। অপরাধী হয়ে যাব। আপনি ওনাকে এ সম্বন্ধে আমার অভিমত কৃপা করে বলবেন।

মালা অলৌকিক বস্তু

শ্রীল গুরুদেব মালা দ্বারা ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ যুক্ত করেন। যেরকম বিবাহের সময় ব্রাক্ষ্মণদেব পতি পত্নীর গাঠছড়া বেঁধে দেয় অথার্ৎ পত্নীকে পতির হাতে সর্মপন করে দেন এবং সে সারা জীবন নিজের স্বামীর সেবায় রত থাকেন। ঠিক এই প্রকার শ্রী গুরুদেব মালা দ্বারা জীবকে ভগবানের কাছে সমর্পিত করে দেন

যাতে জীব সারা জীবন ভগবানের সেবায় ও তার নাম স্মরণে ব্যতিত করে। শ্রীল গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপার দ্বারা জীবাত্মা মায়া রূপী বাপের বাড়ি থেকে ভগবদ্ চরণরূপী শ্বশুরবাড়িতে নিজের জীবন ব্যতিত করার জন্য চিরতরে চলে যায় ও ভগবদ্ রূপী স্বামীর (পরমাত্মা) সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

যেই মালার এত মহত্ব, তা কোন সাধারণ বস্তু হতে পারে না! উহাকে খুব সাবধানে রাখতে হবে ও জপ সম্বন্ধীয় কিছু কথা সকলের মনে রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে অখিল ভারতীয় শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ জী বলেছেন যে- "জপমালাকে ঝুলিয়ে রাখতে নেই তথা পকেটে, বিশেষ করে নীচের পকেটে অথার্ৎ প্যান্টের পকেটে রাখতে নেই। যাত্রার সময় অথবা বাইরে গেলে ইহাকে বিশেষ রূপে গলায় ঝুলিয়ে রাখা উচিৎ।"

মালা সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় কথা সকলকে মনে রাখতে হবে, নিম্নলিখিত-

১. যখনই হরিনাম করার জন্য, ভগবানের নাম স্মরণ করার জন্য হাতে মালা ধরবে, তখন প্রথমে মালাকে মাথা নিচু করে প্রণাম করবে তারপর হৃদয়ে লাগাবে এবং তারপর আদরের সহিত মা তুলসী মালার চরণে প্রেমপূর্ণ চুম্বণ দিবে। এমন করলে পরে দেখবে যে সুমেরু ভগবান নিজে থেকেই হরিনাম জপকারীর হাতে চলে আসবে। সুমেরু ভগবান খুজতে হবে না। মালা কোন জড়বস্তু নয়, এ এক অলৌকিক বস্তু, ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তুলসী ছাড়া ভগবান কোন বস্তুই স্বীকার করেন না।

২. যখন এক মালা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে অথার্ৎ ১০৮ গুটিতে হরিনাম করা হয়ে যাবে তারপর মালাকে পুনরায় প্রণাম করে পরের মালা শুরু করবে। তুলসীর মালা ভক্তের কণ্ঠহার (গলার হার)। যেমন আমরা সোনা বা হীরের হারকে গলা থেকে বাহির করি না, সেই প্রকার তুলসীর মালাও কণ্ঠে (গলাতে) লাগিয়ে রাখা উচিৎ।

যখন আপনি মালা হাতে নিয়ে হরিনাম করবেন তো মনে রাখবেন যে কোনও বৈষ্ণব জনকে নত হয়ে প্রণাম করবেন না। তাকে সাদর ভরে হরে কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ, জয় সীতা রাম বলে প্রণাম করবেন। হাতে মালা নিয়ে, নত হয়ে প্রণাম করলে পরে মালারও প্রণাম হয়ে যায় যা কিনা সর্বথা অনুচিত কারণ মালা শ্রীল গুরুদেবের আর্শীবাদের নিধিস্বরূপ। ভগবানের সামনে শ্রী গুরুদেবকে প্রণাম করা যায় কিন্তু তাও মালাকে নিজের শরীর থেকে সরিয়ে রেখে। ভগবানের সামনে শ্রী গুরুদেবকে প্রণাম করলে শ্রী গুরুদেবের কষ্ট অনুভব হয়। শ্রী গুরুদেব কখনো চান না যে শিষ্য ভগবানের সামনে তাকে নত হয়ে প্রণাম করুক। ভগবানের সামনে থেকে সরে, কিছুটা পাশে গিয়ে প্রণাম করা শ্রেয়স্কর। অন্যথা শ্রী গুরুদেবকে প্রণাম না করলে তাতে অপরাধ হয়ে যাবে।

৩. মালা দ্বারা হরিনাম করার সময়, কোন বৈষ্ণব বা সৎসঙ্গের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা যায় কিন্তু সংসার সম্বন্ধীয় বার্তালাপ করলে অপরাধ হয়। যদি কেউ বৈষ্ণব না হয় তাহলে তাকে 'জয় শ্রীকৃষ্ণ' বলা উচিৎ এবং তার সঙ্গে সংসারী বার্তালাপ না করাই উচিত।

৪. ধামে পরিক্রমা করার সময় পস্রাব এলে মালা সম্পুর্ণ করে বা অসম্পুর্ণ ছেড়ে দিয়েই, মালাকে শুদ্ধ স্থানে রেখে পস্রাব করা যুক্তি সঙ্গত। যদি সম্ভব হয়তো নিজের কাছে ছোট শিশিতে জল রাখবেন। পস্রাব করার পর হাত মুখ ধুয়ে জপমালা হাতে নিয়ে জপ করা উচিত। যদি মালা অসম্পুর্ণ থেকে গিয়েছিল তাহলে তা গণণার মধ্যে না নিয়ে প্রথম থেকে জপ করা উচিৎ। অসম্পুর্ণ করা মালা অদৃশ্য রূপে গণণায় হিসাব হয়ে যায়।

৫. ভগবদ প্রসাদ পাওয়ার সময় মালা নিজের কাছে এমনভাবে রাখবে যাতে এঁটো হাত স্পর্শ না হয়। কোনো কোনো সময় এমন জায়গায় প্রসাদ পেতে হয় যেখানে মালা নিজের থেকে দূরে রাখাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যেমন মালা কোথাও রাখলাম বাঁদর নিয়ে চলে গেল অথবা শীঘ্রতার জন্য ভুলে গেলাম। এই জন্য মালাকে খুবই সাবধানে রাখা উচিৎ।

৬. যখন মালার থলি (ঝুলি) ময়লা হয়ে যাবে তখন ভগবদ পর্বের দিন ধুয়ে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। মালার থলিকে শুদ্ধ স্থানে শুকোতে হবে তথা বাঁদর ইত্যাদি হতে সাবধানে রাখতে হবে। জপমালা যদি হারিয়ে যায় তাহলে জঘন্য অপরাধ হয়। কোন কোন লোক জপ মালা যেখানে সেখানে যেমন খাওয়ার টেবিলে, খাটের উপর, বিছনায় বা সোফার উপর রাখে। এতে মালার অপমান হয়। যেমন আপনি আপনার মূল্যবান বস্তু (টাকা, গয়না, পয়সা ইত্যাদি) কে খুব সাবধানে যত্ন করে সুরক্ষিত রাখেন, সেই রকম মালাকেও যত্ন করে রাখা উচিত। শ্রী গুরুদেবের দেওয়া মালা হারিয়ে গেলে দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। মালা হারিয়ে যাওয়াতে শ্রী গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যায় যা ভজনে খুব বড় বাধার সৃষ্টি করে। যেমন সকলেরই নিজের প্রাণ সব থেকে প্রিয় হয় সেই প্রকার শ্রী গুরুদেবের দেওয়া মালা ও আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত। মালার এরকম সম্মান দেওয়াতে ভজনে তীব্রতা আসবে না হলে ভজনে শিথিলতা চলে আসবে। ভজনে মন লাগবে না।

৭. রাতে শোবার সময় মালাকে প্রণাম করে শুতে হয়। প্রাতঃকালে ব্রক্ষমুহূর্তে উঠে দুর থেকেই মালাকে প্রণাম করলে ভক্তিতে তীব্রতা আসবে। প্রণাম করার পর পস্রাব করে হাত পা মুখ ধুয়ে মালাকে পুনরায় প্রণাম করে মালা হাতে নিয়ে জপ শুরু করা উচিত। এ রকম করলে হরিনামে মন লাগবেই লাগবে। কোন অজানা ভক্তকে মালার মহিমা বলাতেও হরিনামে মন লাগতে থাকবে। এই হল সত্যিকারের সাধুসঙ্গ, যাহাতে ভক্তির আর্বিভাব হয়, ভক্তি প্রকট হয়। মালার সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে,

জপকারী একে ঝামেলা মনে করে উচিৎ নয়, নয়তো হরিনামে মন লাগবে না। সংসারের কথাতে তো আমাদের ঝামেলা মনে হয় না পরন্তু যাহাতে আমাদের কল্যাণ হবে, যদি এরকম কথাকে ঝামেলা মনে করি সেটা আমাদের মূর্খতা, অজ্ঞানতা।

৮. যেমন জীবাত্মা নিজের মনকে সর্বদা সাথে রাখেন, যদ্যপি সে জানে যে, এটা পরের জিনিস, এটা ভগবানের। ঐ প্রকার ভক্তও মালাকে এই ভাব নিয়ে সর্বদা নিজের সাথে রাখবে যে এটা আমার গুরুদেবের দেওয়া, এটাও পরের জিনিস। শ্রীল গুরুদেবের দেওয়া মালাই আমাদের দুঃখ দুর করে সুখের পথে নিয়ে যাবে। অতএব একে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করে সাবধানে রাখতে হবে।

৯. বাস্তবে শ্রী গুরুদেব অপার কৃপা করে আমাদের এই মালা দিয়েছেন, যা কিনা মায়াকে পরাস্ত করে, জয়ী হওয়ার অমোঘ অস্ত্র, যা শ্রী গুরুদেব আমাদের সপেঁছেন। যদি এই অস্ত্র নিজের থেকে দুরে রাখা হয় তাহলে মায়া যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। মায়া তো আমাদের ঘোর শত্রু। শত্রু তো সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে কিন্তু আমাদের কাছে যদি সুরক্ষার জন্য শ্রী গুরুদেবের দেওয়া মালা থাকে তাহলে মায়া আমাদের কিছু করতে পারবে না। শ্রী গুরুদেব আমাদের মালারূপী যে অমোঘ অস্ত্র দিয়েছেন উহাতে হরিনামের অতুলিত দিব্যশক্তি সমাহিত আছে। অখিল লোক ব্রহ্মান্ডে কেউ এই দিব্যশক্তিকে পরাস্ত করতে পারবে না। এমনকি ব্রহ্মান্ডের সৃজন কর্তা ভগবানও এই শক্তির কাছে নত মস্তক হয়ে যান অথার্ৎ আত্মসমর্পণ করেন। শ্রী গুরুদেবের দেওয়া এই মালাতে যখন সাধক সংখ্যাপুর্বক, কানে শুনে, উচ্চারণ পূর্বক হরিনাম করেন তখন তার হৃদয়ে বিরহাগ্নি প্রজ্জলিত হয়, ফলে ভগবান ব্যাকুল হন এবং আসতে বাধ্য হন।

১০. যার এই অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে সে অনেক ভাগ্যবান। অখিল কোটি ব্রহ্মান্ডে ভগবানও যার সামনে নতমস্তক হয়ে যান, সেই মালার মহিমা বর্ণণাতীত। ভগবান মা যশোদার ভয়ে থর থর কাঁপেন, ক্রন্দন করেন এমনকি ভয়ে প্রসাব ও করে দিয়েছিল। এসব ঐ লীলাধরের লীলা। তিনি ভক্তের জন্য কিনা করতে পারেন। যিনি আহীর জাতির মেয়েদের কাছে একটু ঘোলের জন্য নাচ দেখাতে পারেন, তাহলে তাকে যখন প্রিয় ভক্ত তুলসী (যে ভগবানের অতীব প্রিয়) মালা স্পর্শ করে হরিনাম নিতে নিতে প্রেম ভরে ডাকবে, তখন তার টানে কেনই বা আসবেন না? অবশ্যই তিনি আসবেন -এ ওঁনারই প্রতিজ্ঞা।

এই সংসারে অগণিত জীব আছে। তার মধ্যে কোটি কোটি মনুষ্য আছে। ঐ অসংখ্য মনুষ্যের মধ্যে কতজন এমন ভাগ্যবান জীব আছে যার কাছে গুরুদেব প্রদত্ত এই অমোঘ অস্ত্র আছে? এ এক এমনই অস্ত্র যে মায়াকে পরাস্ত করে এই জন্মেই, জন্ম মৃত্যুচক্রে আসা যাওয়া নিবৃত্তি করে ভগবানের ধাম গোলক ধামে নিয়ে যাবে।

আজকাল লোক মালাকে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে লজ্জা অনুভব করে, মালার থলিকে ব্যাগে অথবা প্যান্টের পকেটে রাখে, এ অপরাধ। এটাও হরিনাম সাধকের ভজনে মন না লাগার একটা কারণ। যখন নাম রূপী নৌকাতে সাধকের শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, তাহলে সাধক ঐ নৌকায় বসে ভবসাগর কি করে পার হবে? শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছাড়া তো মাঝ খানে হাবুডুবু খাবে। যেখানে গুরুদেবের দেওয়া তুলসীর মালার সম্মান হয় না, সেখানে হরিনামে রুচি হতেই পারে না। হরিনামে রুচি না হলে কিছুই হবে না।

পরমারাধ্য, পতিতপাবন, পরম করুণাময় ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রী মদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, যে বর্তমানে অখিল ভারতীয় চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রধানাচার্য, তাকে আমি সর্বদা দেখেছি যে, তার জপমালা সর্বদা তার গলাতেই থাকে। জপমালার বাস্তবিক মহিমা তো সেই জানে। তাঁর থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

প্রেমী ভক্ত ভগবানের কাছে যাওয়ার অগণিত বাধা আমাদের পথে আসে। আমরা মঠ মন্দিরে যাই। সেখানেও কেবল জড় দর্শনই করি। ভাব দর্শন তো খুবই কম জনার হয়। এই রকমই আমরা তীর্থযাত্রা বা ধাম পরিক্রমা করতে যাই কিন্তু ভাব থাকে না তাই কেবল পরিশ্রম করে ফিরে আসি। তীর্থ যাত্রা, জড় ভ্রমণের মত হয়ে যায় আর আমরা তীর্থ অপরাধ বা ধাম অপরাধ নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। ভাব বিনা দর্শনে সব কিছুই ব্যর্থ, কেবল মনের ভ্রম, এ কথা আমি বলছি না, শ্রীল নরোত্তম দাস মহাশয় বলেছেন-

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি মদ মাৎসর্য্য পরিহরি সদা কর অনন্য-ভজন।
কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ- কীর্তন।
অর্চন, স্মরণ, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ।।

শ্রী প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ১৭-১৮

কিছু লোক মনে করে যে তীর্থ যাত্রা করলেই পুন্য হয় ও মনোকামনা পূর্ণ হয় কিন্তু তীর্থযাত্রাএকমাত্র পরিশ্রমই হয়। এ কেবল মনের ভ্রম যে তীর্থযাত্রায় পুন্য হয়, বাস্তবে শ্রী গোবিন্দের চরণের ভক্তিই সর্বসিদ্ধি প্রদান করে। অতএব দৃঢ় বিশ্বাস পুর্বক শ্রী গোবিন্দের অনন্য ভজন করা উচিত, কোনও রূপ অন্য সাধনের দ্বারা মনোবাসনা পুর্ণের আশা রাখা উচিৎ নয়। অজ্ঞানময় অহংকার তথা অন্যের উন্নতি সহ্য না করার প্রবৃত্তি ত্যাগ করা উচিত। শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত সমুহকে দর্শন করা ও তাহাদের সঙ্গ করা উচিৎ। শ্রদ্ধা পুর্বক শ্রী কৃষ্ণ নাম, লীলা, গুন, শুনতে হয় ও কীর্তন করতে হয়। শ্রী কৃষ্ণের পুজা, স্মরণ তথা ধ্যান ইত্যাদিই বৈষ্ণবের আচরণীয়। এটাই হল নববিধা ভক্তির প্রধান স্বরূপ। এই নববিধা ভক্তির আচরণই প্রেম ভক্তির প্রধান কারণ।

5

॥ শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তেঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ১৬/৭/২০০৭

শ্রী হরিনামের স্মরণ অন্তকরণ থেকে হওয়া উচিত

ফোনে অধিক ভক্তি চর্চা হতে পারে না তাই পত্র দ্বারাই আপনার থেকে আর্শীবাদ নেওয়া যেতে পারে। অত আমার মত অধমকে কৃপা করতে থাকুন। চার্তুমাসে আপনার কাছে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়। পরিবারের কেহ আমাকে পাঠিয়ে প্রসন্ন হয় না, আমিও জোর করে আসতে চাইনা কারণ অপরাধকে আমি ভয় পাই। এখানেও আমার ভজন সুচারু রূপে আপনাদের কৃপায় চলতে থাকে। যেমন ঠাকুর প্রেরণা দেবেন, আমি পত্র দ্বারা আপনাকে বলব। আমার প্রসন্নতা তো এতেই যে আপনাদের সকলের হরিনাম প্রেমের সহিত হতে থাকুক, কারণ জীবন শীঘ্রই গর্তের দিকে যাচ্ছে। সব কিছু সুখ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি হরিনাম না হয় তাহলে জীবনে এর থেকে বড় ক্ষতি আর কিছুই নেই। কিন্তু এসব সম্ভব হবে নাম জপকারীর কৃপার দ্বারা। নিজের সামর্থে কিছুই হবে না। আমাদের গুরুবর্গের মধ্যে অনেক নাম জপকারী আছেন। যার কাছেই প্রার্থনা করবেন, নামের আর্শীবাদ পাওয়া যাবে। শিবজী উমা মহারাণীকে মাধ্যম করে জীবকে সত্যিকারের রাস্তা বলেছেন-

"কলিযুগ কেবল নাম আধারা। সুমির সুমির নর উতরহি পারা।"

সুমির-সুমির একথা দুবার কেন বলা হয়েছে? এর অর্থ হল চলতে-ফিরতে, শুতে-জাগতে, খেতে-খেতে, হাই তুলতে, হাঁচিতে-কাশিতে সব সময় হরিনাম মুখ থেকে উচ্চারণ করাতে সুকৃতি হয়। যেমন কি সংসারে দেখা যায় একজন আর একজনের সঙ্গে দেখা হলে ভাই "রাম-রাম!", "রাধা গোবিন্দ!", "জয় শ্রী রাধে!" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য হল এই, যে কোনও রূপে মুখ থেকে হরিনাম উচ্চারণ হওয়াতে সুকৃতি মিলিত হয়ে জন্ম জন্মান্তরের কোন না কোন সময় দুঃখের সাগরে আসা যাওয়া, জন্ম মৃত্যুর থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। এ আমি বলছি না ধর্ম শাস্ত্রে লেখা আছে-

- **ভাব-কুভাব অনখ আলসহুঁ। নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহুঁ।।**
- **জানা চহহিঁ গুঢ় গতি জেউ। নাম জীহঁ জপি জনিহি তেউ।।**
- **কৃতযুগ ত্রেতাঁ দ্বাপর, পুজা মখ অরু জোগ।**
জো গতি হোই সো কলি, হরিনাম সে পাবহি লোক।।
- **চহুঁ জুগ তিন কাল তিহুঁ লোকা, ভয়ে নাম জপ জীব বিসোকা।।**
- **চহুঁ যুগ চহুঁ শ্রুতিনাম প্রভাউ। কলি বিশেষ নহী আন উপায়ঁ।।**

কত যে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়, তার অন্ত নেই। অতএব যে জীবনে নামকে আশ্রয় করেছে, সেই জীবনে সুখের সাগরে সাতাঁর দিয়েছে। শ্রী গুরুবর্গ কেবল ১৬ মালার নিয়ম এই জন্য বলেছেন যে জাপকের উপর অধিক ভার না পড়ে। ভার লাগলে জপ ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু দু-চার বৎসর পর তো এক লাখ নাম অথার্ৎ ৬৪ মালার নিয়ম নিতেই হবে, যদি এই জন্মে অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ এর প্রাপ্তি ও সুখী জীবন যাপন করতে চাও। পুনরায় আবার মনুষ্য জন্ম পাওয়া অসম্ভব। সকলেই বলে "অমুক সেবা করছি, এইজন্য অধিক হরিনাম করার সময় পাই না।" তো আমি বলি যে, সেবা থেকে তো ভক্তি উৎপন্ন হওয়া উচিৎ কারণ সেবার উদ্দেশ্য হল ভক্তি। যদি ভক্তি (সেবা) আসল (বাস্তাবিক) হয় তাহলে ঠাকুরের প্রতি আকর্ষণ হওয়া উচিৎ। যখন আকর্ষণ হবে তখন ঠাকুরের সাথে প্রেম অবশ্যই হবে। যখন প্রেম হবে, তখন শরণাগতির ভাব আসবেই। যদি শরণাগতির ভাব আসে তাহলে তো বিরহাগ্নি প্রকট হওয়া পরম আবশ্যক। কিন্তু এরকম দেখা যায় না। এসব তখনই হবে, যখন সংসার থেকে মন সরে যাবে। কেবল বললেই সব কিছু হয় না যে 'সেবা করছি'। কেবল বুদ্ধিই বলছে, হৃদয়গম্য আচরণই হয় নি। অন্তঃকরণ একে স্বীকারই করেনি। বলতে বলতে সারা বয়স পার হয়ে গেল যদি ঠাকুরের সেবা হয়, তাহলে সেবার ফলস্বরূপ ঠাকুরের সঙ্গে প্রেম হওয়া উচিত। যদি হয়নি তো সেবা কেবল লোক দেখানো। কাঠের পুতুল নাচের মত। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করো। আপনি ধোকার মধ্যে আছেন! বাস্তব অনেক দূর। হরিনাম- সংখ্যা, এক লাখ থেকে তিন লাখ করতে হবে। শ্রী গৌরহরি এক লাখ নাম জপ প্রতিদিন করার আদেশ কেন দিয়েছিলেন? তিনি কি জানতেন না যে ৬৪ মালাতে শীঘ্র মন লাগবে না? কিন্তু যখন অধিক জপ হবে, তখন সুকৃতিও অধিক হবে। ঐ সুকৃতিই নামে মন লাগাবে। আমাদের গুরুবর্গ কেন রাতে ২ টার সময় উঠে প্রাতকাল পযর্ন্ত হরিনাম করতেন। সারাদিনও নাম করেন। এরা কি পাগল? না। আমরাই পাগল, ছুতো খুজি যে সময়ই পাই না। অন্য কাজে সময় কি করে হয়? এসব কাজই অসার ও অনিত্য। যে কাজ নিত্যকালের জন্য রয়ে যাবে,সেটার জন্য সময় নেই। কেন নিজের জীবনকে নরকে যাওয়ার জন্য তৈরী করছ? খুবই লজ্জার কথা। জ্ঞানী হয়েও অজ্ঞানের মতো আচরণ করছ। গভীর দুঃখ কিন্তু কি করা যাবে? কেউ আমার কথা শোনেই না। সময় সকলেই পায়। আমি চাকরি করতাম তখন এক লাখ হরিনাম জপ করার সময় আমি কি করে পেতাম? সত্যি কথা এই যে হরিনামে ১০০% শ্রদ্ধা নেই। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে মন নিজে থেকেই লাগবে। মিথ্যা কথা বলে কাজ হয় না। থালা সামনে রেখেছে কিন্তু খাবার চাইছ না তাহলে পরিবেশন কর্তা কি করবে! ক্ষুধাতে মরো! কর্মের উপর ক্রন্দন কর! সময় চলে যাবে, মাথায় হাত রেখে কাঁদবে।

দিনের বেলা (কারণ সূর্য ভগবানের প্রতি অপরাধ হয়) দুই প্রকার সন্ধ্যা, পর্ব, উৎসব, ঋতুস্রাব, প্রাত, সন্ধ্যা, একাদশী, পূর্ণিমা, মঙ্গলবার, অমনযোগী, রোগবস্থা,

ক্রোধাবস্থা ও অপ্রসন্নতা অবস্থায় যে স্ত্রীসঙ্গ করে সে মহান অপরাধী হয়ে দুষ্টের জন্ম দেয়। ঐ সন্তান মা বাপ তথা পড়শির দুঃখের কারণ হয়। হরিনামে এর মন লাগতেই পারে না। ঘরে কলি প্রবেশ হওয়াতে সর্বদা কলহ থাকবে। হরিনাম অনুষ্ঠান করে স্ত্রীসঙ্গ করলে তবেই মহাত্মা জন্ম নেবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেউ কারো দুঃখের কারণ হয় না। স্বয়ং দুঃখের বীজ বোনে। কামের বেগ ভক্তিকে নাশ করে দেয়। প্রেমাবস্থাকে শুকিয়ে দেয়। অতএব সংযম রেখে যে হরিনাম করবে সেই শরণাগতি ভাবকে জাগৃত করতে পারবে, না হলে ধুলো থেকে তেল বের করার মত হবে।

এখনও সময় থাকতে বোঝ না হলে দন্ড ভুগতে হবে। সংযম নষ্ট করবে তো রুগী হয়ে যাবে। হাড় গলে পড়বে। তখন ভজন অনেক দুরের কথা। বোঝাতে বোঝাতে আমি ক্লান্ত, কবে চেতনা হবে? শুয়েই থাকবে কি? এক দিন সর্বদার জন্য ঘুমিয়েই যাবে। কেউ ডাকবে না। এখন মুখ্যকথা বলছি। সবাই বলে হরিনামে মন লাগে না। কি করে লাগবে? কারণ এর লাভ কেহ জানেই না। লাভ জানতে পারলে নামে শ্রদ্ধা অবশ্যই হবে। যখন শ্রদ্ধা হবে তখন মন কোথাও যাবে না। যখন মন কোথাও যাবে না তখন এক অলৌকিক আনন্দ অনুভব হবে। কখনো হাসবে। কখনো শান্ত হয়ে পড়ে থাকবে। এক পাগলের মত স্থিতি প্রকট হয়ে যাবে। নির্ভয়তা আসবে, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজের হয়েছিল। হরিনাম মহামন্ত্র চার মালা কানে শুনে করলে অন্তঃকরণে এক অলৌকিক ভগবদ-দর্শন হতে থাকবে যার থেকে মন সরতেই চাইবে না। দিন রাত আনন্দানুভূতি হৃদয়ে ঢেউ তুলতে থাকবে। এ অবস্থা এই জন্য হচ্ছে না কারণ অন্তঃকরণে সংসার এর নোংরা ভরে আছে। চার মালা করলে পরে এসব নোংরা জ্বলে গিয়ে অশ্রু ধারার মাধ্যমে বয়ে বেরিয়ে আসবে। এই রকম চার মালা কেন হচ্ছে না? এর কারণ -ভক্তাপরাধ। মান-প্রতিষ্ঠার চাহিদার মধ্যে অহংকার লুকিয়ে থাকে। অহংকার ভগবানের শত্রু। শত্রুকে ভালোবাসা মানেই ভগবানের থেকে দুরে থাকা। আপনারা সকলে ফোন করবেন তাহলে সজাগ থাকা যাবে, না হলে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি উস্কাচ্ছি না। এরকম ভাবে ঠাকুরজিই আমার মাধ্যমে আপনাদের নিজের করতে চান।

শ্রী শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিত মহারাজাকে উপদেশ দিয়েছিলেন-

কলৈর্দোষনিধে রাজন অস্তি হি একো মহান গুনঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরং ব্রজেত।

(শ্রীমদভাগবত ১২.৩.৫১)

হে রাজন যদিও কলিযুগ দোষের সাগর তথাপি এই যুগে এক ভালো গুনও আছে- কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করলে মনুষ্য ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় ও দিব্য ধাম প্রাপ্তি করে।

6

॥ শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ জয়তঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ২৮/০৮/২০০৭

শ্রী হরিনামই পরমানন্দের জনক

ভগবান কলিযুগকে চার লাখ বত্রিশ হাজার বৎসর মৃত্যুলোকে রাজত্ব করার আদেশ দিয়েছেন। কলি মহারাজের স্বভাব চন্ডালের মত, অতএব যে তার স্বভাবানুসার জীবন যাপন করবে, তার অনুকূল কলিরাজের ব্যবহার হবে। যে তার স্বভাব বিরুদ্ধ হবে তাকে কলি মহারাজ কখনো সুখী দেখতে পারে না। যা কিনা এই সময় দেখা যাচ্ছে।

কলিরাজাকে শাসন করবার জন্য অখিল ব্রহ্মান্ডের পালনকর্তা হরিনাম (ভগবান) রয়েছে। যে মানব শ্রী হরিনামকে আশ্রয় করে জীবন যাপন করবে, তাকে কলি কখনো হয়রান করবে না, কারণ তার উপরে ঠাকুরের শাসন আছে। ভগবান যখন কলিকে রাজা করেছিলেন তখন বলেছিলেন যদি আমার ভক্তজনকে হয়রান কর তবে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। বাস্তবে দেখাও যাচ্ছে যে ঘরে, মন্দিরে, মসজিদ ইত্যাদিতে সত্যিকারের প্রেম অথার্ৎ হরিনাম হচ্ছে না, সেখানে সর্বদা কলহ লেগেই রয়েছে। সদ ব্যবহার সেখানে থাকেই না। সৌহার্দ্যতা মুল থেকেই উঠে গেছে। এমনকি মারপিট ও হয়ে থাকে।

কলির প্রকোপ প্রত্যক্ষ নজর হচ্ছে। ধনীও দুঃখী, গরীবও দুঃখী। রাজাও দুঃখী, তথা প্রজাও দুঃখী। কেউ সুখী নেই কারণ এই মৃত্যুলোকে কেউ রক্ষক নেই, সবাই ভক্ষক হয়ে হয়রাণ করছে। সত্যিকারের ভগবদ্ ভক্তই (যে এক লাখ হরিনাম অথার্ৎ ৬৪ মালা নিত্য স্মরণ করে) সুখী, কারণ তার রক্ষক-পালনকর্তা হরিনাম। এদের উপরও কলির প্রভাব পড়ে কিন্তু হরিনাম করার জন্য বিগড়ে যাবার থেকে বেঁচে যায়। প্রত্যেক পরিবারে, সমাজে, গ্রামে, শহরে, দেশ-বিদেশে কলহ করানো, অরাজকতা, মারপিট, লুটপাট করানো, ও কোন জায়গায় শান্তিতে না থাকতে দেওয়া এবং এসব দেখে দেখে হাসা-এই কলির ধর্ম।

"কলিযুগ কেবল নাম আধারা। সুমির সুমির নর উতরহি পারা।"

যে শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা হরিনাম করে, তার উপর কলির প্রভাব পড়ে না। সেই ইহ লোকে পরম সুখী। বাকী সকলেই দুঃখের আগুনে জ্বলছে। প্রত্যেকে জায়গায় কুসঙ্গ যুক্ত লোক রয়েছে। কলি স্বয়ং বলেছেন- "সম্পূর্ণ মৃত্যুলোককে যদি কুসঙ্গের

জ্বলন্ত আগুনে না জ্বালাবো তো আমার নাম কলি কেন?" এমন এমন আবিষ্কার এখানে করব যে কেউ বাঁচতে পারবে না।

এমনকি ঋষি-মুনিও এর প্রভাবে না পড়ে থাকতে পারবে না। টেলিভিশন (T.V.) আবিষ্কার যে করেছি আমি, তাতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা কুসঙ্গী তৈরী হচ্ছে। ধর্ম, মর্যাদা, সত্য, ন্যায় কিছুই বেঁচে থাকবে না। দ্বিতীয় আবিষ্কার খবরের কাগজ, যাহাতে সত্যি-মিথ্যা খবর ছাপিয়ে লোকেদের সময় বর্বাদ করব। সৎমার্গের জন্য সময় বাঁচতেই দেব না। তৃতীয় আবিষ্কার মোবাইল, যাহাতে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চালিয়ে বর্বাদের পরিবেশ তৈরী করব। ভবিষ্যতে আর একটি আবিষ্কার করার ইচ্ছা আছে, কেবল দেখতে থাকো। এক এমন মেশিন তৈরী করব, যে মেশিন ১০০০ মিটার দুর থেকেই ঘরের, ব্যাঙ্কের, কারখানার ধন সম্পত্তি বলে দেবে। আমি সুযোগ বুঝে, তার উপর আক্রমণ করব, তার সকল সম্পত্তি লুট করে নেব, এবং সকলকে ওখানেই হত্যা করে যাব। কেউ রক্ষা করবার থাকবে না। কেহ শোনার থাকবেও না। পয়সারই জয় জয়কার হবে। পয়সা দিয়ে স্বাধীন হয়ে ঘুরব। আমি পরীক্ষিত কেও ছাড়িনি, আর বাকী সব তো আমার কাছে মশা-মাছি। কেবল হরিভক্তের (নাম জপকারী) উপর আমার প্রভাব পড়বে না, যে আবার কোটির মধ্যে একজনই হবে আর বাকি সব পাখন্ডী হবে। মালা জপ করবে আর গলা কাটবে। আমার খপ্পর থেকে বাইরে যেতে পারবে না।"

গৌর হরি কেন এক লাখ (৬৪ মালা) হরিনাম করার জন্য আপনজনদের আদেশ দিয়েছেন, এর কারণ হরিনাম দ্বারা কলির দুষ্টতার থেকে বাঁচা যেতে পারে। ভবিষ্যতে খুব ভয়ংকর সময় আসছে। যেখানে কেবল ভগবানের ভক্তই বাঁচবে। গৌরহরি জানতেন যে ৬৪ মালায় কারো মন লাগবে না, কিন্তু নামই ধীরে ধীরে মনকে স্থির করবে, যখন আনন্দ হবে। **"ধীরে ধীরে রে মনা ধীরে সবকছু হোয়। মালী সীচে সৌ ঘড়া ঋতু আত্র ফল হোয়।"** অতএব ধৈর্য রাখতে হবে। শাস্ত্রের বাক্য-

"ভাব কুভাব অনখ আলসহুঁ। নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহুঁ।"

গৌর হরি এই কারণে ৬৪ মালা করার আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ সকলের পালন করা উচিত। তখনই মন্দিরে প্রেম-শ্রদ্ধার সহিত পুজা হবে, নয়তো কপটময়ী পুজা তো হয়ই। পুজারীই দেবতা (বিগ্রহ) পুজা করে। যেখানে পুজারীই শ্রদ্ধাহীন হয় সেখানে অন্যেরাও তেমনই করবে। যেখানে শ্রদ্ধা নেই সেখানে সংকীর্তন, পাঠ কপটের শ্রেণীতে পড়ে। এতে শ্রীবিগ্রহ পুজা গ্রহণ করে না, সেও শুয়েই থাকে, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে পুজারীই ঠাকুরকে জাগ্রত করে, তা না হলে ঠাকুরজী শুয়েই থাকবে। সজীবতা থাকে না। ভগবান গৌরহরি ভালোমতোই জানতেন যে এমন কলিযুগ আসবে যাতে ঋষি-মুনি, মহাত্মা ও পর্যন্ত বাঁচতে পারবে না, অতএব এর থেকে বাঁচার

উপায় এখনই বলা উচিত। এই জন্য এই শর্ত রেখেছেন যে ৬৪ মালা (এক লাখ) হরিনাম শ্রবণপূর্বক করবে, তার ঘরেই আমি প্রসাদ পাব। এর উপর গভীর ভাবে বিচার করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে হরিনাম শ্রবণের অভাবে মানবকে দুঃখের সাগরে ডুবতেই হবে। অতএব এখনই এর থেকে বাঁচার উপায় বলা উচিত।

এই বচনের উপর আস্তিক জনদের সম্পূর্ণ সাবধানতা রাখতে হবে যে তিনি যে আদেশ দিয়েছেন সেটা কতটা গভীর! যেমন দেখা যাচ্ছে যে, যে স্থানে ভগবানের নাম, শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত হচ্ছে না, সেখানে কলি মহারাজ কলহ ছড়াচ্ছে। মন্দির হোক, ঘর হোক অথবা বন হোক সব জায়গায় সমস্ত প্রাণী কলহের ভীষণ অগ্নিতে জ্বলছে। এটাই হচ্ছে হরিনামের অমিত প্রভাব। সেই জন্য শাস্ত্র ভগবদ্ নামের জন্য ঘোষণা করেছে যে-

কহে কহা লগি নাম বড়াই। রামু ন সকহি নাম গুন গাই ॥

নাম সর্বসমর্থ। আরাধ্যতম ও। সাধন ও সাধ্য দুইই নামের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

"চহুঁ যুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাউ। কলি বিশেষ নহি আন উপাউ।।"

যে নামকে শরণাগতি নিয়েছে, অথার্ৎ রাতদিন জপ করছে, সেই সদমার্গে (সঠিক পথে) নিজের জীবন যাপন করছে। যে নামকে আশ্রয় করেনি, তাহার সকল আধ্যাত্মিক কর্ম না করবার সমান হয়, কারণ কলিযুগের ধর্ম-কর্ম হরিনাম জপই, যা সে বাদ দিয়েছে। বৃক্ষের মূলে জল না দিলে বৃক্ষ কি করে সতেজ থাকবে?

মন্দিরের ঠাকুরজী যিনি হরিনাম দ্বারাই সজীব থাকেন, সেখানে নামের অভাব হলে সজীব কি করে থাকবে! কেবল পাথরের মুর্তিই মনে হবে। দর্শন হয় অন্তঃকরণের জ্ঞান নেত্র দ্বারা, কিন্তু এই নেত্র হরিনাম-শ্রবণের অভাবে খোলে না। যখন হরিনাম-শ্রবণরূপী কাজল নেত্রে অঞ্জন হবে, তখন দিব্যদৃষ্টি স্বয়ংই জাগ্রত হবে।

নামের দ্বারা ধ্রুব, প্রহ্লাদ ভগবানের হৃদয় বিগলিত করেছে। অন্য ভক্তেরা ভগবানের হৃদয়কে ক্রয় করে নিয়েছে। গভীরে বিচার করতে হবে যে, যে সময় চলে গেছে, ওতো গেছে, এখন তো চেতনার দ্বারা হরিনামের আশ্রয় কর। খট্বাঙ্গ রাজা তো দুই ঘড়ী (১ মুহূর্ত) ভগবানকে পেয়েছিলেন। সাত দিনে পরীক্ষিত জী গোলক ধাম প্রাপ্ত করেছেন।

ধৈর্য্য রাখো, হতাশ হয়ও না। সংসার থেকে মন একদম সরিয়ে নাও তো ভগবান শীঘ্রই দর্শন দেবেন। ভগবান কেবল তোমার মন নিতে চান। এখনও পর্যন্ত মন মায়াতে সঁপা আছে, এখনই এই সময়েই মন ভগবানকে সমপির্ত কর তাহলে

তোমার অনন্ত কোটি জন্মের দুঃখের বোঝা এই ক্ষণেই সমাপ্ত হতে দেখা যাবে। সংসারে থেকে সংসারের কাজও কর কিন্তু সংসারে না জড়িয়ে সব সময় হরিনাম করতে থাকো ও ভগবানকে ভুলে যেও না। ব্যস তোমার কাজ হাসিল হয়ে যাবে। কেবল মনের পরিবর্তন করতে হবে। মায়া-মোহই পরবর্তী জন্ম দেয়। মোহ পরিবর্তন করে ভগবদ্ চরণে রাখো।

"সম্মুখ হোই জীব মোহি জবহী। জন্ম কোটি অঘ নাসহি তবহী।"

হরিনাম শ্রবণকে আপন করাই ভগবানের সম্মুখ হওয়া, অন্য কোন সাধন নেই।

"কোটি বিপ্র বধ লাগহি জাহু। আয়ে শরণ তজহু নহি তাহু।।"

সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে, বাল্যকাল গেছে, যৌবন গেছে, বৃদ্ধাবস্থা এসে আপনাকে চেতনা দিচ্ছে যে এখনও সচেতন হও, কিছু ক্ষতি হয় নি না হলে হঠাৎ মৃত্যু এসে তোমাকে গ্রাস করবে। মৃত্যু আসার আগে, ভগবানের চরণে লুটিয়ে পড়, তাহলে যমরাজের মুখে কালি লেগে যাবে। ভগবান স্বয়ং নিজের সাথে প্রেমের সহিত স্বাগত করে নিজের ধামে নিয়ে যাবেন। হার মেনো না, এখন থেকে চোখ খুলে চলো। মঙ্গল হবে। কলি যে মোবাইলের আবিস্কার (Mobile) করেছে ওটা কামদেব তথা ক্রুরতার সাক্ষাত স্বরূপ। এর ১০% ভালো ব্যবহার তথা ৯০% খারাপ ব্যবহার হয়ে চলেছে। ভজনানন্দীদের ভজনের সময় মোবাইল বন্ধ রাখা উচিত। আবশ্যকতা অনুসার ব্যবহার করা উচিত। টিভি তথা খবরের কাগজ তো কোন দরকারই নেই। এতে তো ভগবদ্ চিন্তায় অনেক ক্ষতি হয়। যে ভক্ত এর মধ্যে সময় কাটায় তার ভজন স্তরে পতন হতেই থাকে।

নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী সেবন। অচিরাত পাবে তবে, কৃষ্ণের চরণ।

ভগবদ্ নাম নিরন্তর জপ করো, ও তুলসী মহারাণীর সেবা স্তুতি করো। এ করলে তুমি খুব শীঘ্রই ভগবান শ্রী কৃষ্ণের চরণ কমল প্রাপ্ত করবে।

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা (৩,১৩৭)

শ্রীমদভাগবতপুরাণের অন্তিম শ্লোক

নাম সংকীর্তন যস্য সর্বপাপপ্রনাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরি পরম।

আমি সেই ভগবান হরিকে সাদর নমস্কার করি যিনি পবিত্র নাম সংকীর্তন দ্বারা সমস্ত পাপ নষ্ট করেন ও যাকে নমস্কার করলে পরে সকল কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

7

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ১০/১০/২০০৭

পরমারাধ্যাতম ভক্তগণ,
দাসানুদাস অনিরুদ্ধ দাসের সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত প্রণাম তথা ভজন স্তর বৃদ্ধির প্রার্থনা।

হরিনামে মন লাগানোর বিবিধ উপায়

১. হরিনাম মৃদু ধ্বনিতে কানে শুনবে, যাতে করে ধ্বনি বাইরে চলে না গিয়ে নিজের কানই শুনবে। জোর ধ্বনিতে ক্লান্তি উৎপন্ন হয়। জিহ্বার উচ্চারণ ও কানের শ্রবণে এক ঘর্ষণ তৈরী হয়। যাহাতে তাপ উৎপন্ন হয়ে বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে যায়। এতে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার উদয় হয়। পুলক অশ্রুপাত হতে থাকে। ক্রন্দনের ফলে অন্তঃকরণ এর সম্পূর্ণ দুর্গুণ ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যায় তথা সদ্‌গুণ এসে ভরতে থাকে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন।

২. কোনও নামনিষ্ঠ সাধুর চরণে (প্রত্যক্ষ বা মানসিকরূপে) বসে, হরিনাম করতে হবে। ওনার অন্তঃকরণে ভগবান বিরাজমান থাকেন। সেখান থেকে জপকারীকে দেখতে থাকেন তথা নামনিষ্ঠ সাধুর কৃপাও লাভ হয়। চার-চার মালা প্রত্যেক সাধুর চরণে বসে করতে পারেন। সাধুরও কোন অভাব নেই। অনন্ত সাধু চারযুগ ধরে রয়েছে। যে রকম মন চায় সেই সাধুর চরণে বসে মালা জপ করতে পারেন। এই রকম সাধনে মন কখনো সংসারে যাবে না।

৩. মানসিক তথা প্রত্যক্ষরূপে সাধুর সঙ্গে ধাম ভ্রমণ করো। যমুনা, গঙ্গা, রাধাকুন্ড, শ্যামকুন্ডতে সাধুকে স্নান করাবে ও বস্ত্র ধুয়ে নতুন কাপড় পরাবে। স্নান করানোর সময় ওনার চরণের পবিত্র জল পান করবে, ওনার চরণধুলি মাথায় ও হৃদয়ে লাগাবে, প্রসাদ পাওয়াবে, ওঁনার এঁটো মহাপ্রসাদ পাবে তাহলে মন কখনো সংসারে যাবে না। এতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের উদয় হয়ে যাবে। হরিনামে মন লাগানোর অনেক সাধন আছে।

৪. ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য, কোনও ভক্তের দ্বারা সুপারিশ করতে হয়। যশোদা মাতার কাছে যাও, শচী মায়ের কাছে যাও, অদ্বৈতাচার্য এর কাছে যাও, নারদজীর কাছে যাও, সনকাদি এর কাছে যাও, শবরীর কাছে যাও, কপিল এর মা দেবহুতির কাছে গিয়ে কাঁদ, রূপ, সনাতন, রায় রামানন্দ কতই ভক্ত শিরোমণি আছেন, সকলেই দয়ালু, আপনার সুপারিশ ভগবানের কাছে তাহারা করবেন। ভগবান ভক্তের কথা কখনো অগ্রাহ্য করেন না। আপনার মন হরিনামে লাগিয়ে দেবেন। অনন্ত কোটি ভক্ত আছেন, যে কোন কারো দ্বারা সুপারিশ করাতে পারেন, কেউ না করবে না, কারণ সকলেই উদার প্রকৃতির।

৫. নিজের গুরুজীর চরণে বসে হরিনাম করতে পারেন। ওনার ধ্যান করতে পারেন। তাঁর কাছে আপনি মনের কথা বলতে পারেন। হরিনাম করতে করতে ওনার সেবায় রত থাকতে পারেন।

৬. মন্দিরে গিয়ে ভাবময়ী নেত্র দ্বারা ভগবানের দর্শন ও বার্তালাপ করতে পারেন। নিজের ব্যথা ওনাকে শোনাতে পারেন। এসব উপায়ে মন সংসারে যেতেই পারবে না। তবুও বলো যে মন লাগে না। মিথ্যা কথা! মন লাগে, কিন্তু মনকে লাগাতে চাও না। এক পরীক্ষার্থীর মন ৩ ঘন্টা পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্য কোথাও যায় না। ব্যাংক এর ক্যাশিয়ারের মন যদি একাগ্র না হয় তাহলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। কেবলমাত্র হরিনামে লোভ নেই, শ্রদ্ধা নেই, সেইজন্যই মন চলায়মান থাকে।

৭. যত ভগবদ্ অবতার হয়েছে তাঁদের স্মরণ করতে করতে জিহ্বা দ্বারা হরিনাম করতে থাকা উচিত।

ক-প্রথম তো গৌরহরি, জগন্নাথের মন্দিরে স্তম্ভের কাছে দাড়িয়ে কীর্তন করতে করতে কাঁদছেন। পুরীতে যেখানে-সেখানে ছুটাছুটি করে ভগবান কৃষ্ণকে ডেকে চলেছেন। "হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায়, কোথায় যাব, কোথায় পাব, ব্রজেন্দ্রনন্দন, কে আমাকে বলবে তাকে কোথায় পাব?" ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার বিরহ ক্রন্দন স্মরণ করে নাম জপ করতে থাকুন।

খ- শ্রীরাম, জটায়ুকে কোলে নিয়ে বিলাপ করছেন এবং অশ্রু দ্বারা জটায়ুকে ভিজিয়ে দিচ্ছেন। কোথায় রাম কেবটকে গঙ্গা পার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন- "ভাই, তাড়াতাড়ি আমাদের গঙ্গার পার করে দাও।" কোথায় রাম-লক্ষ্মণ, ভীলনির বের (কুল) যা চেখে-চেখে খাওয়াচ্ছে, তা বড় প্রেমের সহিত খাচ্ছেন। কোথাও রামজী বিভিষণ কে নিজের বক্ষে লাগিয়ে লঙ্কেশ পদবী দিচ্ছেন।

শ্রীরামের অনেকই লীলা আছে, নাম জপের সময় সেগুলো স্মরণ করা উচিত।

গ- কপিল ভগবান নিজের মা দেবহুতিকে সংসার থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়ার সময় বলছেন, "মা! সংসার তো দুঃখালয়! অতএব এর আসক্তি সমাপ্ত করে ভগবানের লীলা ও নাম জপ করতে করতে তার স্মরণ করা উচিত।"

ঘ- নৃসিংহ ভগবান প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে অশ্রু দ্বারা সিক্ত করছেন ও বলছেন "প্রহ্লাদ আমি তোমার কাছে আসতে দেরি করেছি। তুমি অনেক কষ্ট ভোগ করেছ, আমি লজ্জিত। ওহে আমার প্রিয় প্রহ্লাদ, তোমার উপর আর কোন কষ্ট আসবে না, তোমার একটা চুলও কেউ বাঁকা করতে পারবে না, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।"

ঙ- বামন ভগবান ছোট্ট নটবরের বেশ ধরে সুন্দর বালকের রূপ নিয়ে বলি রাজার বাজপেয় যজ্ঞে ভিক্ষা নিতে চলে গেলেন, যাতে করে দেবতা গণকে রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। দুপায়ে সমস্ত পৃথিবী মেপে ওকে রসাতলে রাজ্য দিয়েছিলেন।

চ- ভগবান কচ্ছপ অবতার হয়ে সমুদ্র মন্থণ করেছেন ও দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে আকর্ষক মোহিনী রূপ ধরে রাক্ষস গণকে মোহিত করে দিলেন।

ছ- নারদ, সনকাদি, নবযোগেশ্বর, ভরতের নাম জপ, হনুমানজীর দাসত্ব, কৌরব-পান্ডবদের মনোমালিন্য, বিদুরজীর ঘরে গিয়ে কলার খোসা খাওয়া, হঠাৎ কাম্যবনে দুর্বাসার খাবার চাওয়াতে পান্ডবদের শাপ থেকে বাঁচানো ইত্যাদি কত কি ভগবদ্ অবতারের লীলা সকল আছে যে এতসব কেউ চিন্তাই করতে পারবে না। ৫ লাখ হরিনাম স্মরণ করলেও তাঁর লীলা সমাপ্ত হবে না।

এটা নিশ্চিত ও শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ঘোষণা আছে যে, যে মানব নামনিষ্ঠ হয়ে অধিক থেকে অধিকতর হরিনাম করতে পারবে, তাকে ভগবান নিজের পার্ষদকে না পাঠিয়ে স্বয়ং (তার অন্তিম শ্বাস যখন দেহ থেকে বেরোবে তখন) তাকে নিতে আসবেন। এতে ১% ও সন্দেহ নেই, কারণ এই মানবরা কলিযুগের ধর্ম হরিনাম, একে গ্রহণ করেছে। নামনিষ্ঠের মাথার উপর ভগবানের হাত আছে তথা তার সঙ্গে যার সম্বন্ধ থাকে তাকেও ভগবান সুখী করেন। **যদি কেউ বলে যে এত হরিনাম নেওয়ার পরও দুঃখ কেন আসে, তো এ দুঃখ নয়, ভগবান নিজের জনকে দুঃখ ভোগ করিয়ে নিজের ধামে নিয়ে যেতে চান। এ মনগড়া নয় বাস্তবে ১০০% সত্য সিদ্ধান্ত।** এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ মীরা, পান্ডব, ব্রজের উপর রাক্ষসের আক্রমণ, স্বয়ং রামজীর পিতার উপর ঘোর বিপত্তি, ইন্দ্রের উপর বার বার রাক্ষসের আক্রমণ, কত কি উদাহরণ। ভক্তের উপর সর্বদা দুঃখ আসতেই থাকে, কিন্তু ভক্ত ওতে দুঃখ অনুভব না করে ভগবানের কৃপা বলেই জানে। কুন্তী দুঃখ কেন চেয়েছে? এতে স্পষ্ট হয় যে দুঃখ ভগবানকে অধিক স্মরণ করায়। সুখে মানব ভগবানকে ভুলে থাকে।

অধিক থেকে অধিকতর হরিনাম করাই সংসার থেকে নিবৃত্তির একমাত্র সাধন। এর অভাবে ভগবদ পুজা, অর্চন, যজ্ঞ স্বাধ্যায়, যোগ, তপস্যা তীর্থপর্যটন, গৃহস্থ ধর্ম, চার বর্ণ তথা আশ্রম সকলই কেবল শ্রম মাত্র হয়। এতে সুকৃতি মাত্র হয়। অথার্ৎ এতে মন ধীরে-ধীরে শুদ্ধ হতে থাকে। কয়েক জন্ম পর ইহা হরিনামে রুচি প্রদান করে। এতেই মন শুদ্ধ হয়ে নামের দ্বারা প্রেম প্রকট হবে। প্রেমই ভগবানকে আকর্ষিত করে। হরি নামের অভাবে প্রেম উদয় হবেই না। এই নামই ভক্ত অপরাধ আর মান-প্রতিষ্ঠা থেকে বাঁচায়। এই দুইই ভক্তির পথে বড় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই শত্রু এর থেকে হরিনামই বাঁচাতে পারে, নতুবা বাঁচা অসম্ভব।

হরিনাম স্মরণ করতে-করতে এতই পরমানন্দ উদয় হয় যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে একে গ্রহণ করবে সেই অনুভব করবে। মুখে বলা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না চেয়ে, পরীক্ষা করে দেখতে পার। অনুভব না হয় তো তাহলে শাস্ত্রের কৃপা ভীক্ষা কর। শাস্ত্র মানবের বাণী নয়, ভগবদবাণী, যে লেখা রূপে মানুষের আঁখি খুলছে। যদি চোখ না খোলে তাহলে বুঝতে হবে এখনও নরক ভুগতে হবে, দুঃখের সাগরে ডুবতে হবে।

8

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

চুরু (রাজস্থান)
তারিখ ২৯/৭/২০০৫

পরমারাধ্যতম পরমশ্রদ্ধেয়, আমার শিক্ষা গুরুদের শ্রী শ্রীভক্তি সবর্স্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের চরণযুগলে অধমাধম দাসানুদাস এর অসংখ্যবার দন্ডবত প্রণাম তথা চার্তুমাস অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য করবদ্ধ প্রার্থনা।

ভগবান হরিনাম জপকারীকে ভক্তের হৃদয়রূপী জানালা দিয়ে দেখেন

ঠাকুর রাধামাধব জী এর প্রেরণায় প্রেরিত হয়ে আপনার কর কমলে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা লিখে সেবা ভাব থেকে প্রস্তুত করছি। আপনি আমার শিক্ষা গুরুদেব। ঠাকুরজী লেখনী দ্বারা আপনার সেবা আমাকে সঁপেছেন, অতএব আমি নিজেকে বড় ভাগ্যশালী মনে করি, কারণ আমি এই লেখার যোগ্য কখনই নই।

আমি অজ্ঞানী, বিষয়ে রত, প্রতিষ্ঠার লোভী, বদগুণের ভান্ডার ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম অযোগ্য ব্যক্তি কি পরমহংসকে পত্র লিখতে পারে? কিন্তু এত অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আপনার চরণের অসীম কৃপার গুনে আমার মত পঙ্গুও পাহাড় লঙ্ঘনে সক্ষম হয়েছে।

ঠাকুরজী বলেন কী, “প্রত্যেক প্রবচন কর্তা আমার লীলা শোনায়। ভক্তের আশ্চর্যজনক চরিত্র শুনিয়ে থাকে। কিন্তু আমাকে প্রাপ্তির সাধন কেউ বলে না যে হরিনাম কি করে করা যায়, যা কিনা সারা ব্রহ্মান্ডের আনন্দময়ী ঔষধি। ব্রহ্মান্ডে এমন কোন পদার্থ নেই যা কোন অবলম্বন ছাড়া আছে। অবলম্বন সকলের প্রয়োজন। আমারও অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, নতুবা আমার মন একটুও লাগবে না। ভক্তই আমার অবলম্বন। যদি ভক্তের অবতার না হতো তাহলে আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতাম, আমি অবতারই বা কেন নেব? জগতে আমার অবতার মাত্র দুই প্রকারের হয় প্রথম অবতার ভক্তের হৃদয়ে প্রকট থাকে তথা দ্বিতীয় অবতার মন্দিরে শ্রীবিগ্রহএর রূপে থাকে। এরকম কেন হয়? কেবল অবলম্বনের কারণে! আমি যদি বিগ্রহ স্বরূপে মন্দিরে বিরাজ না করি তাহলে ভক্ত বেচারা অবলম্বন বিনা কি করবে?

ভক্ত নেই তো বিনা অবলম্বন, আমি কি করব? লতাকে বৃক্ষের অবলম্বন চাই। পাহাড়ের পৃথিবীর অবলম্বন চাই। শিষ্যকে গুরুর অবলম্বন চাই। স্ত্রী এর পতির অবলম্বন চাই, অথার্ৎ অবলম্বন বিনা সংসার অচল!

মোহ থাকলে আমাকে কেউ প্রাপ্ত করতে পারবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি নিজের কাজ করে শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু মোহ এতই ভয়ংকর যে একে ধরা একদমই অসম্ভব। এ এতই সুক্ষ্ম ভাব যে অনুভবেও আসে না। মোহই আসা - যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু করাতে থাকে।"

সংসারী মোহ হলে পরে ঠাকুর-এর আমাদের হৃদয়ে বসার স্থান হয় না। প্রথমত- শরীরের মোহ, দ্বিতীয়ত- ইন্দ্রিয়ের মোহ, রসেন্দ্রিয় রসের দিকে, চোখ দেখার দিকে, কান শোনবার জন্য দৌড়াতে থাকে। তৃতীয় মোহ-ধন, জন, তথা স্থানের। চতুর্থ মোহ-কারণ শরীরের (স্বভাব)। যেমন আমি দয়ালু, আমি পন্ডিত, আমি আমার শত্রুর শত্রু ইত্যাদি। এ অহংকার (মোহ) জীবের গভীরে থাকে, যেমন ফুলে সুগন্ধ অথবা দুধের মধ্যে মাখন।

মঠেও মোহ থাকে। কেবল স্থূল রূপেই মঠের সেবা চলে। যদি মঠে মোহ না থাকত তাহলে যখনই মঠে সংকট আসে তখনই ঠাকুরজীর দ্বারা রক্ষা করবার ভাব প্রকট হয়ে যেত। এর মানে, মঠেও মোহ আছে, সত্যিকারের প্রেম নেই। এ আমি বলছি না, রাধা মাধব সকলকে সচেতন করছেন। সে বলেছেন, " আমি মঠের মালিক কিন্তু মঠরক্ষক আমাকে মন্দিরে এসে রক্ষাও করে না এবং দেখেও না যে কি কি অসুবিধা আছে। ভাব দ্বারা আমার সেবা হয় না, কখনো কখনো তো আমার ঘুমই আসে না। গরমে কষ্ট পাই। ঠান্ডায় কাঁপতে থাকি। ক্ষুধার্ত ও থাকতে হয়। তাহলে এই মঠরক্ষক এসে আমাকে দেখাশোনা করার জন্য যে পুজারী আছে তার পরীক্ষা নেয় কি? ওনাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা উচিত। তবুও এরা আমার প্রেমের কাঙাল, তাই আমি পরোয়া করি না।

এখন ঠাকুর শ্রী রাধামাধবজী তাকে প্রাপ্তি করবার অতি- সরলতম, শ্রেষ্ঠ ও অমোঘ উপায় বলেছেন- "কেবলমাত্র হরিনাম উচ্চ স্বরে জপতে জপতে কানে শুনবে যে কোন সিদ্ধ সন্তের চরণে (প্রত্যক্ষ অথবা মানসিক রূপে) বসে কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করবে। কারণ আমি আমার ভক্তের হৃদয়রূপী জানালা দিয়ে নাম জপকারীকে দেখিতে থাকি। আমার ভক্তের, জপকারীকে নাম জপ রত দেখে দয়া আসবেই, তখন এই দয়া আমাকে প্রেরিত করে ঐ জপকারীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং সে আমার জন্য কেঁদে উঠবে। স্বতন্ত্র রূপে আমার দর্শন করলে জপকারীর হরিনাম জপ করা নিম্ন শ্রেণীর হবে, কারণ আমি ভক্তের হৃদয় ছেড়ে এক ক্ষণও বাইরে যাই না। অতঃপর জপকারীর ধ্যান থেকে সরে যাই এবং জপকারীর বিরহ স্থিতি আসে না। বিরহ স্থিতি ভক্তের মাধ্যমেই আসে। কারণ আমাকে কোন সাধারণ মানব (জপকারী) কখনো দর্শন করেনি কিন্তু ওই জপকারী আমার ভক্তকে দর্শন তো রোজই করে, এইজন্যে আমাকে প্রাপ্তি ওনার মাধ্যমেই হবে। সন্ত তো আমার আরাধ্যদেব। আমি সাধুর হৃদয় ছেড়ে যেতে অসমর্থ।"

যদি মোহের অন্ত করতে হয় তাহলে উক্ত প্রকারে হরিনাম জপ করে নিশ্চিত করতে পারবে। ভিতরের ভয়ংকর শত্রু মোহ তথা বাইরের শত্রু কান! যদি এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করা যায় তাহলে ঠাকুর প্রাপ্তি শীঘ্রই নিশ্চিতরূপে হয়ে যাবে। এই দুই শত্রু উক্ত উপায় দ্বারা হরিনাম জপ করলে পরে মিত্র হয়ে যায় তথা সর্বদার জন্যে জন্ম-মরণ থেকে নিস্কৃতি দিয়ে ঠাকুরের চরণ সেবায় পৌঁছে দেয়।

সত্যিকারের ভক্তও অনেকেই আছে, যেমন বর্তমান গুরুদেব, প্রভুপাদ জী, শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, পুন্ডরীক বিদ্যানিধি, মাধবেন্দ্র পুরী জী, ঈশ্বরপুরী জী, রায় রামানন্দ জী, নামাচার্য শ্রী হরিদাস জী, ভক্তি বিনোদ জী ইত্যাদি ইত্যাদি তথা অতীতের ভক্ত মীরা জী, কবীর জী, অম্বরীশ জী, নারদ জী, ধ্রুব জী ইত্যাদি। যে কোন ভক্তের চরণে (প্রত্যক্ষ অথবা মানসিক রূপে) বসে ওনার চরণ রজে স্নান করবে, প্রসাদ নেবে, চরণ জল মাথায় লাগাবে, ইত্যাদি করতে করতে হরিনাম জপ করলে নিশ্চিত বিরহাগ্নি প্রজ্জলিত হবে। এতে একটুও সন্দেহ নেই, করে দেখো এবং ঠাকুর জীর অসীম কৃপার গুন গান করতে থাকো।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব ত্রাহিমাম।

নিজের শক্তির দ্বারা মন সহজে হরিনামে লাগবে না। হরিনামকে মানসিক রূপে ভক্তের চরণে বসে উচ্চারণ পূর্বক জপ করে শোনালে মন স্থিরতা প্রাপ্ত করে। শীঘ্র ভগবদ কৃপা বর্ষণের জন্য মধ্যে মধ্যে উপরোক্ত প্রার্থনা করা উচিত।

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।

প্রত্যেক ঘরে গিয়ে এই ভিক্ষা চাও কি,"কৃষ্ণ বল, শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর ও কৃষ্ণ সম্বন্ধী শিক্ষা গ্রহন কর।"

(মহাপ্রভুজী এর শ্রীনিত্যানন্দ জী ও শ্রী হরিদাস জী এর প্রতি আজ্ঞা)

বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি' প্রেম নাহি হয়।
অপরাধ-পুঁঞ্জ তা'র আছয়ে নিশ্চয়।।

যদি বহু জন্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজন করার পরও প্রেম না হয়, তাহলে নিশ্চিত যে সে ব্যক্তির অনেক অপরাধ আছে।

(শ্রী নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য)

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত ॥

নিত্য প্রার্থনা

(দুই মিনিটে ভগবানের দর্শন)

শ্রীমদভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে খট্বাঙ্গ মহারাজের দুই ঘড়ীতে (১ মুহূর্ত) ভগবানের দর্শন হয়েছিল, কিন্তু আমার শ্রীল গুরুদেব পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বলেছেন যে যদি কোনও ব্যক্তি প্রতিদিন নিম্নলিখিত তিন প্রার্থনা করে, যাতে দুই মিনিট মাত্র সময় লাগে, তাহলে নিশ্চিতরূপে এই জন্মেই ভগবদ্ প্রাপ্তি হয়ে যাবে। এই তিন প্রার্থনাই সকল গ্রন্থ, বেদ তথা পুরাণের সার।

প্রথম প্রার্থনা

রাতে ঘুমানোর সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে-

“হে মোর প্রাণনাথ! যখন আমার মৃত্যু আসবে এবং আমার অন্তিম শ্বাসের সাথে, যখন আপনি আমার দেহ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবেন তখন কৃপা করে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়ে দেবেন, ভুল করবেন না যেন।”

দ্বিতীয় প্রার্থনা

প্রাতঃকালে উঠে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে-

“হে মোর প্রাণনাথ! এই সময় থেকে রাতে ঘুমানোর সময় পর্যন্ত, আমি যা কিছু কর্ম করব, সেসব আপনারই কর্ম জেনে করব আর যদি আমি ভুলে যাই, তাহলে কৃপা করে আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। ভুল করবেন না যেন।”

তৃতীয় প্রার্থনা

প্রাতঃকালে স্নান করে তথা তিলক লাগানোর পরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে-

“হে মোর প্রাণনাথ! আপনি কৃপা করে আমার এমন দৃষ্টি করে দিন যেন আমি প্রত্যেক কণায় -কণায় তথা প্রাণীমাত্রতে আপনাকেই দর্শন করি। আর যদি আমি ভুলে যাই তাহলে কৃপা করে আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। ভুল করবেন না যেন।”

আবশ্যক সূচনা-

- এই তিন প্রার্থনা তিনমাস একটানা করা খুব দরকার। তিনমাস পরে নিজে থেকে অভ্যাস হয়ে গেলে প্রার্থনা করা স্বভাবে পরিণত হবে।

- তিন প্রার্থনার শেষে "ভুল করবেন না যেন" এ বাক্য এই জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে, কারণ আমরা ভুলতে পারি কিন্তু ভগবান কখনো ভোলেন না। এই প্রকার "ভুল করবেন না যেন" এই বাক্যের দ্বারা আমরা ভগবানকে বেধেঁ নিয়েছি। তাহলে এরপর থেকে ভগবানের ওপর দ্বায়িত্ব রইল আর আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। এইজন্যে ভগবানের এই প্রার্থনা অনুসারে বাধ্য হয়েই আমাদের জীবনে পরিবর্তন এনে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। এবং আমাদের এই জন্মে ভগবদ প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

- নিত্য প্রার্থনার সহিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র রোজ কমপক্ষে ৬৪ মালা (এক লাখ হরিনাম) জপ করা পরমাবশ্যক।

নিত্য প্রার্থনাগুলো ভগবদগীতায় উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ

– প্রথম প্রার্থনা –

যং যং বাপি স্মরন্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। গীতা ৮.৬

অনুবাদ- হে কুন্তীপুত্র! শরীর ত্যাগের সময় মনুষ্য যেই যেই ভাবের স্মরণ করে, মৃত্যুর পর সে সেই সেই ভাব অনুসার নিশ্চিত রূপে পুণঃ শরীর প্রাপ্ত করে।

তাৎপর্য- মহারাজা ভরত মৃত্যুর সময় হরিণের চিন্তা করেছিলেন, অতএব পরের জন্মে তার হরিণের শরীর প্রাপ্ত হয়েছিল। এই জন্য ইহা অনিবার্য যে, মৃত্যুর সময় অন্য বিষয়ের স্মরণ না হোক, কেবল ভগবানকেই স্মরণ হোক।

অন্তঃকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তবা কলেবরম।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়।। গীতা ৮.৫

অনুবাদ- জীবনের অন্তিম সময়ে যে কেবল আমার স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, সে শীঘ্রই আমার ভাব প্রাপ্ত করে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য- অতঃ মনুষ্যকে নিরন্তর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই মহামন্ত্র জপ করতে হবে যাতে মৃত্যুর সময় এর উচ্চারণ মাত্রই ভগবদ্ প্রাপ্তি হয়ে যায়।

• প্রথম প্রার্থনা করাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভগবদকৃপা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হবে।

– দ্বিতীয় প্রার্থনা –

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যত।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্য মদর্পনম্।। গীতা ৯.২৭

অনুবাদঃ- হে কৌন্তেয়! তুমি যা কিছু কর্ম কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু অর্পিত কর বা দান কর তথা তপস্যা কর, এসবই আমাকে সমর্পিত করে করবে।

শুভাশুভাফলৈরেবং মোক্ষসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্যাসযোগ যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।। গীতা ৯.২৮

অনুবাদ- এই প্রকার তুমি শুভ তথা অশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে তথা এই কর্ম ফলত্যাগরূপ যোগ দ্বারা নিজের চিত্তকে স্থির করে তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে আসবে।

• দ্বিতীয় প্রার্থনা করাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভগবদ্ ভাবনা দ্বারা যুক্ত কর্ম হবে।

– তৃতীয় প্রার্থনা –

সর্বভুতস্থমাত্মানং সর্বভুতানি চাত্মনি।
ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শন।। গীতা ৬.২৯

অনুবাদ- বাস্তবিক যোগী সমস্ত জীবের মধ্যে আমাকে তথা আমার মধ্যে সবকিছু দেখে। নিঃসন্দেহ স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি আমি, পরমেশ্বরকেই সর্বত্র দেখেন।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রনশ্যতি।। গীতা ৬.৩০

অনুবাদ- যে আমাকে সর্বত্র দেখে এবং সবকিছু আমার মধ্যে দেখে তার জন্য না আমি কখনো অদৃশ্য হই আর না সে আমার কাছে অদৃশ্য হয়।

• তৃতীয় প্রার্থনা করাতে স্বাভাবিকভাবেই শুদ্ধভক্তি, শুদ্ধনাম তথা ভগবদ্ দর্শন প্রাপ্ত হবে।

উপদেশাবলী

(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর "শ্রীল প্রভুপাদ" দ্বারা)

১. "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ- সংকীর্তনম্" ইহাই শ্রী গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

২. যে হরি ভজন করে না, তারা সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী।

৩. শ্রীহরিনাম গ্রহন ও ভগবদ্ সাক্ষাৎকার দুটোই এক জিনিস।

৪. শ্রীকৃষ্ণ-নামোচ্চরনকেই ভক্তি বুঝতে হবে।

৫. যে প্রতিদিন এক লক্ষ হরিনাম করে না, তার দেওয়া কোন বস্তুই ভগবান গ্রহণ করেন না।

৬. অপরাধ হইতে দুরে থেকে শ্রী হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা করে নিরন্তর হরিনাম করতে থাকলে অপরাধ দুরে যাবে ও শুদ্ধ হরিনামের উদয় হবে।

৭. শ্রীনাম করবার সময় জড়-চিন্তা উদিত হলেও শ্রীনাম গ্রহণে শিথিলতা করা উচিত নয় শ্রীনাম গ্রহণের গৌণ 'ফলস্বরূপ বৃথা জড়-চিন্তা ক্রমশঃ দুর হয়ে যাবে, এর জন্য হতাশ হওয়ার আবশ্যকতা নেই। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দেহ-মন-বাক্য দ্বারা শ্রীনামের সেবা করতে থাকো। শ্রীনামী প্রভু নিজের পরম মঙ্গলময় অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শন করান। শ্রীনাম গ্রহণ করতে-করতে অনর্থ দুর হওয়ার ফলে শ্রীনাম থেকেই রূপ, গুন, লীলা নিজের থেকেই স্ফূর্তি হয়।

9

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ১৫/১১/২০০৫

ভক্তি বীজের রোপন

আপনাকে স্মরণ করে এ তুচ্ছ মানব বিরহাগ্নিতে জ্বলে, শান্তি পাওয়ার জন্য পত্র লিখতে বাধ্য হয়। যে পর্যন্ত মনের ভাব লেখার দ্বারা প্রকট না করি সে পর্যন্ত শান্তি পাই না। না জানে এ কোন শক্তি আমাকে প্রেরিত করে জোর করে লেখার জন্য বাধ্য করে।

হরিনাম কানে শোনা খুবই প্রয়োজন, যদি এমন না হয় তাহলে স্মরণই ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে একেবারে ব্যর্থ তো হবে না। সংসারের কাজ সংশোধন করবে তথা সুকৃতি সংগ্রহ থাকবে, কিন্তু ভগবদ্ চরণে পৌঁছানোতে অনেক দেরী হবে। অনন্ত জন্ম-মরনরূপী দুঃখ ভুগতে হবে। মন যেখানেই হরিনামকে নিয়ে যাবে, সেখানেই কল্যাণ হবে। কারণ নাম চারু-চিন্তামণি, বাঞ্ছা কল্পতরু। এ ধ্রুব সত্য সিদ্ধান্ত। কৃষকের চাষ করার পদ্ধতির সঙ্গে হরিনামের তুলনার একশ শতাংশ মিলে যায়।

ভগবান জীবের উপর কৃপা করার জন্য গুরুরূপে এসে হরিনামের বীজ কানে দেন এবং বুঝিয়ে দেন যে, একে কান দ্বারা পুষ্ট করবে অথার্ৎ কান দ্বারা শোনা আবশ্যক। যদি এ না কর তাহলে বীজ অংকুরিত হবে না। কিন্তু শিষ্য এই বীজ কানে রোপন না করে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেয়। অতএব এই বীজ হৃদয়রূপী জমিতে পৌছায় না, সুতরাং ভক্তিলতা বীজ অংকুরিত হয় না। সারা জীবন ব্যর্থ চলে যায়। অঞ্জলিতে ভরা অমৃতকে মাটিতে ফেলে দেয় পুনরায় এ অমৃত অনন্ত জন্ম পর্যন্ত হাত লাগে না। ইহা এর মহান অজ্ঞানতার কারণ।

চাষী বলদ দ্বারা লাঙল চালায়। সাধক সাধুতা দ্বারা নিজের জীবন যাপন করে থাকে। চাষী লাঙলের অগ্রভাসে ফাল(অস্ত্র) দ্বারা গভীর গর্তের লাইন (পাই) বানাতে থাকে। সাধক হৃদয়রূপী গর্তকে সদ্‌গুণরূপী ফাল (অস্ত্র) দ্বারা গভীর করতে থাকে। চাষী লাঙলের পিছনে একটি পাইপ বেধে দেয় যেটা গর্তের লাইনের (পাই) মধ্যভাগের সোজা জুড়ে (attach) থাকে। সেখানে গর্তের লাইনে (পাই) গিয়ে বীজ পড়তে থাকে। সাধক কান রূপী পাইপে মুখরূপী মুঠোর দ্বারা হরিনাম বীজ শোনাতে (রোপণ করে) থাকে। চাষী যখন বীজ বুনতে থাকে তখন পাইপ থেকে খুনখুন শব্দ শুনে থাকে। তেমনি সাধকও হরিনামের আওয়াজ মন দ্বারা শুনে থাকে, যদি কিসান খুনখুন আওয়াজ না শুনতে পায় তখন সে ঐ পাইপ কে মনোযোগ দিয়ে দেখে যে বীজ জমিতে যাচ্ছে নাকি কোথাও আটকে আছে। এই প্রকার সাধক যখন হরিনাম মন দিয়ে শোনে না তখন সে মনে করে মনরূপী খুন খুন বন্ধ হয়ে গেছে, অতঃ সাধক সাবধান হয়ে উচ্চারণ করে। হালের পিছনে প্রায় এক হাত দুরে কিসান এক ভারা (ঝাড়ী) বেঁধে দেয়, সেই ঝাড়ী

লাইনের দুই কিনারের মাটি গর্তে ফেলতে থাকে তার ফলে বীজের উপর স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, নতুবা বীজ শুকনো মাটির কারণে অঙ্কুরিত হবে না। পুনরায় চাষী ছয় দিন বাদে গিয়ে দেখে যে সকল সারিতে (পাই) বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তখন তার আনন্দ আর ধরে না সে নেচে ওঠে। এই প্রকার সাধকের চার মালা কানে শুনে যখন মনোরথ সফল হয় তখন হরিনামরূপী বীজ প্রেম রূপী অঙ্কুরে অঙ্কুরিত হতে থাকে। প্রেমী (ঠাকুর) র সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুল ব্যাকুল হয়ে পড়ে। চাষীর বীজ জমির উত্তাপে অঙ্কুরিত হয়। হরিনাম রূপী বীজ সাধকের হৃদয়রূপী জমির বিরহাগ্নি দ্বারা গরম হয়ে ভক্তিলতায় পরিণত হয়।

যে বীজ চাষীর পাইপ এর মুখ থেকে বাইরে গিয়ে পড়ে সেই বীজ শুকিয়ে যাওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে যায় তথা পক্ষী ঐ বীজ ঠোঁটে নিয়ে যায় এবং ঐ বীজ ব্যর্থ চলে যায়। এই প্রকার সাধকের যদি পাইপ রূপী কানে হরিনাম রূপী বীজ না শুনতে পায় তাহলে ঐ বীজ জন্ম-মৃত্যু চক্র বন্ধ করতে পারবেনা। কিন্তু ঐ বীজে সুকৃতি জমা হতে থাকবে। যখন অধিক সুকৃতি একত্র হয়ে যাবে তখন ভগবান তার উপর কৃপা করবার জন্য গুরুরূপে পুনরায় বীজ এর রোপন করে যাবেন। এই প্রকার এই মার্গ চলতে থাকে।

২০ দিন পরে চাষী অঙ্কুরিত বীজে জল দেয়। যখন ঐ বীজ লাইনের (পাই) বাইরে আসে, তখন ১২০ দিনে ফল ফুল এ ফসল ভরে যায়, তখন সে নিজের ঘরে ফসল আঁটি বেঁধে নিয়ে আসে। তখন পরিবারের সকলে ঐ ফসল উপভোগ করে। এই প্রকার সাধকের মধ্যে সদগুনরূপী ফল-ফুল এসে একত্র হয় তথা বিরহাগ্নি রূপী তেজ জ্যোতির প্রকাশ হয় তখন সংসার রূপী পরিবার তাঁর সঙ্গ করে তৃপ্ত হয়। যখন সাধকের অন্তিম সময় আসে তখন সে আনন্দ সাগরে সাঁতার দিয়ে নিজের স্থায়ী ঘর ভগবদচরণে পৌছে যায়। সংসারের বন্ধন সর্বদার জন্য ছেড়ে যায় তথা নিজের ২১ পীড়ির সবাইকে সাথে নিয়ে যায়।

- **ধর্ম পরায়ণ সোই কুল ত্রাতা। রাম চরণ জাকর মন রাতা॥**
- **সো কুল ধন্য উমা সুন, জগত পুজ্য সুপুনীত।**
  শ্রী রঘুবীর পরায়ণ, জেহি নর উপজ পুনীত।

সাধক তিন প্রকার ভাবে জপ করেন। প্রথমত উচ্চারণ দ্বারা, যে পাশে বসে সেও শোনে। দ্বিতীয়ত উপাংশু, যে নিজেই কেবল শোনে। তৃতীয়ত মানসিক, যা হৃদয়ের সুক্ষ্ম মন শোনে। সুক্ষ্ম চোখ, কান ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এই জপ অনুভব করে। উক্ত গতি নিজের চেষ্টায় হয় না, সাধনা করতে-করতে স্বয়ংই চলে আসে। নামাচার্য হরিদাসজী উক্ত প্রকারেই ৩ লাখ নাম জপ করতেন।

যদি মনুষ্য জন্ম সফল করতে হয় তাহলে এখনও সময় আছে, সচেতন হওয়াই শ্রেয়স্কর হবে, এ ঠাকুরের সর্তকতা, আমার নয়। অমুল্য রত্ন হরিনামকে গাফিলতিতে জপ করা জঘন্য অপরাধ। এর থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

10

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ০১/১০/২০০৭

পরমারাধ্য ভক্তগণ,

অধমাধম দাসানুসাস অনিরুদ্ধ দাসের সকল ভক্তের যুগলচরণে সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত প্রণাম তথা ভজন স্তর অগ্রগতির প্রার্থনার সহিত প্রেমপুর্ণ হরিস্মরণ।

কলি চন্ডালের প্রকোপ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হরিনাম স্মরণ

এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৌরহরি। যিনি নিজের সকল জনকে এক লাখ হরিনাম নিত্য স্মরণ করানোর জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে ভগবদ্‌প্রসাদ পাওয়ার এক অজুহাত দিয়েছেন, বাস্তবে তার দ্বারা করানোর এক লাখ হরিনাম করানোই উদ্দেশ্য। যাতে করে এই কলি চন্ডালের হাত থেকে বাঁচা যায়।

এক লাখ হরিনাম জপ করতে ভক্তরা অসম্ভব মনে করো না। ছয় মাস প্রতিদিন এক লাখ হরিনাম করতে সাড়ে তিন ঘন্টাই লাগবে। শুরুতে এক লাখ হরিনাম করতে ৬-৮ ঘন্টা লাগতে পারে। পরে আড়াই মিনিটে এক মালা হয়ে যায়। এক লাখ হরিনাম করলে দশ দিকের যত বাধা সমাপ্ত হয়ে যায়। গৌরহরির নিশ্চয়তা অনুসারে রক্ষা হতে থাকবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ এর প্রয়োজন নেই। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, কি অনুপম ইহার পরিণাম। পরিবারের উপর, পড়শির উপর, সাক্ষাৎকারীর উপর, আপনার প্রভাব পড়তে থাকবে। চারদিক রামরাজ্য হয়ে যাবে। শ্রীগৌরহরির আদেশও পালন করা হয়ে যাবে।

আমার ঠাকুরজী নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, যে ভক্ত চার মালা কানে শুনে করবে, তার পুলক, অশ্রু সাত্ত্বিক বিকার উদয় হতে থাকবে। কিন্তু ভক্ত অপরাধ তথা মান প্রতিষ্ঠা থেকে দুরে থাকবে তবেই এই পরিস্থিতি আসতে পারবে। যে ভক্তের মুল উদ্দেশ্য কেবল ভগবদ্ প্রাপ্তি তার শীঘ্রই উক্ত স্থিতি প্রাপ্ত হতে পারে। উক্ত দুই বাধা (ভক্ত অপরাধ তথা মান-প্রতিষ্ঠা) নাস্তিকতার ভাব উদয় করিয়ে দেয়। অশ্রদ্ধা তৈরী হয়ে যায়।

নিত্য একলাখ হরিনামের জপের দ্বারা যে সময় ব্যর্থ যাচ্ছিল তা সদুপযোগে অতিবাহিত হবে। দুই-তিন বছর থেকে অনেক ভক্ত এক লাখ থেকে দেড় লাখ হরিনাম করছেন। এর মুখ্য কারণ শ্রী গুরুদেবের স্বপ্নাদেশ! ‘স্বয়ং ৩-৪ লাখ নাম

প্রতিদিন কর আর অন্যকে এক লাখ নাম করবার জন্য প্রার্থনা কর।’ ও আমার শক্তির দ্বারা করছে না। আমি তো এক মাইকের কাজ করছি, পিছন থেকে শ্রী গুরুদেবের আদেশ কাজ করছে। আমাকেও ঠাকুরজীর তরফ থেকে কৃপারূপী কমিশন মিলতে থাকে, এই কারণেই আমি এত নাম করতে সক্ষম হই। নিজের শক্তিতে কেহই এত হরিনাম করতে সমর্থ হবে না।

কলিযুগের ধর্ম হরিনাম করা, এটা তো হয়ই না, তাহলে দ্বাপর যুগের ধর্ম বিগ্রহ পূজা অর্চনা তা কি করে ফলীভূত হবে? প্রথম কক্ষে ভর্তি না হয়ে বি-এ তে ভর্তি হলে কি সে বি-এতে পড়তে পারবে? তার জন্য তো ‘কালো লেখা গরুর মতো’। যখন পুজারী এক লাখ নাম করবে তখনই ভগবান পুজা গ্রহণ করবেন, নতুবা পাথর হয়ে থাকবেন, এবং দর্শক গণেরও পাথরই নজরে আসবে। হরিনামই ভাবনেত্র প্রদান করবে, দুর্গুণ নষ্ট করে সদ্‌গুণ এসে অন্তঃকরণে রমন করবে। হরিনামে রুচি না হওয়ার প্রধান কারণ নামনিষ্ঠ সাধুসঙ্গের অভাব, নামাপবাধ ও মান প্রতিষ্ঠার লালসা।

যতদিন পর্যন্ত শ্রী গৌরহরির আদেশ পালন হবে না ততদিন পর্যন্ত কলি চন্ডালের থেকে বাঁচতে পারবে না। ঘরে কলহ হওয়া, রোগ আক্রমন, কোর্ট এ কেস কাছারী, ঘরের রিদ্ধি-সিদ্ধি সমাপ্ত হওয়া, পড়শির সঙ্গে ঝগড়া, রোজগার বন্ধ, চরিত্র নষ্ট হওয়া, স্ত্রীলোকের দুষিত হওয়া, পুত্র-পুত্রী নিজেই নিজের বিবাহ করা, মা বাপের অনুমতি প্রয়োজন মনে না করা ইত্যাদি ইত্যাদি মর্যাদার উলঙ্ঘন হয়েই চলবে। যে এক লাখ হরিনাম করতে পারবে তাকে গৌরহরি এক সেকেন্ডও ছেড়ে যান না। যে ঘরে গৌরহরি বাস করবে সেই ঘরে কলির প্রবেশই হবে না, তখন উক্ত সমস্যা আসতেই পারে না। এসব এখন অনেক দেখাও যাচ্ছে। অতএব আমি হাত জোড় করে সকলের কাছে প্রার্থনা করছি যে এখনই এক লাখ হরিনাম শুরু করে দাও, এতে আমারও ভালো জপকারীরও ভালো। এই জন্মেই মনুষ্য জন্ম সফল হবে ও দুঃখের সাগর থেকে পার হয়ে যাবে, তাহলে কত বড় উপলব্ধি হয়ে যাবে, যা অবর্ণনীয়!

হরিনামের অকথনীয় মহিমা-

- কহো কহঁা লগি নাম বড়াই। রামুণ সকহি নাম গুন গাই॥
- বিবসহু জাসু নাম নর কহহী। জনম অনেক রচিত অঘ দহহী ॥
- জাসু নাম জপ এক হি বারা। উতরহি নর ভব সিন্ধু অপারা ॥
- জাসু নাম জপ সুনহু ভবানী। ভববন্ধন কাটহি নর জ্ঞানী ॥
- ভাব কুভাব অনখ আলসহুঁ। নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহুঁ ॥
- নাম প্রভাব জান শিবনিকো। কালকুট ফল দীন্হ অমীকো ॥
- নাম প্রসাদ শম্ভু অবিনাশী। সাজ অমঙ্গল মঙ্গল রাশী ॥

- নাম সপ্রেম জপত অনয়াসা। ভক্ত হয় মুদমঙ্গল বাসা ॥
- কহো হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোই। জব তব সুমিরণ ভজন না হোই ॥
- জিন্হ্ কর নামু লেত জগ মাহী। সকল অমঙ্গল মূল নসাহী ॥
- উল্টা নাম জপা জগ জানা। বাল্মীকি ভয়ে ব্রহ্ম সমানা ॥
- জানা চহহি গুঢ় অতি জেউ। নাম জীহঁ জপি জানহি তেউ ॥
- রাম নাম কা অমিত প্রভাবা। সন্ত পুরাণ উপনিষদ, গাবা ॥
- নাম জীহঁ জপি জাগহি যোগী। বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী ॥

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিলা পাগল ॥

হে আমার গুরুদেব! আপনি আমাকে কেমন মন্ত্র জপ করতে দিলেন? এই মহামন্ত্র জপে তো আমার অবস্থা পাগলের মত হইল।- চৈতন্য মহাপ্রভুজীর নিজের গুরুদেবের প্রতি উক্তি-

(চৈ. চ. আদি ৭.৮১)

কৃষ্ণনাম - মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ৮৩
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

এতো এই হরে কৃষ্ণে মহামন্ত্রের স্বভাব যে কোন ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করে তার শীঘ্রই ভগবানের চরনে গাঢ় অনুরাগ জন্মায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে গুরুদেবের দেওয়া উওর

(চৈ. চ. আদি ৭.৮৩)

জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানা বিধ বিপদ ভার।
'নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে।

একটুকুই জান যে একে তো জীবন অনিত্য তার উপর এই জীবনে নানা প্রকার বিপদ আছে। অতএব তুমি যত্ন সহকারে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করে কেবল জীবন নির্বাহের নিমিত্ত সাংসারিক ব্যবহার করো।

গীতাবলী

11

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ১৯/০১/২০০৭

কর্মই প্রধান

জীবাত্মা যখন থেকে ভগবান হতে আলাদা হয়েছে, তখন থেকেই অশান্তির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এর প্রধান কারণ উহার কর্ম! কর্ম ভালো ও মন্দ দুই প্রকার হয়। ভালো কর্ম করলে শান্তি ও খারাপ কর্ম করলে অশান্তি হতে থাকে। ভগবান সকল প্রাণীর জন্মদাতা। অতএব সকল প্রাণী ভগবানের সন্তানের মতো। যখন এক প্রাণী অন্য প্রাণীর অমঙ্গল করে, তখন ভগবান মায়া দ্বারা তাকে শাস্তি দেয়। যে প্রাণী অপর প্রাণীর মঙ্গল করে তো তাকে মায়াও সহায়তা করে তথা ভগবান তাকে ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ দিয়ে তাকে সুখ প্রদান করেন।

যে জীব অন্য জীবদের ভগবানের ঘরে পৌছানোর জন্য মঙ্গল সাধন করে, অথার্ৎ শাস্ত্রদ্বারা বর্ণিত কথা শুনিয়ে মানবকে ভগবানের ভক্তিতে লাগিয়ে দেয়, তার উপর ভগবানের অপার কৃপা বর্ষণ হয়। শিবজী নিজের অর্ধাঙ্গিনী উমাকে বলছেন-

“পরহিত সরিস ধর্ম নহি ভাই। পর পীড়া সম নহি অধমাই ।।”

মানব দ্বারা কর্ম হতেই থাকে, কর্ম বিনা জীবন যাপন হতেই পারে না। কর্ম মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা হয়। তিন প্রকারের কর্ম (১) সঞ্চিত, (২) প্রারব্ধ, (৩) ক্রিয়মান। মানব ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর দ্বারা কর্ম করা হয় না, কেবলমাত্র মানবই কর্ম বন্ধনে বদ্ধ হয়। কত কতবার ও ৮৪ লাখ যোনী ভুগে এসেছে। যার মধ্যে কয়েকবার মানব শরীর মিলেছে। তখনও সে তিন প্রকার কর্মই করেছে। এ সকল কর্ম সঞ্চিত হয়ে এক অংশ থেকে প্রারব্ধ রূপে মিলতে থাকে ও জীব উহা ভোগরত অবস্থায় জীবন যাপন করতে থাকে। যখন প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত হয় তখন মৃত্যু হওয়ার পরে স্বভাবানুসার যেমনি মনের ভাবনা হয়, সেই অনুসারে সে অন্য শরীরে চলে যায়। পুনরায় যখন মানব শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে ক্রিয়মান কর্ম করে যা তার সঞ্চিত কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। পুনরায় এই সঞ্চিত কর্মের থেকে এক অংশ প্রারব্ধ রূপে সে পায়। এই প্রকারে এ চুরাশী লাখ যোনী চক্র চলতে থাকে।

কখনো যদি সুকৃতি উদয় হয়ে যায় তখন ভগবানের কৃপায় মানবের সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তখন মানব সদগুরুর শরণাপন্ন হয়। সদগুরুদেব ভগবানের হাতে ঐ জীবকে সঁপে দেন। ভগবানের হাতে পৌছানোতে উহার জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। ভগবানের বচন আছে-

সম্মুখ হই জীব মোহি জবহী। জন্মকোটি অঘ নাসহি তবহি।

এখন প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা তার জীবন চলতে থাকে। যদি ক্রিয়মান কর্মকে সামলানো যায় তাহলে তার জন্ম মৃত্যুর দারুণ দুঃখ সর্বদা এর জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। অথার্ৎ প্রেমভক্তি হরিনাম এর দ্বারা অন্তঃকরণ থেকে শরণাপন্ন হয়ে যায় তো তাহলে এই মানব নিজের আসল ঘর অথার্ৎ ভগবানের কোলে চলে যায়। তাহলে সমস্থ ঝামেলাই সমাপ্ত হয়ে যায়। বলার উদ্দেশ্য এই যে নিজের স্বভাব সংশোধন করে ভগবানের কোলে চলে যাওয়াই শ্রেয়স্কর, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বভাব বিগড়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মায়া দ্বারা শাস্তি পেতে থাকবে। কলিকালে হরিনামই এক এমনই ঔষধ যা সমস্ত রোগ দূর করতে পারে। হরিনাম স্বয়ং শব্দ ব্রক্ষ্ম! হরিনাম জপকারী ভগবানের চরণেই থাকে অথার্ৎ সম্মুখেই থাকে। হরিনাম জপলে পরে সঞ্চিত কর্মের নাশ হয়। যখন ভক্তি করাতে সঞ্চিত কর্ম ভস্ম হয়ে যায় তাহলে প্রারব্ধ আর কোথায় বাঁচবে? কেবলমাত্র ক্রিয়মান কর্ম দ্বারাই জীবন চলতে থাকবে। ক্রিয়মান কর্ম কেবল ভক্তি সম্বন্ধিত থাকবে তো অন্ত সময়ে যখন মৃত্যু আসবে আর স্বভাব ভক্তিময় হবে তখন মন (অন্তঃকরণ) ভগবানে সমর্পিত হওয়াতে আসা যাওয়ার অন্ত হয়ে যাবে।

পরিবারের এক ব্যক্তি যদি ভগবানের প্রিয় হয়ে যায় তাহলে ভগবান তার ২১ পীড়ি কে নিজের ধামে ডেকে নেন। যদি কোন নৌকায় পাপী বসে যায় তাহলে সকলকেই ডুবিয়ে দেয়। আর এক ভক্ত নৌকায় থাকলে সকলকে তীরে পৌছে দেয়। কত সুন্দর, সরল সুযোগ মিলেছে কলিযুগের মানবের। তবুও অভাগা এই সুবর্ণসুযোগকে খাওয়া-দাওয়া, মৈথুনাদিতে ব্যতিত করে দেয়। এর মুর্খতা মাত্রা ছাড়া। ওকে জানা নেই যে একদিন এখান থেকে চলে যেতেই হবে। কেন শুয়ে আছ অবোধ? নিজের ক্ষতি হলেও অন্যের হিত করা উচিত, কারণ সকলেই ভগবানের সন্তান। অপকার করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন। সব থেকে বড় মহান উপকার হল কোন ব্যক্তিকে ভগবান এর ভক্তিতে লাগিয়ে দেওয়া। এর থেকে বড় উপকার ত্রিলোকে তথা অনন্তকোটি ব্রক্ষান্ডে কোথাও নেই। ইহা ভেবেই আমি পত্রের পর পত্র দিয়ে ভগবানের কৃপা পেতে থাকি। আমার শক্তির দ্বারা কিছু হতে পারে না। ভগবদ কৃপাতেই এক লাখ হরিনাম জপ, ব্রক্ষ্ম মুহূর্তে বিরহ সাগরে ডুবে থাকি। আমি যতই আমার ভজনের প্রচার করতে থাকি ততই আমার ভগবানের প্রতি আকর্ষণ বাড়তেই থাকে। আমার দেখাদেখি যদি একজন মানবও ভক্তিতে লেগে যায় তাহলে নিশ্চিত আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। দিনে বিরহ খুব কম হয়। ভগবান ও আপনাদের মত ভক্তের কৃপায় দিনেও বিরহ হবে, এটা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস! বাচ্চার ক্রন্দন কি মা সহ্য করতে পারে? কখনো নয়! ভগবান তো বাৎসল্য ভাবের অসীম মুর্তি, তিনি ভক্তের ক্রন্দন কি করে সহ্য করতে পারবেন? আমি আমার নিজের জীবনে ভগবদ্ কৃপার অনুভব না জানি কতবার করেছি এর কোনও আন্দাজ নেই! সংকট আসলেই

ভগবান সংকট দুর করে দেন। ভজনের কথা অন্যদের বললে আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। অতএব বলেই দেই, যে আমি বললে আমার একটুও ক্ষতি হয় না, যা কিছু লেখা হয় তা কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারাই লেখা হয়। আমি মিথ্যা বলব তো অপরাধের ভাগী হয়ে যাব কারণ আমি আমার অন্তঃকরণকে জানি যে কত ময়লা আছে! কেবল মাত্রই সাধুই ভরসা।

অপরাধ শুন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম। তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম।

যদি জীব অপরাধ শুন্য হয়ে কৃষ্ণনাম নেয় তাহলে যেকোন বাধা অতিক্রম করে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত করে।

(শ্রী নবদ্বীপ ধাম মহাত্মা ১.৪৫.৪৬)

হে হরি আমি অগণিত অপরাধে গ্রস্থ, ভয়ংকর সংসাররূপী সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি তথা একদমই আশ্রয়হীন। অতএব আমি আপনার শরণ নিলাম। আপনি আপনার অনেক গুন থেকে কেবল একটা গুন 'কৃপার' দ্বারা আমাকে নিজের করে নেন অথার্ৎ আমাকে নিজের দাস রূপে স্বীকার করেন।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

এক নিষ্ঠাবান ভক্তকে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে বিবেচনা করে নির্ভীক থাকা উচিত। কোনরূপ অলসতা ও গাফিলতি করা উচিত নয়। এই রকম করলে ঐ সাধকের মন ঐ বাক্যে দৃঢ় হয়। এবং খুব শীঘ্রই ভগবান শ্রী কৃষ্ণের চরণে মন দৃঢ়রূপে লেগে যায়।

(চৈ. চ. আদি ২.১১৭)

বৈষ্ণব উত্তম সেই যাহারে দেখিলে।
কৃষ্ণনাম আসে মুখে কৃষ্ণভক্তি মিলে।।

যে বৈষ্ণবকে দর্শনমাত্রই জীবের মুখ থেকে শ্রী কৃষ্ণনাম উদয় হয় তথা জীবের শ্রী কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয় সেই উত্তম বৈষ্ণব।

- শ্রী হরিনাম চিন্তামণি

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

12

চন্ডীগড়
তারিখ ০৫/০৬/২০০৭

রঘুবীর, অম্বরীশ, হরিওম তথা বাচ্চারা আশীর্বাদ করছি হরিনামে রতি হোক।

হরিনামের দ্বারা কোনও জিনিসের অভাব হয় না

যে মানবের হরিনাম স্মরণের নেশা লেগেছে সে অনন্ত কোটি অখিল ব্রহ্মান্ডের সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে। কেন হয়েছে? এর কারণ, ভগবানকে সে কিনে নিয়েছে। যেমন মীরা বলেছেন-

লিয়োজী ম্যায় তো লিয়ো গোবিন্দ মোল,
কোই কহে চৌড়ে, কোই কহে ছানৈ লিয়োজী বজন্তা ঢোল,
কোই কহে সুঙ্গো কোই কহে মহঙ্গো লিয়োজী তরাজু তোল ॥

এই প্রকারে যে সর্বদা হরিনামের উপরই নিজের জীবন অতিবাহিত করে, গোবিন্দ তারই হয়। তাকে ছেড়ে ভগবান কোথাও যান না। সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচয়িতা ভগবানই। সৃষ্টিতে ভগবান ছাড়া কিছুই নেই।

হরিনাম জপকারীর এই জন্মেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এর প্রাপ্তি হয়ে গেছে। তার কাছে সংসারের সকল কাজ সুলভ হয়ে গেছে। যে অনন্ত কোটি জন্ম থেকে ভগবানের কোল ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছিল, এখন ওনার কোলে গিয়ে বসেছে। সে তো নিজের ২১ পীড়িকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে দিয়েছে। যেমন ভগবানের বাক্য-

কৃতযুগ ত্রেতা দ্বাপর, পুজা মখ অরু জোগ।
জো গতি হোই সো কলি, হরিনামতে পাবহি লোগ।।

সত্যযুগে হাজার বছর ভগবানের ধ্যান করলে পরে, ত্রেতাযুগে অনেক ধন খরচা করে যজ্ঞ করলে পরে, দ্বাপর যুগে খুব শ্রদ্ধার সহিত পুজা করলে পরে ভগবান দর্শন দিতেন। যেই দর্শন কলিযুগে ঘরের মধ্যে পাখা-হিটার লাগিয়ে, শান্তচিত্ত হয়ে বসে হরিনাম জপ করলেই হতে পারে। কোন ভাবেই জঙ্গলে যাওয়ার, রৌদ্র, শীত, বর্ষা, খিদে তৃর্ষ্ণা সহ্য করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানব কত দুর্ভাগা! এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও হরিনাম জপ করে না। এর শাস্তি ভবিষ্যতে ভুগতেই হবে। চুরাশি লাখ যোনীতে জন্ম নিয়ে অসীম দুঃখ ভুগতে হবে।

কলিযুগে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কেউ একজনই ভগবানকে চায়। আর সব ধন, সম্পত্তি, চাকরি, সন্তানাদি চায়, ভগবানকে কেউ চায় না। কলিযুগে ভগবানের গ্রাহক নেই। গ্রাহক বিনা ভগবানের মন লাগে না। ভক্ত দ্বারাই ভগবানের সংসার তৈরী হয়। অতঃ ভগবানের ভক্ত-এর অনেক আবশ্যকতা হয়। যদি কেউ অল্পও সাধন ভজন করে তাহলেও ভগবান খুব শীঘ্র প্রসন্ন হন। যেমন ভক্ত প্রহ্লাদ সহপাঠিদের বলছেন যে ভগবানকে পাওয়া কঠিন নয়। শিবজী উমাকে বলছেন-

জাসু নাম জপ একহি বারা। উতরহি নর ভবসিন্ধু অপারা।
জাসু নাম জপ সুনহু ভবানী। ভব বন্ধন কাটহি নর জ্ঞানী।

সারমর্ম এই যে যদি কোন সাধক কান দ্বারা শুনে এক মালাও করে নেয় তো ভগবান তাকে আপন করে নেয়। কারণ এক মালাতে ১৭২৮ বার হরিনাম উচ্চারণ হয়। এতবার ভগবানকে ডাকে, কিন্তু জপ করার সময় মন দিয়ে করা আবশ্যক। অতঃ মন এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকলে ভগবান আসে না কারণ তিনি অর্ন্তযামী। ভগবান তো সব জায়গায় সব সময় উপস্থিত থাকেন। ডাক দেওয়া তো দুরের কথা, ডাকলেই শীঘ্র তিনি প্রকট হয়ে যান। যেই প্রকার ১-২ বছরের শিশু মা মা বলে মাকে ডেকে নেয়, একই ভাবে ভক্ত নাম উচ্চারণ করে ভগবানকে ডেকে নেয়। কত সুগম, সরল সাধন, তবুও মুর্খ মানব অচৈতন্য হয়ে শুয়ে থাকে। সময়ের অপচয় করে জীবন নষ্ট করতে থাকে। ওর জানা নেই যে কাল (সময়) মাথার উপর হাঁ করে দাড়িয়ে আছে, হঠাৎ গিলে ফেলবে, তখন কাঁদতে কাঁদতে এখান থেকে যেতে হবে।

অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার) থেকে ডাক দেওয়া, মন-কান একসাথে জুড়ে গিয়েই হয়। মন না হলে কানও শুনবে না।

- **রাম নাম সব কোই কহে, দশরথ কহে না কোয় ॥**
  একবার দশরথ কহে, তো কোটি যজ্ঞ ফল হোয় ॥
- **কর মে তো মালা ফিরে, জীভ ফেরে মুখ মাহি ॥**
  মনয়া তো চহু দিশি ফিরে, এতো সুমিরণ নাহি ॥

প্রচলিত আছে যে মনস্থির হয় না। এ ফালতু কথা। পরীক্ষার্থী ৩ ঘন্টা পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় কিছু যদি মনস্থির না হয় সে ফেল করে যাবে। তো সেখানে মন ৩ ঘন্টা কি করে স্থির করে? এর অর্থ হল যে হরিনামে লোভ নেই অতএব নামে মন লাগে না। হরিনামের সমান সংসারে কোনও লাভ হতেই পারে না।

লাভ কি কিছু হরিনাম সমানা। জেহি গাবহি শ্রুতি বেদপুরানা।
হানি কি কছু জগমে কছু ভাই। জপিয়ে না নাম নর তন পাই।

হরিনামকে মহত্ব দেবে তো সংসারের কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকবেই না কারণ সে এই হরিনাম (ভগবান) এর শরণাগত হয়েছে। গীতার কথন অনুসার শরণাগতিই গীতার প্রাণ, আশ্রিতকে ভগবান একক্ষণও ছাড়েন না।

মমগুন গাবত পুলক শরীরা। গদগদ গিরা নয়ন বয়ে নীরা।
করহু সদা তিন্হ্ কৈ রখয়ারী। জিমি বালক রাখই মহতারী।।

শরণাগতি তখনই প্রকট হবে যখন মনের সহিত কান হরিনাম শুনতে পাবে। বার-বার ইহা ঘটতে থাকলে ভগবানের জন্য ছটফট করতে করতে অশ্রুধারা বইতে থাকবে। অশ্রুধারার সাক্ষাৎরূপ শরণাগতি। অশ্রুধারা না এলে শরণাগতি হবেই না।

রামবচন-

জৌ সভীত আবা সরনাই। রাখিহউ তাহি প্রাণ কী নাই।

হিংস্র প্রাণীও শরণাগত ভক্তকে দুঃখ দেবে না কারণ তার মধ্যেও ভগবান বিরাজমান। হিংস্র প্রাণীও মিত্র হয়ে যায়।

শ্রী গৌরহরি উচ্চৈস্বরের কীর্তন আবিষ্কার করেছেন। এ কীর্তনও কান + মন যুক্ত করেই হয়, এ রকম কীর্তনে মন অন্যদিকে যায় না। কিন্তু ক্লান্তি শীঘ্রই আসে, জপে তো ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লান্তি আসে না। যদি মন দ্বারা জপ করা হয় তাহলে বৃদ্ধাবস্থায় ও অনেকক্ষণ জপ করা যায়, যেমন আমাদের উচ্চকোটির সন্যাসিবর্গ এক যায়গায় বসে ৫-৫ লাখ নাম জপ করতেন। উচ্চস্বরে কীর্তন পঠন থেকে দুরে থাকতেন। শক্তি হীনতার কারণে এক যায়গায় বসে নাম জপ করতেন।

মনস্থির করার জন্য প্রসাদ পাওয়ার সময় নাম জপ করা উচিত তাহলে রক্তে সাত্বিকতা আরোপিত হয়ে যায়। সাত্বিকতায় মনস্থির হয়, তামসিকতায় মন চঞ্চল হয়ে যায়। জলপানের সময় নাম জপ করতে করতে পান করলে সে জল চরণামৃত হয়ে যায়। নামের অভ্যাস সবসময় করতে থাকতে হয়। অভ্যাস হওয়াতে নিজের থেকে নাম অন্তঃকরণে চলতেই থাকবে।

সারার্থ এই যে, যে সাধক হরিনামকে তৎপরতা, শ্রদ্ধা ও প্রেম দ্বারা সংখ্যাপূর্বক জপ করেন, তার সাংসারিক ও পারলৌকিক সম্পত্তি অতিসহজেই উপলব্ধ হয়ে যায়। সকলেই তার মিত্র (বন্ধু) হয়ে যায়।

জাপে কৃপা রাম কি হোই। তাপে কৃপা করে সব কোই।

নিত্য ৩ লাখ জপ খুব প্রভাবশালী দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, যেমন আমি অনুভব করছি। মঠ ও বাইরের সকল ভক্তরা আমাকে কত করে চাইছেন। কোন কিছুর অভাবই নেই। খুব শ্রদ্ধার সহিত সকলেই সেবা করছেন, কিন্তু আমি এটা কখনও চাই না।

ন কলি কর্ম ন ভক্তি বিবেকু! রাম নাম অবলম্বন একু।

কলিযুগে ভগবদনামের অতিরিক্ত অন্য কোনও আশ্রয় নেই।- শ্রীরামচরিত মানস

আয়ুষ ক্ষম একোহপি ন লভ্য স্বর্ণকোটিভিঃ
স চেন্নিবর্থক নীতঃ কা চ হানিস্ততোহধিকা।।

কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েও চলে যাওয়া জীবনের এক সেকেন্ড ফিরে আসে না। এই জন্য বৃথা নষ্ট করা সময়ের থেকে আর কি অধিক ক্ষতি আছে? (চানক্য নীতি)

• উপরোক্ত বিষয়ের সার এই যে যত্নপূর্বক সর্বদা হরিনামেরই আশ্রয় নেওয়া উচিত।

নিতাই চৈতন্য বলি "যেই জীব ডাকে। সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয়ে তাকে।"

যে জীব হা নিতাই! হা চৈতন্য! বলে আর্তভাবে চিৎকার করে ডাকে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম তাকে খুঁজে ফেরে।-

শ্রী নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম

শ্রী হরিনাম করতে করতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যখন জীবের ভাগ্য উদয় হয় তখনই নাম সেবা থেকে তার ভাব সেবা উদিত হয়। ভক্তির অন্য সকল সাধনের অন্তিম ফল শ্রী হরিনামে প্রেম! এই জন্য নাম সাধক শ্রী হরিনাম করতে থাকেন ও উহাতেই মগ্ন থাকেন। শ্রী হরিনামনিষ্ঠ অন্য কোন সাধনে নিষ্ঠা রাখে না।
শ্রী হরিনাম চিন্তামণি

সরলতা পূর্বক গুরু বৈষ্ণবদের সেবায় নিয়োজিত থেকে সর্বদা শ্রীনাম ভজন করাতে সমস্ত অনর্থ দুর হয়ে যায়
- শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজ।

13

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

চন্ডীগড়
তারিখ ১১/০৯/২০০৭

পরমাদরণীয় ভক্তগণ,

অধমাধম দাসানুদাস অনিরুদ্ধ দাসের দন্ডবত প্রণাম তথা ভজনস্তর বৃদ্ধির করবদ্ধ প্রার্থনা।

হরিনামে রুচি কেন হয় না?

প্রথমত তো এর প্রধান কারণ সংসারে আসক্তি। মনে কেবল দুই প্রকারই আসক্তি হয়। এক আসক্তি সংসারের আর দ্বিতীয় আসক্তি পারমার্থিক অথার্ৎ সাধু ও ভগবান এ। যখন এক আসক্তি বিলীন হয়ে যায় তখন দ্বিতীয় আসক্তি নিজের থেকে সহজেই এসে অন্তঃকরণে ভরে যায়।

দ্বিতীয়ত হরিনামে রুচি না হওয়ার কারণ শারীরিক ব্যধি। যখন শরীরে কোন ব্যধি হয় তখন মনের গতি কষ্টের দিকে থাকে।

তৃতীয়ত হরিনামে রুচি না হওয়ার কারণ পূর্ব জন্মের সংস্কার। সাধুসঙ্গের অভাবে উৎকৃষ্ট সংস্কার জাগ্রত হয় না।

চতুর্থত হরিনামে রুচি না হওয়ার কারণ কুসঙ্গ যেমন টিভি, খবরের কাগজ তথা মোবাইল এর সঙ্গ, এদের সঙ্গ করলে সংসারী বাসনা জাগ্রত হতে থাকে, যা হরিনাম সেবন করার সময়ে অন্তঃকরণকে দুষিত করে থাকে।

পঞ্চম কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা ও দ্বেষ এর আক্রমণ। এদের দ্বারা হরিনাম স্মরণে বাধার সৃষ্টি হয় আর এই বেগ সৃষ্টি দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবকে নষ্ট করতে থাকে।

ষষ্ঠত হরিনামে রুচি না হওয়ার কারণ পরস্পর নিন্দা করা এর মধ্যে সাধু ও ভগবানের নিন্দা শোনা ও বলা তো জঘন্য অপরাধ। এরকম লোকের সঙ্গে তো কথা বলাই উচিত নয়। ভগবানের নিন্দার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্মগ্রন্থকে মায়িক, প্রাকৃত জেনে নিন্দা করা।

সপ্তমত হরিনামে রুচি না হওয়ার কারণ, জ্ঞান মার্গে ঘুরপাক খাওয়া। জ্ঞানী স্বয়ংকে ভগবান বলে। ইহা ভক্তি মার্গের জঘন্য বিরোধী, এতে সেবা ভাব নগণ্য থাকে।

এরকম অনেক কারণ আছে হরিনামে রুচি না হওয়ার কিন্তু মুখ্য কারণ এই সাতটাই। যদি ঐ উক্ত সাত কারণ থেকে বাঁচা যায় তাহলে হরিনামে রুচি অবশ্যই হবে। প্রত্যক্ষে প্রমাণ চাই না যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পার।

এখন এর থেকে কি করে বাঁচা যায়? এর থেকে বাঁচার একটাই উপায়-

Chant Harinam sweetly and listen by ear

সাদর সুমির যে নর করহি। ভব বারিধি গোপদ ইব তরহি।।

যার চার মালা এই প্রকার কানে শুনে হয়ে যাবে, তার উক্ত লেখা সাত সংকট সহজেই দুর হয়ে যাবে। নিত্য একলাখ অথার্ৎ ৬৪ মালার নিয়ম যে নিয়েছে, তার ঘরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাস অবশ্যই হবে। যেমন স্বয়ং মহাপ্রভু আপনজনেদের বলেছেন "এক লাখ নাম নিত্য কর। সেখান থেকে কলিযুগের শীঘ্রই নিষ্কাসন হয়ে যাবে নতুবা ঘরে কলহ হতে থাকবে।"

প্রত্যক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটি ঘরে যেখানে হরিনামের আবির্ভাব নেই, সেখানে বাপ বেটায়, স্ত্রী পুরুষে, ভাই-ভাইতে, জায়গায়-জায়গায়, সমাজে, গ্রামে, শহরে, দেশে-বিদেশে অথার্ৎ সম্পূর্ণ মৃত্যুলোকে কলি মহারাজের প্রকোপ চলছে, সবাই দুঃখী'। খাওয়া-দাওয়া, জীবন-যাপন সব দূষিত হয়ে গেছে, প্রেমের নাম নিশানা নষ্ট হয়ে গেছে। সব জায়গায় স্বার্থ ঢুকে পরেছে। পয়সার জন্য গলা কাটছে। কেউ কথা শুনছে না। পয়সা দ্বারা শয়তানের জিত হচ্ছে। গরীবদের ভগবান ছাড়া আর কোন সাথী নেই। সকলেই দুঃখের সাগরে ডুবে যাচ্ছে। অতঃ সতর্ক হয়ে উচিত মার্গ ধর। উহাই এক মার্গ যা আপনাকে বাঁচাতে পারে। হরিনামের ৬৪ মালা করতে আরম্ভ কর তাহলে এখানেই সত্যযুগের আগমন হবে। কলি কিছুই নষ্ট করতে পারবে না। হরিনামই জপকারীকে রক্ষা ও পালন করতে থাকবে। বাকী সকলই মেশিনে পিষাই হয়ে যাবে, কেবল জপকারী বেঁচে যাবে।

বিচার কর, দেখ এই যুগে কত সহজ, সরল মার্গ আপনাদের জীবন যাপন করার জন্য পেয়েছ। এই মার্গে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, ঘরে বসে বসেই সাধনের ফল পাওয়া যাচ্ছে। গরমে কষ্ট হলে পাখা চালিয়ে নাও, ঠান্ডা লাগছে তো হিটার চালাও, ঝড় আসছে তো দরজা জানলা বন্ধ কর, কোন রকম অসুবিধা নেই। যেমনই চাও মাটিতে বসে, চেয়ারে বসে, পালঙ্কে (খাটে), ছাদে, চলা ফেরা করতে করতে, শুয়ে শুয়ে হরিনাম কানে শুনে জপতে থাক। কোন প্রকার অসুবিধাই নেই এবং এই জন্মেই ভগবানের সাক্ষাৎ কর তথা আসা যাওয়ার দারুণ দুঃখ থেকে নিস্তার পাও। যদি এই সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ার পরও হরিনামকে আশ্রয় না কর তাহলে আপনার মত দুর্ভাগা সংসারে আর কেউ নেই।

কোটিতে একজনেরই এরকম সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যদি এ সুযোগ হেলায় নষ্ট করে দাও তবে শেষ সময়ে পস্তাবে। একটু বিচার করে তো দেখ যে, ধনীর সুখ আছে গরীবেরও সুখ আছে, পশুর সুখ আছে, পক্ষীর সুখ আছে, এদের কার সুখ আছে? সকলেই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন তেই জীবন অতিবাহিত করছে। অন্ধ হয়ে জীবন ব্যতিত করছে। অজ্ঞানেরও কোনও সীমা আছে।

মনুষ্য জন্মরূপী হীরা পেয়েছিল, তাকে অনাদরে রেখে কাঁদছে। অজ্ঞানতার কারণে এই হীরের মূল্য বুঝতে পারছে না, যেই হীরা দিয়ে ভগবানকেও কেনা যায়। ভগবানের সম্পত্তির মালিক হতে পারতে, এইরকম সুর্বণসুযোগ হাত থেকে ফস্কে দিয়েছে। এখন না জানি কত কোটি বৎসর পর্যন্ত দুঃখ ভুগতে হবে। বাইরের অজ্ঞানই ডুবিয়ে রেখেছে। ভবিষ্যতে এখন কেবল ক্রন্দনই সম্বল। তখন প্রশ্ন উঠবে যে ভগবান হৃদয়ে কি করে প্রকট হন?

সুমরিয়ে নাম রূপ বিনু দেখে। আবত হৃদয় স্নেহ বিশেষে ॥ - শিববচন

কান ও মন সংলগ্ন করে হরিনাম করা উচিত। নাম করতে করতে কিছু দিন পর ভগবদ্ স্বরূপ অন্তঃকরণে নিজে থেকেই প্রকট হয়ে যাবে। শ্রী গুরুদেবজী হরিনাম রূপী বীজ কানরূপী পাইপে ভরে দিয়েছেন, সেই বীজ অন্তঃকরণ রূপী জমিতে গিয়ে পড়েছে। এখন জপকারী একে বার বার জপরূপী জল সিঞ্চন করবে তো যার যেরকম গত জন্মের সংস্কার ছিল সেই সংস্কার এর প্রভাবে (অধিক বা কম দিনে) হরিনামরূপী বীজ অংকুরিত হয়ে যাবে। ঐ অংকুরিত বীজ থেকেই শ্রীকৃষ্ণরূপী চারা বাইরে বেরিয়ে আসবে, যাকে সাধক (জপকারী) দেখে আনন্দ সাগরে সাঁতার দিতে থাকবে। সাঁতার দেওয়াতে তার প্রেমরূপী রসের স্বাদ অনুভব হতে থাকবে এবং খুশিতে রমন করতে থাকবে। হরিনামরূপী বীজে অনন্ত বেদশাস্ত্র, পুরাণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে কিন্তু সাধক যখন জপ স্মরণরূপী জল দিতে থাকে, তো একদিন ঐ শাস্ত্র তার অন্তঃকরণে প্রকট হবে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে- বুদ্ধি যোগের আর্বিভাব হবে। **দদামি বুদ্ধিযোগং তম্ .....**

যে প্রকার বট বা অশ্বত্থের বীজ, যা সরিষা এর চেয়েও ছোট হয়, সেটা মাটিতে বোনার ফলে ও জল দেওয়াতে অংকুরিত হয়ে পুনরায় কিছু সময় পর এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে সকলকে ছায়া ও ফল দিয়ে উপকার করে। এই বীজের মধ্যে বৃক্ষ লুকিয়ে থাকে। এই প্রকার হরিনাম বীজে শ্রী কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা তথা ধাম সমাহিত থাকে। স্মরণপূর্বক অভ্যাস করলে প্রকট হয়। অতঃ সারমর্ম এই যে জপকারী নাম জপরত অবস্থায় ভগবানের স্বরূপ দেখার প্রয়াস করবে না। স্বাভাবিকভাবে জপ করতে করতে স্বরূপ সহিত সকল লীলা গুণ স্ফুরিত হতে থাকবে। বট গাছের বীজে যেমন গাছ দেখা যায় না এই রকমই হরিনামে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। হরিনাম জপ করতে থাকলে সময় বুঝে একদিন নিশ্চয়ই দেখা দেবেন।

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

14

চন্ডীগড়
তারিখ ১২/০৯/২০০৭

পরমশ্রদ্ধেয় পরম আদরণীয় ভক্তগণ, অধমাধম, দাসানুদাস এর সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত প্রণাম ও উত্তরোত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান গৌরনিতাই, তথা গুরুদেবের প্রতি বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার জন্য করবদ্ধ প্রার্থনা।

হরিনামের দ্বারা কি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হন?

সংসারের উদাহরণ দিলে এতে ভক্তগণ খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারবে। বটের বীজ বা অশ্বত্থের বীজ সরিষার থেকেও ছোট হয়। এতে কি বৃক্ষ দেখা যায়? আপনারা বলবেন "না" কিন্তু আমি বলব যে "আমি দেখতে পাচ্ছি!" আপনারা বলবেন "একদম মিথ্যা বলছেন!" আমি গর্ত খুড়ে বীজকে পুতে দেব ও জল দেব। কিছু দিন পরে ওতে অঙ্কুরোদগম্ হবে তথা এক মাসেই পাতা, শাখা প্রশাখা বেরোবে। এক বছরে বিশাল বৃক্ষের আকারে পরিণত হয়ে পাতা, ফুল, ফলে ভরে উঠবে। তখন আপনাদের নিয়ে এসে দেখাবো যে আমি মিথ্যা বলিনি, দেখ এই ছোট্ট বীজ থেকে এ বিশাল বৃক্ষ যা লুকিয়ে ছিল, তা প্রকট হল, তখন আপনাদের পূর্ণ বিশ্বাস হবে যে বাস্তবে সত্য কথাই বলেছিলাম।

দ্বিতীয় উদাহরণ হল রাম শব্দের মধ্যে রামের রূপ দেখা যায়! আপনি বলবেন "না! আমি বলব আমি দেখতে পাই।" আপনি বলবেন "এক্কেবারে মিথ্যা বলছেন।" আমি বলছি, "আপনাকে দেখাবো, দেখবে এই শব্দেই রাম প্রকট হবেন।" আমি রাম কে কাতর ভাবে ডাকবো, "রাম-রাম", তো রাম শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবেন। রাম কোথা থেকে প্রকট হল" শব্দ দ্বারা! এখন আমি তো ওনাকে ডেকে নিলাম কিন্তু আমি মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলাম, তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবেন। তিনি ভাববেন যে এ আমাকে ডাকলো কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকালো না।

এই প্রকারে কান ও মন কে সংলগ্ন করে হরিনাম উচ্চারণ করতে হবে, তাহলে নামের থেকে কৃষ্ণ প্রকট হবেন। কৃষ্ণ তো প্রকট হয়ে গেছেন কিন্তু আপনার মন বাজারে চলে গেছে তো কৃষ্ণ মনে মনে বিচার করবেন কি এ বড়ই অবোধ, আমাকে তো ডেকে নিল কিন্তু নিজে বাজারে চলে গেল, তাহলে আমি কেন থাকবো? আমিও এখান থেকে চলে যাই। এই প্রকার নাম জপের ফলে কেবল সুকৃতি একত্র হবে, যাতে সাংসারিক লাভ হবে। কিন্তু ভগবদ্ প্রেম প্রাপ্ত হবে না, কারণ এই নামে আদর নেই। অবহেলায় নাম নেওয়া হয়েছে।

শ্রী গুরুদেব জী হরিনামের বীজ কানরূপী পাইপে ভরেছেন, সেই হরিনাম বীজ অন্তঃকরণ রূপী জমিতে গিয়ে পড়েছে, এখন সাধক (মালি) তাতে উচ্চারণ রূপী জল সেচন করেনি ফলে বীজ নষ্ট হয়ে যাবে। যখন এই বীজকে বার বার জপরূপী জল দ্বারা সিঞ্চন করা হয় তখন এর থেকে অঙ্কুর রূপী কৃষ্ণ প্রকট হবেন। ঐ অঙ্কুর কান্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফল, ফুল রূপী রূপ, গুণ, লীলা, ধাম এ স্ফুরিত হবে। অতঃ কথা আছে-

সুমরিয়ে নামরূপ বিন দেখে। আবত হৃদয় স্নেহ বিশেষে। - শিব বচন

কান ও মনকে সংলগ্ন করে নাম নিতে থাক, একদিন ভগবদ রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি অবশ্যই প্রকট হয়ে যাবে। এক লাখ নাম তো প্রত্যেক গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী এর জপ করা পরমাবশ্যক। তখনই কিছু উপলব্ধি হতে পারে নতুবা ব্যর্থ পরিশ্রম হবে। ভগবদ সেবাও নীরসময় হবে।

সমুঝত সরিস নাম অরুনামী। প্রীতি পরস্পর প্রভু অনুগামী। - শিববচন

প্রভু শ্রীরাম জী নিজের নামকেই অনুসরন করেন, অর্থাৎ নাম নিলে পরেই নামের পিছনে দৌড়ে চলে আসেন। যখন মায়িক ব্যক্তি নাম নিলেই প্রকট হন, তাহলে তো ভগবান সব জায়গায় সবসময় উপস্থিত থাকেন। নাম নেওয়াতে শীঘ্রই প্রকট হয়ে যান।

৭০ বৎসর বয়সের পরে ভক্তের হরিনামে আশ্রিত থেকেই নিজের জীবন ব্যতিত করা অতি আবশ্যক (most essential) মঠে থাকুক বা ঘরে থাকুক, একান্ত বাস করে ১ লাখ থেকে ৩ লাখ পর্যন্ত হরিনাম স্মরণই ভগবদ্ চরণে পৌছে দিয়ে, পঞ্চম পুরুর্ষাথ প্রেমাবস্থা উদয় করিয়ে দেয় তথা অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার শরীরে দৃষ্টিগোচর হয়। এরকম স্থিতিতে ভক্ত ক্ষণে-ক্ষণে বিরহ সাগরে পরমানন্দে সাঁতার দিতে থাকে। কেবল ভগবদ্ চিন্তন ছাড়া তার কিছুই অনুভবের মধ্যে আসে না।

উক্ত স্থিতির ভক্তরা অন্য ভক্তের উপর নিজের দর্শন ও বার্তালাপ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন। এর দ্বারা সংসারের প্রাণীর নিশ্চিত উদ্ধার হয়ে যায়। উহার আকর্ষণ শক্তি বহুদুর পর্যন্ত প্রভাব ফেলে। সকল গুরুবর্গ যারা বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে গেছেন, তাদের একান্তে কুটীর তৈরী করে স্থির মনে অষ্টপ্রহর হরিনামের মালা করতে আমি দেখেছি। শ্রী প্রমোদপুরী মহারাজ, শ্রী ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রী ভক্তি বল্লভতীর্থ মহারাজ, শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রী গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ইত্যাদি নিজের মালার থলিতে হাত দিয়ে সবসময় হরিনাম করতেন।

হে ব্রহ্মচারীগণ! এ রকম অবস্থা তখনই উপলব্ধ হবে যদি কিশোরও যুবক অবস্থা থেকে ৬৪ মালা স্মরণ করো! যদি এই স্থিতি এখন থেকে না হয় তাহলে বৃদ্ধাবস্থায় হরিনাম স্মরণ হওয়া নিশ্চিত ভাবেই অসম্ভব হয়ে যাবে।

ব্রহ্মমুহূর্তে অথার্ৎ আড়াইটে তিনটের সময় উঠে শৌচক্রিয়া অথার্ৎ হাত মুখ ধুয়ে জপমালায় জপ শুরু করতে হবে। ৮টার মধ্যে আরতি, ভাবময় দর্শন, পাঠ, কীর্তন, করতে হবে। যদি রাতে ৯টার মধ্যে ঠাকুরজীর শয়ন যায় তাহলে সকল ব্রহ্মচারীরা ১০ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, তাহলে ৫ ঘন্টা ঘুমিয়ে ব্রহ্মমুহূর্তে ৩ টার সময় জেগে এক লাখ হরিনাম অথার্ৎ ৬৪ মালা সহজেই করতে পারেন। মঠ শান্তিময় হতে পারে। মঠের সেবাও সরসময়ী হতে পারে। হরিনামের অভাবে সেবা ভাব নীরস থাকে, যাকেই বলো যে ঐ সেবা আপনাকে করতে হবে তখন তার উপর বাজ পড়ে। অন্যমনস্ক সেবা কি সরসময়ী হতে পারে?

অনেক মঠে ৯ টায় ঠাকুর জীর শয়ন হয়ে যায় তাহলে ব্রহ্মচারীদের ঘুমের পুরো লাভ হয়। যুবকদের ৬ ঘন্টা ঘুমানো পরমাবশ্যক, নতুবা ভজনের সময় অলসতা আসবে। ৫ ঘন্টা রাতে ঘুমানো এবং দ্বিপ্রহরে ১১ টার সময় ঠাকুরজীকে শয়ন করিয়ে দিয়ে সকল সাধক সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত মালা করবে তার মধ্যে যদি দরকার পড়ে তো ২ ঘন্টা ঘুমাতে পারে। জয়পুরে শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে এরকমই হয়।

মঠ কেবলমাত্র ভজনের জন্য তৈরী হয়েছে। কিন্তু ভজন না হয়ে ভোজন হতে থাকলে কলি মহারাজের আসা যাওয়া হতে থাকবে। ঝগড়া-অশান্তি হতেই থাকবে। সেবা ভাবের অভাব হবে। যা সেবা হবে, তা অবহেলাপুর্বক হবে।

যদি ঠাকুরজীর বর্তমানের নিয়ম পরিবর্তন করা যায় তাহলে মঠে সুখের বিস্তার হবে। এতে রান্না কারীর দ্বারা সহায়তা হওয়াও অত্যন্ত আবশ্যক। যদি সময় মত রান্না হয়ে যায় তাহলে ঠাকুরজীর ভোগ তাড়াতাড়ি লাগানো যায়, তাহলে সকলেরই সুবিধা হয়। বাস্তবে সকলের এক লাখ হরিনাম সহজেই হতে পারে। অভ্যাসের ফলে ৬৪ মালা (এক লাখ নাম) সাড়ে তিন ঘন্টায় হয়ে যায়।

৮ ঘন্টা অফিসের কাজ, ২ ঘন্টা আসা যাওয়াতে।

৫ ঘন্টা- ঘুমানো (রাত্রি ১০ টা থেকে ৩ টে)।

২ ঘন্টা- শৌচ-স্নান-প্রসাদ।

৫ ঘন্টা হরিনাম জপ।

২ ঘন্টা বাড়তি (extra) হয়ে যায় ঐ সময়ে বাচ্চাদের পড়াতে পারে।

উক্ত প্রেরণা ঠাকুরজীর থেকে পাওয়া গেছে। যদি একে সকলে সত্যমানে তাহলে শীঘ্রই আদেশ পালন করা শ্রেয়স্কর হবে।

15

॥ শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত : ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ২৬/০৯/২০০৭

সমস্ত ভক্তগণের যুগল চরণ কমলে অধমাধম, দাসানুদাস, অনিরুদ্ধ দাসের সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত প্রণাম তথা এক লাখ হরিনাম করার জন্য করবদ্ধ প্রার্থনা এবং ভক্তিস্তর অগ্রগতির আগ্রহ।

মহাপ্রভু গৌরহরির এক লাখ হরিনাম জপ করার আদেশ

মহাপ্রভুকে প্রত্যেক পার্ষদ নিজেদের ঘরে প্রসাদ পাওয়ার জন্য আগ্রহ করতেন, তখন মহাপ্রভুজী তাদের বলতেন যে সজ্জন নিত্য একলাখ হরিনাম জপ করে থাকে তার ঘরে আমি প্রসাদ পেতে পারি। এক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে "যে লাখপতি হবে তার ঘরে আমি প্রসাদ পাব।" তখন সকল ভক্তরা বলে, "প্রভুজী! আমরা তো হাজার পতিও নয়, আমরা কি করে আপনাকে প্রসাদ পাওয়াব?" ভগবান গৌরহরি বলেন, "আপনারা বুঝতে পারেননি আমার বলার উদ্দেশ্য, যে নিত্য এক লাখ (৬৪ মালা) হরিনাম জপ করবে তার ঘরেই আমি প্রসাদ পাব।" ভক্তগণ বলে, "৬৪ মালাতে পূর্ণরূপে আমাদের মন কি করে লাগতে পারে?" মহাপ্রভু বললেন, "এর জন্য তোমরা চিন্তা কর না এর চিন্তা হরিনাম করবে। ধীরে ধীরে হরিনামে আনন্দ হতে থাকবে, তখন নিম্নস্তরের মিথ্যা ও মায়িক আনন্দ, যা কিনা আনন্দের পর্যায়েই পড়ে না কেবল মনে হয়, হরিনাম জপলে নিজেই চলে যাবে।"

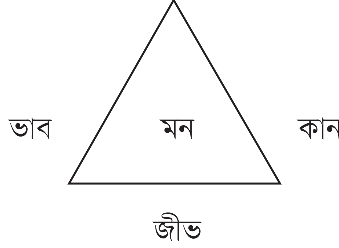
- **ধীরে ধীরে রে মনা ধীরে সব কুছ হোয়।**
  মালী সিঁচে সৌ ঘড়া ঋতু আবে ফল হোয়।
- **বিবসহুঁ জাসুনাম নর কহহীঁ। জন্ম অনেক রচিত অঘ দহহীঁ।**
- **সম্মুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহি তবহিঁ।**

সম্মুখের সারার্থ হল, যখন শ্রী গুরুদেব হরিনামের দীক্ষা দিয়ে চলে যান, তখন গুরু আশ্রিত শিষ্যের ৬৪ মালা হরিনাম জপ করাই হল সম্মুখ হওয়া। যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মন না থাকা সত্ত্বেও কারো মুখ থেকে হরিনাম বেরিয়ে আসে তাহলে তার অনেক জন্মের সঞ্চিত পাপ জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় তখন যদি সাধক প্রেমপূর্বক হরিনাম করতে লাগে তাহলে তার যা প্রাপ্তি হতে পারে সে তো অকথনীয় হবেই। গুরুদেবের ১৯৬৬তে আদেশ-

Chant harinam sweetly and listen by ear.

সাদর সুমিরণ যে নর করহি। ভব বারিধি গোপদ ইব তরহি।। শিববচন।

যে প্রেমসহিত হরিনাম করে, তার অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার, পুলক অশ্রুপাত ইত্যাদি উদয় হওয়া শুরু হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন ওঠে, কি করে প্রেমের সহিত জপ করা যায়? ইহা কান দ্বারা শুনে ভক্তশিরোমণির চরণে (প্রত্যক্ষ বা মানসিক রূপে) বসে, ভগবানের পার্ষদদের দ্বারা সুপারিশ করে সহজেই হতে পারে। Detail তো সামনা সামনি চর্চা করেই clear হতে পারে। যখন অবসর হবে তখন সেবা করতে পারব।



জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ, কান দ্বারা শ্রবণ এবং ভগবানের কৃপা এর ভাব হোক। তাহলে শীঘ্রই অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকট হয়ে যায়। যখন উক্ত দশা হতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যা গীতার প্রাণ অথার্ৎ শরণাগতি, তার উদয় হয়েছে। শরণাগতকে ভগবান এক ক্ষণের জন্যও ছেড়ে যায় না।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহম। শ্রী.ম.গীতা ৯-২২

"যে ব্যক্তি অনন্যভাব দ্বারা আমার দিব্য স্বরূপ এর ধ্যান করতে করতে নিরন্তর আমার ভজন করে, তার যা কিছু প্রয়োজন হয়, তা আমি পুরন করি, আর যা কিছু তার কাছে রয়েছে তারও রক্ষা আমি করি। এই ভাবে, আমার ভক্তের লৌকিক তথা পারলৌকিক ভার বহণ করে থাকি।" শরণাগতের সম্পূর্ণ দ্বায়িত্ব ভগবান নিয়ে থাকেন। যা অভাব হয় তা পুরন করেন, এবং ওর কাছে যা আছে, তা দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। শরণাগতির ভাব তখনই উদয় হবে যখন সংসার থেকে আসক্তি দুর হবে। যে পর্যন্ত সংসার অন্তঃকরণে রমন করবে সে পর্যন্ত শরণাগতির ভাব লুপ্ত থাকবে। হরিনাম স্মরণেই সব কিছুর উদয় হয়। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, এতে ১% ও সন্দেহ নাই।

মথুরার ভক্ত দম্পতি এক দিনে ৬৪ মালা জপ করার ফলে তাদের দশ আঙ্গুলের অসহ্য ব্যথা সমাপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র দশদিন আগের কথা, যে কোন ব্যক্তি জানতে পারেন। আমি ল্যাবোরেটরি তে বসে থাকি ও আমার গুরুদেব গবেষণা করে দেখাতে থাকে। আমার এতে কোন জ্ঞান নেই এ কেবল ৩ লাখ হরিনামের প্রভাব, যা নিত্য শ্রী গুরুদেবের আদেশ এর পালন। যেখানে কলিযুগের ধর্ম হরিনাম হয় না, সেখানে

কলি মহারাজ কলহ করায়। ঘরে ঘরে, সমাজে, গ্রামে, শহরে, দেশে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে কোথায় কলহ নেই? যেখানে হরিনাম হয় সেখানে কলিমহারাজ যেতে পারে না, কারণ সেখানে গেলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

চন্ডীগড় শহরে অনেক ভক্ত ৬৪ মালা করতে আরম্ভ করেছে। তাদের অনেক লাভ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। এই পরিণাম হরিনাম তো সকলেরই করা উচিত। ঘরে বসে সব প্রকারের সুবিধা, পাখা, হিটার, ইত্যাদি উপলব্ধ রয়েছে। যেকোন জায়গায় বসে হরিনাম করতে পার। ভারতে জন্ম, ভালো বংশে জন্ম ও ভালো পরিবেশ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি পেয়েও যে সময়ের লাভ বোঝে না, তাকে ঘোর কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। হরিনামে না জানি কত অকল্পনীয় অসম্ভব লাভ হতে দেখা গিয়েছে। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। ১০ নামাপরাধ তথা মান প্রতিষ্ঠা থেকে বাঁচা পরমাবশ্যক, নতুবা কিছুই পাওয়া যাবে না। ৬৪ মালা যে করে তার ঘরে মহাপ্রভু ২৪ ঘন্টা থাকেন। সেখানেই মহাপ্রভু খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম ইত্যাদি করেন। যেখানে সব সময় ভগবান থাকেন, সেখানে কি অমঙ্গল হতে পারে? সেখানে তো অমঙ্গল সমুলে বিনাশ হয়ে যায়।

মন লাগার উপায়-

১. ব্রহ্মমুর্হুতে উঠে কান ও মনকে সংলগ্ন করে হরিনাম করা।

২. সন্ধ্যাতে স্বল্প প্রসাদ সেবন করবে নাহলে আলস্যর প্রকোপ হবে।

৩. প্রসাদ সেবনের সময় হরিনাম জপ করতে থাকবে যাতে সাত্ত্বিক ধারা চলতে থাকে। “যেমন অন্ন, তেমন মন।” জল ও যদি হরিনাম জপ করতে করতে পান করা যায় তাহলে জল চরণামৃত হয়ে যায়। “যেমন পাণী, তেমন বাণী।”

৪. রাতে হরিনাম জপ করতে করতে শোবে যাতে সারারাত হরিনাম শরীরে সঞ্চারিত (circulation) হতে থাকে।

৫. টিভি (TV), খবরের কাগজ ও মোবাইল থেকে দুরে থাকবে। প্রয়োজন হলে মোবাইল ১০% কাজে লাগানো যেতে পারে।

৬. ৬৪ মালা নিত্য হরিনাম স্মরণ করতে হবে যাতে সময় অপচয়ের সুযোগই পাবে না।

৭. গ্রাম্য চর্চা (প্রজল্প) থেকে দুরে থাকবে। ৬৪ মালা জপ করলে এমনি থেকেই ফালতু সময় পাওয়া যাবে না।

৮. সংযমের সহিত জীবন যাপন করবে। কাম ক্রোধের দুঃপ্রভাব সাত্ত্বিক ভাব রসকে পুড়িয়ে দেয়।

৯. দম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবেন না, এতে অপরাধ হয়। লক্ষ্মী, রিদ্ধি-সিদ্ধি থাকে না, ভজন রসময় হওয়া তো দুরের কথা।

১০. সাধু, মহাত্মার সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধ রাখবে, যাতে ঠাকুরজীর আপনার উপর দৃষ্টি থাকে।

১১. মন্দিরে ভাবনেত্র দিয়ে ঠাকুর দর্শন করবে, জড়চক্ষু দ্বারা তো দর্শন হয়ই না।

১২. মান প্রতিষ্ঠা তথা ১০ নামাপরাধ থেকে সাবধান। এ সাধকের জন্য অতি মহত্বপূর্ণ (most essential)

১৩. হরিনাম কানে শুনে করবে।

১৪. অশ্রু পুলক নাহলে পরে পশ্চাতাপ করবে।

১৫. সকল কাজ ভগবানের জেনে করবে। চাকরি (Service) ও ভগবানেরই।

১৬. উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভগবদপ্রাপ্তিই হবে। ঘরে বাইরে সব জায়গায় ভগবান আছে জানবে।

উক্ত প্রকারে সাবধান হয়ে ৬৪ মালা করতে থাকলে সেই ঘরে শ্রী গৌরহরি সর্বদা বাস করবেন। সেখানে অমঙ্গল সমুলে বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যায় যে এত বছর ধরে হরিনাম জপ হচ্ছে, তবুও কিছু লাভ হচ্ছেনা, এর কারণ কি? কেবল উপরোক্ত কারণ। পরীক্ষা করে দেখতে পার। প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। শক্তি থাকতে উপার্জন কর, না হলে পরে পস্তাতে হবে। মনুষ্য জন্ম বার-বার হবে না। যখনই হবে তো আরব দেশে হবে যেখানে ভগবানের ভক্তির নামগন্ধ নেই। ভুল প্রচারের ফলে মানব ঘুরপাক খাচ্ছে।

কলিযুগ সব যুগের মধ্যে সর্বোত্তম, যেখানে কিছুই করতে হয় না। ঘরে বসে হরিনাম করো এবং সুখে জীবন অতিবাহিত কর। ভগবানের কোলে প্রাণী যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছায়, ততক্ষণ পর্যন্ত দারুণ দুঃখের অগ্নিতে জ্বলতে থাকে। সংসারে সুখ আছে মনে হয় কিন্তু সুখ নেই। ধনী দুঃখী, গরীব দুঃখী, পুত্র থেকেও দুঃখী, না থাকলেও দুঃখী। কেহই সুখী নেই। সুখী সেই, যে সন্তোষী। যেমন ভগবান কর্ম অনুসারে দিয়েছেন তাই পেয়ে যে সন্তুষ্ট থাকে সেই পরম সুখী, আশাই পরম দুঃখের কারণ। সুখের স্থিতি কেবল মাত্র হরিনাম স্মরণের ফলেই হয়, অন্য দ্বিতীয় কোন সাধন কলিযুগে নেই।

জানা চহহি গুঢ় গতি যেউ। নাম জীহুঁ জপি জানহি তেঁউ ॥ (জিহ্বা)
রাম নাম কা অমিত প্রভাবা। সন্ত পুরাণ উপনিষদ গাবা ॥

এ লেখা আমি লিখিনি, কোনও অদৃশ্য শক্তি দ্বারা লেখা হয়েছে। অল্পজ্ঞ মানব কি উক্ত প্রভাবশালী লেখা লিখতে সক্ষম হতে পারে? কখনো না।

নোট- ৬৪ মালা জপে অসম্ভব সম্ভব হতে দেখা গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কিন্তু মালা কানে শুনে মান প্রতিষ্ঠা ও নামাপরাধ থেকে বেঁচে করতে হবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যক নেই।

হরিনাম জপ করলে পরে নিজে থেকেই অতি সহজেই ভক্তির অন্য অঙ্গ এর পালন হয়ে যায়। নাম ও নামী (ভগবান) এক তত্ত্ব, এই বিশ্বাস করে দশ নামাপরাধ ত্যাগ করে যে সাধক একান্তে বসে ভজন করে, তার উপর হরিনাম প্রভু দয়া বশীভূত হয়ে নিজের শ্যামসুন্দর রূপে তার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে যায়। যখন সাধনাতে নাম ও রূপ একই, এরকম অনুভব হয়, তখন নাম নিলে পরেই সবসময় ভগবানের রূপ হৃদয়ে এসে যায়। এই প্রকারে রূপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ গুন লীলা ও ধামের স্ফূর্তি ভক্তের হৃদয়ে হতে থাকে।

শ্রী হরিনাম চিন্তামণি

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঅস্তিন চৈকান্তমনশ্নতঃ
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রত নৈব চার্জুন ॥
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখ হা॥

(শ্রীমদভাগবতগীতা ৬.১৬-১৭)

হে অর্জুন! যে অধিক খায় অথবা খুবই কম খায়, যে অধিক ঘুমায় বা যে পরিমাণমত ঘুমায় না সে যোগী হতে পারবে না। যে খেতে, ঘুমাতে, আমোদ প্রমোদ তথা কাজ করার অভ্যেসে যথাযোগ্য থাকে সেইই যোগাভ্যাস দ্বারা সমস্ত সাংসারিক ক্লেশকে নষ্ট করতে পারে।

16

॥ শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ছীড় কী ঢাণী
তারিখ ০৫/০৭/২০০৬

পরমারাধ্যতম, পরমশ্রদ্ধেয়, প্রাতঃ স্মরণীয়, শ্রীগুরুদেব শ্রী ভক্তি সর্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের যুগল চরণারবিন্দে আমি অধমাধম, দাসানুদাস, অনিরুদ্ধ দাসের অসংখ্য বার সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত প্রণাম তথা প্রেমভক্তি প্রাপ্তির আকুল প্রার্থনা।

ভগবানের সঙ্গে আপনভাব

ঠাকুরজীর প্রতি আপনভাবই বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার মূল সাধন। যে পর্যন্ত আপনভাব সংসারে থাকবে, বিরহময়ী ছটফট আসবেই না। এই আপনভাবই অহংকার (অহং) কে ভক্ষণ করে। যে পর্যন্ত সংসারে অহং থাকবে, ঠাকুরজীর সাথে আপন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, সে যতই সাধুসঙ্গ কর, আর সে যতই মালা হরিনাম কর। স্বরূপ তত্ত্বের ভাব তখনই জন্মাবে যখন কান দ্বারা হরিনাম শ্রবণ হবে। ব্যস এই হল ভক্তির মুল সাধন। ওটাই শরণাগতির মুল লক্ষণ, নতুবা কেবল কপটতাই নাচবে।

আপনাপন এক এমনই অটুট দড়ি, যা বিরহকে টেনে নেয়। গোপীরা, দ্রৌপদী, ভীলনী, নরসী মেহতা, তুলসীদাস জী, মীরা ইত্যাদি অনেকেই এই আপনভাবের উদাহরণ। আপনভাব হলে বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। সাক্ষাতের জন্য একক্ষণ এক যুগের সমান মনে হয়। ফের ঠাকুরেরও ভক্তের বিয়োগ সহ্য হয় না।

চাতুর্মাস আরম্ভ হতে চলেছে। কোমর বেঁধে নেমে পড়াই অসীম লাভ। দেখতে দেখতে সময় চলে যাবে। কাল এসে জাঁকিয়ে ধরবে, চর্তুদিকেই তো ও বিশাল হাঁ করে প্রস্তুত রয়েছে, সুযোগ পেলেই গিলে ফেলবে। **কমপক্ষে তিন লাখ হরিনাম জপ তো পরমই আবশ্যক**। আট প্রহর ভজন-সাধনে লাগানো উচিত। দিনের বেলায় নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলা একের পর এক থেকেই যায়। রাত্রি ভজনের জন্য অনুকূল থাকে। যেখানে নিস্তব্ধ পরিবেশ, শান্ত রাত্রি, মনোরম আবহাওয়া উপস্থিত থাকে তো এর থেকে অনুকূলতা আর কি হবে?

যা নিশা সর্বভুতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যা জাগৃতি ভুতানি সা নিশা পশ্যতে মুনে।। শ্রী.ম.গীতা ২.৬৯

যা সব জীবের জন্য রাত্রি, সেটা আত্মসংযমীর জাগার সময় আর যা সমস্ত জীবের জাগার সময় তা আত্ম নিরীক্ষক মুনিদের জন্যে রাত্রি। ভজনানন্দী রাতে জাগে, দিনে ঘুমায়। জাগাতেই নিজের ভালো। যে প্রকার কামীদের রাতে ঘুম আসে না, সেই

প্রকার বিরহীরও রাতে ঘুম আসে না। কামী বিষ পান করে, আর বিরহী অমৃতের আনন্দ নেয়। যা কিছু বলো না কেন এ অনুভব হবে কেবলমাত্র হরিনামে! তাও আবার স্মরণের সহিত, অথার্ৎ কান সংযোগে। দুই এর ঘর্ষণ আপনভাব প্রকট করে দেয়। যখন পযর্ন্ত নিজের আসল ঘর মিলে না, ততক্ষণ পযর্ন্ত ঘুরতেই হবে। বাপের থেকে যখন পৃথক হয়েছে, ঝামেলাতেই ফেঁসে আছে। কে সুখী? কেবল পরমহংস ভক্তই নিজের জীবনে মজাতে আছে। এই সরূপতত্ত্ব দ্বারা অহং, কাম, সংসার আসক্তি, দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা ইত্যাদি সবকিছু বিলীন হয়ে যায়। এসব হয় কেবলমাত্র হরিনামের দ্বারা। হরিনাম যার ভালো লাগে, তিনিই চার বেদ, আঠারো পুরাণ, উপনিষদাদির পূর্ণ জ্ঞাতা হয়। ভীলনী তো কোন শাস্ত্র পড়েনি? কেবল শ্রীরামকে আপন করে নিয়ে অমরত্ব প্রাপ্ত করেছে!

হরিনামই ভগবানকে প্রকট করার যথাযথ যুক্তি। কিন্তু হরিনামে কোন এক ভাগ্যশালী, বিরল ব্যক্তিই রুচি রাখে। যে বোঝা মনে করে সংখ্যা পুরণ করে, সেও না জপ করার থেকে ভালো। এতে সুকৃতি জমা হবে। কয়েক জন্ম নেওয়ার পর হরিনামে রুচি হয়ে যাবে তখন অমরত্ব প্রাপ্তি হবে।

অবলম্বন (সাহারা) ও একটি মহত্বপূর্ণ ভাব। এটা ছাড়া ভগবদ্ সৃষ্টি চলতে পারে না। জীবের পাঁচ তত্ত্ব- পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদির অবলম্বন চাই। এদের মধ্যে যদি যে কোন একটি তত্ত্ব উপলব্ধ না থাকে তাহলে শরীর থাকতে পারে না। অবলম্বন ছাড়া সব অসাড়। মনুষ্য শ্রী গুরুদেবের দ্বারা ভগবানকে অবলম্বন করে। কিন্তু যখন পর্যন্ত ভগবানের সাথে আপনতা হবে না ততক্ষন পর্যন্ত অবলম্বন দ্বারাও কাজ হবে না। আপনভাবই সারভূত ভাব। ইহা ছাড়া সব অসাড়।

সংসারে না জানি কত মানুষ মরেই চলছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আপনভাব না হওয়ার কারণে কোন দুঃখ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু যখন নিজের পরিবারের কেউ মারা যায়, তো অসীম দুঃখ সাগরে ডুবে যায় কারণ তার সঙ্গে তার আপনতা। এই প্রকার যদি ভগবানের সাথে আপনভাব হয় তাহলে সমস্ত ঝামেলা নষ্ট হয়ে যায়। ব্যস এই আপনতার অভাবেই জীব দুঃখ ভোগ করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই যে, ওই আপনভাব কি করে প্রাপ্ত হবে? এর সহজ উপায় মৃত্যুকে সামনে রেখে বিচার কর, তোমার সামনে কত জানা অজানা ব্যক্তি মৃত্যুর মুখে চলে গেছে। একদিন তোমারও সময় আসবে। তাহলে বিচার কর, কেহ কি সুখী আছে? সকলেই কোন না কোন দুঃখের যাঁতাকলে পিসছে। এখানে কেউ আপন নয়, সকলই পর। কেবলমাত্র ভগবানই আপন যে সকলের পিতা, তাঁর কোলে যাওয়াতেই সুখ মিলবে। যতই বৈভবশালী হওনা কেন, সম্পত্তি সুখ দিতে পারে না। কারণ সেখানে সুখ দেখা যায়, কিন্তু সুখ থাকে না। ভজন বিনা ব্রহ্মা ও মহাদেব,

দেবী দেবতা রাও সুখী হয় না, তাহলে আমরা তো গণনারই বাইরে! বারবার বিচার করবে তাহলে হরিনামে রুচি হতে লাগবে। ভগবান জীবদের আপন করবার জন্য নিজের নামের মধ্যে রমন করেন কারণ এই একমাত্র আমার নাম ডাকলে পরেই আমি (ভগবান) নাম ডাকা ব্যক্তির কাছে না চাইলেও ডাকার টানে চলে আসি। কিন্তু এত সহজ সরল সাধন হওয়া সত্ত্বেও কেহ একে আপন করে না, আর যদিও আপন করে তো ভগবানকে আপন করে না। এই প্রকার এদের জীবন ব্যর্থ কথাবার্তায় চলে যায়। ফলস্বরূপ তাকে সংযোগ মিলেও না।

রোগরূপে মৃত্যু ইশারা দিচ্ছে তবুও মানব ঘুমিয়ে থাকে। কত মুর্খতা! ঘুমানোর কারণও সন্ত অপরাধ। গৌরহরি নিজের মাকেও ক্ষমা করেন নি, মনে মনেও সাধু সম্বন্ধে খারাপ ভাবনা অপরাধ হয়। যতই সাধুর প্রতি মন থেকে প্রেম হবে, ততই নামে রুচি হবে। বোঝা মনে করে নাম নিলে অনেক জন্ম নিতে হবে। নাম দ্বারা ভগবদ্ বিরহ উদয় হওয়া উচিত। এই অবস্থাই মনের পরীক্ষা নিয়ে নেয়। মোট কথা হল, যদি বিরহ না হয় তাহলে এখনও মন সংসারে যুক্ত আছে।

রাম নাম মনিদীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহেরহু জৌ চাহসি উজিয়ার।।

তুলসী দাসজী বলেন যে হে মনুষ্য যদি তুমি ভিতরও বাহির দুইই উজ্জ্বল চাও তাহলে মুখ রূপী দ্বার দিয়ে জিহ্বারূপী আসন পর রামনাম রূপী মনিদীপকে রাখো।

কৃষ্ণ নাম, ভক্ত সেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণ প্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে।

সর্বদা কৃষ্ণ নাম ও ভক্তের সেবা করতে থাকো। এরকম করলে শ্রী কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি অবশ্যই হবে।

হরিনাম সংখ্যার জন্য যা সংকল্প আপনি নিয়েছেন, তাতে যেন ঢিলেমী না হয় এর জন্য বার বার ও যত্নসহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর)

অন্তিম ও সর্বোত্তম উপায়

ভক্তদের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য সর্বদা উৎসুক থাকি এবং যাতে তাদের খুব শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তি হয় সেই জন্য আমার বাবাকে এ ব্যাপারে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করে থাকি। আমার বাবা এর আগেও অনেক উপায় বলেছিলেন। কিন্তু ভক্তরা জানায় যে ঐসব উপায় তাদের দ্বারা পালন করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। তাই আমিও বাবাকে বলি যে, "এরকম জটিল সাধন বলবেন না। কোনো সহজ-সরল সাধন বলে দিন, কারণ আপনি যেসব উপায়ের কথা বলেন তা ভক্তরা করতে পারছে না।"

যেমন কয়েকটি উপায় এর মধ্যে একটি হল-বাবা একবার বলেছিলেন যে, রান্নাঘরে মায়েরা জুতো না পরে রান্না করবে অর্থাৎ রান্না করার সময় যেন পায়ের সাথে মাটির স্পর্শ থাকে এবং রান্না করার সময় মুখে নিরন্তর হরিনাম যেন চলতে থাকে। ফলস্বরূপ এই হরিনামের শক্তি প্রত্যেক প্রসাদ সামগ্রীতে প্রবেশ করবে এবং পরিবারের সদস্যরা যখন ওই প্রসাদ গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে নির্গুণ বৃত্তি জাগ্রত হবে। কিন্তু এতে মায়েরা অসমর্থতা প্রকাশ করেন।

তখন বাবা আরেকটি চমৎকার উপায়ের কথা বলেন। সেটি হল- " ভগবানকে সর্বদা সাথে রেখো "। বাবা বলেছিলেন যে, এক মিনিটের জন্যও ভগবান কে ছেড়ে থেকো না। যেমন, যখন গাড়িতে বসবে তখন ভগবানকেও গাড়িতে বসিয়ে নাও। এতে কখনোই দুর্ঘটনা হবে না। জল পান করার সময় ভগবানকে বল, হে প্রভু! আপনিও জল পান করুন। প্রসাদ পাওয়ার সময়, আপনিও প্রসাদ পান। ঘুমানোর সময় ভগবান কে বল, আপনিও আমার পাশে শুয়ে পড়ুন। এমনকি শৌচ ক্রিয়াতে যাওয়ার সময় ভগবানকে বল, আপনিও আমার সাথে চলুন। ঝাড়ু দেওয়ার সময়, হে প্রভু! আপনিও ঝাড়ু দিন। বাসন মাজার সময়, আপনিও বাসন মাজাতে সাহায্য করুন। সবাই হয়তো ভাবতে পারে যে, আমরা তো ভগবানের দাস আর ভগবান তো হলেন প্রভু। ভগবান কে দিয়ে কাজ করালে অপরাধ হবে। কিন্তু আদৌ তা নয়। ভগবান তো পরম পিতা।

উনি শুধু এটুকুই চান যে, যে কোনো প্রকারে জন্ম-মৃত্যুর সংসারে কষ্ট পেতে থাকা জীব ওনাকে নিরন্তর স্মরণ করুক। ভগবান অত্যন্ত দয়ালু।ভক্তের জন্য সবকিছু করতে পারেন। কিন্তু মুশকিল এটাই যে, কেউই ওনাকে চায় না। কত সহজ উপায়! "**ভগবানকে সর্বদা সাথে রেখো**" কিন্তু অল্প কিছুদিন চেষ্টা করার পর ভক্তরা অসমর্থতা ব্যক্ত করে।

তাই অবশেষে আমি বাবাকে বলি যে, "বাবা আপনি তো বলেছিলেন যে, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, ঘুমানো, সমস্ত কর্ম ইত্যাদি সবকিছু আমাকে অর্পণ করে দাও"। কিন্তু বাবা আপনার এই মায়ার সংসারে আমাদের মত গৃহস্থ ভক্তদের দ্বারা তা করা সম্ভব নয়। আপনি এমন কোনো অত্যন্ত সহজ সরল উপায় বলে দিন, যাতে আমরা তা অনায়াসে করতে পারি। তখন বাবা বললেন, " অনিরুদ্ধ! তুই আমাকে বড্ড জ্বালাতন করিস "। আমি বললাম, "জ্বালাতন করবো না তো কি? আপনি ছাড়া আর কার কাছেই বা এসব করব?" তখন বাবা বললেন, "একটা এমন উপায় বলে দিচ্ছি যার থেকে আর সহজ কিছু হতেই পারে না "। "সমস্ত চরাচর জীবের প্রতিটি শ্বাস আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । প্রতিটি জীব তার জীবনকালে যতগুলো শ্বাস নেয় তা আমিই নির্ধারণ করি "। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্বাস সম্পূর্ণ হলেই মৃত্যু নেমে আসে। সুতরাং শ্বাসই হল সব থেকে মূল্যবান। তাই নিম্নলিখিত প্রার্থনা প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠেই সবাইকে করতে হবে-

"হে প্রাননাথ! এখন থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস আমি তোমার চরণে অর্পণ করলাম ।"

বাবা আরো বললেন, এইসব যদি আমাকে অর্পণ করে দেওয়া হয়, যেহেতু প্রতিটি শ্বাসের সাথেই জীবনের সবকিছু জুড়ে রয়েছে তাই সমস্ত কর্ম, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি সবকিছু আমাতেই অর্পিত হয়ে যায়।

যে কর্মের ফল ভোগ করার জন্য জীবকে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আসা-যাওয়া করতে হয়, তা সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে কত সহজে অর্পণ করা হয়ে গেল। জীবের অনন্ত জন্মের পিতা, ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার এর থেকে আর সরল রাস্তা হতে পারে না । বাবা এও বলেন যে, "যারা ভজন করে, তাদের

হরিনাম করার সময় শ্বাসের সংখ্যা সাধারণ মানুষের থেকে কম হয় । হরিনাম করার সময় তারা আটকে আটকে শ্বাস নেয় তাই তাদের আয়ু বৃদ্ধি পায় ”।

তাই প্রত্যেক সাধকের নিত্য এই প্রার্থনা করা কর্তব্য।

সুতরাং অন্তিম সাধন হলো এটাই যে, প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করতে হবে-

“ হে প্রাননাথ এখন থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস আমি তোমার চরণে অর্পণ করলাম।”

--শ্রীল অনিরুদ্ধ দাস অধিকারী

***শ্রীল অনিরুদ্ধ প্রভুজীর সাথে ঠাকুরজী অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ হল- শ্রীল অনিরুদ্ধ প্রভুজী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেড় বছরের নাতি। ঠাকুরজীকে উনি আদর করে বাবা বলে সম্মোধন করেন। এনাদের মধ্যেকার কথোপকথন তুলে ধরা হল।

মনকে স্থির করার এবং ভগবানকে খুশি করার একমাত্র উপায়

ভক্তদের প্রায়ই অভিযোগ আসে যে তাদের হরিনামে মন লাগে না। তাই ঠাকুরজী (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীল অনিরুদ্ধ প্রভুজী কে প্রেরণা করে বলেছেন যে নিম্নলিখিত সন্তদের চরণ তলে বসে ওনাদের ১ মালা করে হরিনাম শোনাতে থাকলে খুব সহজেই মনের চঞ্চলতা ক্রমশ দূর হয়ে ভগবৎ পাদপদ্মে তথা হরিনামে মন লাগতে থাকবে। ভক্ত তাঁর হৃদয়ে ঠাকুরজী কে প্রেমবশে বেঁধে রেখেছেন, তাই ভক্তকে হরিনাম শোনালে ওই ভক্তের সাথে সাথে হৃদয়ে বিরাজমান ঠাকুরজীও সেই হরিনাম শ্রবন করবেন। ভক্তের চরণ তলে বসে হরিনাম করতে থাকলে ভক্তের হৃদয় থেকে দিব্য চিন্ময় তরঙ্গ নির্গত হয়ে সাধকের মলিন চিত্তকে ক্রমাগত শোধন করতে থাকবে। নিচে ৫০ জন ভক্তের তালিকা দেওয়া হচ্ছে। আপনারা চাইলে নিজের নিজের মনের মত আরো ভক্ত যোগ করে তালিকা বৃদ্ধি করতে পারেন।

এইভাবে ৫০ মালা হরিনাম সম্পূর্ণ হলে পরে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে এইভাবে চলতে থাকবে। এই তালিকা দুবার সম্পূর্ণ হলে, দেড় লক্ষ অর্থাৎ ৯৬ মালা হরিনাম হয়ে যাবে। ঠাকুরজী উপরোক্ত তালিকাতে কলি মহারাজ, দুর্যোধন মহারাজ এবং কৈকেয়ী মাতার নাম লিখিয়েছেন কারণ এনাদের চরণে আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে, যার ফলে আমাদের হরিনামে রুচি হচ্ছে না তথা আমরা ভক্তিতে অগ্রসর হতে পারছি না। ঠাকুরজী বলেছেন যে, "এই তিনজন হল আমার পার্ষদ। এরা ছাড়া আমার লীলা সম্পন্ন হতে পারত না।" কিন্তু আমরা জেনে হোক বা না জেনে এনাদের সম্বন্ধে অনেক কু-মন্তব্য অর্থাৎ নিন্দা করে ফেলেছি। সেই জন্য এনাদের চরণ তলে বসেও আমাদেরকে ক্ষমা ভাব নিয়ে হরিনাম করতে হবে। কলি মহারাজের চরণ তলে বসে হরিনাম করলে, হরিনাম করার সময় কলি মহারাজ কোন বাধা সৃষ্টি করবেন না, বরং অনুকূল হয়ে যাবেন।

***** নিত্য এক লাখ করে হরিনাম না করলে শচীনন্দন গৌরহরি কোন সেবাই গ্রহণ করেন না।তাই ভক্তদের চরণে পড়ে বিনতি তারা যেন নিত্য কমপক্ষে এক লাখ হরিনাম করেন এবং ১০ প্রকার নামাপরাধ যাতে না হয় তার জন্য সাবধান থাকেন।এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে হরিনাম জপ করা অত্যন্ত জরুরি।**

গ্রুপ-১	গ্রুপ-২	গ্রুপ-৩
শ্রীল গুরুদেব	বদ্রীনাথ (নর নারায়ন)	দেবকী মাতা
কলি মহারাজ	জগন্নাথ	যশোদা মাতা
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ	সুভদ্রা মাতা	রোহিনী মাতা
গৌরকিশোর দাস বাবাজী	বলদেব	লোকনাথ গোস্বামী
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	রায় রামানন্দ	নরোত্তম দাস ঠাকুর
জগন্নাথ দাস বাবাজী	জগদানন্দ পন্ডিত	শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী
অদ্বৈত আচার্য	রূপ গোস্বামী	শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী
গদাধর পন্ডিত	সনাতন গোস্বামী	কেশব ভারতী গোঁসাই
শ্রীবাস ঠাকুর	হরিদাস ঠাকুর	রাধা কৃষ্ণ
শচীমাতা	কৈকেয়ী মাতা	
গৌরহরি	দুর্যোধন মহারাজ	
নিত্যানন্দ প্রভু	নৃসিংহ ভগবান	
লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী	প্রহ্লাদ মহারাজ	
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী	উদ্ধব-জী	
স্বরূপ দামোদর	সনকাদি ঋষি	
নারদ মুনি	ষড় গোস্বামী	
হনুমানজী	নব যোগেশ্বর	
ব্যাসদেব	শিব-জী	
শুকদেব গোস্বামী	পার্বতী মাতা	
সূত গোস্বামী	গণেশ-জী	
পরীক্ষিত মহারাজ		

"যদি আমার মত একজন সাধারন গৃহস্থ কেবলমাত্র হরিনামের আশ্রয় নিয়ে ভগবৎ প্রাপ্তি করতে পারি, তাহলে আপনারা কেন নয়?"

- -শ্রীল অনিরুদ্ধ দাস অধিকারী

তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্য কোন সাধন না করে কেবলমাত্র হরিনামের আশ্রয় নিয়ে এই ভবসাগর পার করেন এবং চরম বস্তু ভগবৎ প্রেম প্রাপ্ত করেন।

ভবিষ্যতের সুখময়ী সুচনা

এই কলিযুগে সমস্ত চরাচর প্রাণী বিষময় খাদ্য পদার্থ খাওয়ার ফলে তমগুণের স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। এই তমগুণী স্বভাব কে অমৃতময় স্বভাব করার জন্য 'মা' সকল রান্নাঘরে খালি পা-এ (ধরণী মাতার সহিত পা এর স্পর্শ) তথা নিরন্তর হরিনাম করতে করতেই ভোগ বানাবেন - ফলস্বরূপ এই রকম অমৃতময় প্রসাদ নির্গুণ স্বভাব প্রদান করবে ও শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তি করিয়ে দেবে।

নোটঃ উপরোক্ত নির্দেশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী অনিরূদ্ধ দাস প্রভুজী কে দিয়েছেন এবং সকলকে এই সন্দেশ দিতেও বলেছেন।

নিষ্কর্ষঃ ভাগবত মহাপুরাণ-এ **১১** স্কন্ধ এর ২৯ অধ্যায়ে **১৯,২০,২১** শ্লোক দ্বারা ভগবান এই শিক্ষার ফল প্রিয় উদ্ধব জীকে বুঝিয়েছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি স্থান

পশ্চিমবঙ্গ-
কলকাতা

- ৭ সি, রাজা সন্তোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০২৭। মো-৯৮৩০০৬১২৮২

উড়িষ্যা-

- পুরী-বিশ্বরঞ্জন পান্ডা (জগন্নাথ দাস পুরী), অন্ধিয়াসহী, পোস্ট- নীমপারা, জেলা-পুরী-৭৫২১০৬। মো-৭০০৮০৩৬২২৮

উত্তরপ্রদেশ-
বৃন্দাবন

- ৩৬৩/ফেজ-২, পুষ্পাঞ্জলি বৈকুন্ঠ, বুরজ গ্রামের নিকট, বৃন্দাবন, মথুরা। মো.৯৯০৯০০১২৮৭
- এ-১৯ বি ব্লক, প্রথম তলা, গিরিরাজ অপার্টমেন্ট, চৈতন্য বিহার, ফেজ-১। মো.৯৭২৯৪৮৮১৩৪

হরিয়ানা-
গুরগাঁও

- হাউস নং- সি ২৫৯-এ, সুশান্ত লোক-১, গুরুগ্রাম (গুড়গাঁও)। মো-৮৮৭৯৬৬৭৩৩২, ৮২৮৭৮৫১৫১০
- এইচ ব্লক ৩৬/৩১, ডি.এল.এফ, ফেজ-১, গুরুগ্রাম (গুড়গাঁও)। মো-৯৮১১৫১৬২৯২
- হরিনাম কুটীর, এ সী- ৪০৪, অন্তরিক্ষ হাইটস, সেক্টর ৮৪, মো-৯২০৫০৩৮৭৫৯, ৯৯৭১১৯৮২০৬

দিল্লি-

- ই-৭৫, প্রীত বিহার, দিল্লি। মো.৯৮১৮৭২৬৮৭২
- ৮২২-২৩ কটরা নীল, চাঁদনী চক, দিল্লি। মো. ৯৮১০২০০৮২৪
- হাউস নং- ১৮ অমৃতাপুরী এ, গলী নং ২, জগুয়ালী গলি, প্রথম তলা, ইস্কন মন্দিরের নিকট, ইষ্ট অফ কৈলাস, দিল্লি। মো.৭৬৭৮৪৯৮৯৩০

নোট

- শ্রীল অনিরুদ্ধ দাস জী মহারাজ সম্বন্ধিত আধ্যাত্মিক সূচনা প্রাপ্ত করার জন্য নিজের নাম এবং শহরের নাম নিম্নলিখিত নম্বরে পাঠান।

মো - ৯৯৫৩০৪৭৭৪৪, ৯৯১১৩৫৬৫৯৯

- শ্রীল অনিরুদ্ধ দাস জীর গ্রন্থ ডাউনলোড করার জন্য নিম্নলিখিত লিংক এ যাও

tiiny.cc/aniruddhadasabooks
tinyurl.com/aniruddhadasabooks